মণিকাঞ্চন



শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি. এ.

ভোলানাথ লাইব্রেরী
৩০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৩৩

দেড় টাকা

প্রকাশক—শ্রীঅনাথনাথ দে
ভোলানাথ লাইব্রেরী
৩০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মণিকাঞ্চন

"অপুদা, শীগ্‌গির গাছ থেকে নেমে পড়, আমার পাখীর দরকার নেই, বিমলদাদা আস্‌চে!" দশম বর্ষীয়া বালিকা মানদা এই বলিয়া ভয়ত্রস্ত পদে আর একটী বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল।

অপূর্ব্ব তখন অপেক্ষাকৃত একটা মোটা ডালের উপর দাঁড়াইয়া উপরের আর একটী ছোট ডাল ধরিয়া সবেমাত্র পাখীর বাসার দিকে হাত বাড়াইতেছিল, এমন সময় মানদার কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিমলের নাম কানে যাইবামাত্র তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। বিমল কে, যে তাহার ভয়ে এখনই গাছ হইতে নামিয়া পড়িতে হইবে! মানদারই বা এত ভয় কিসের। মানদাকে সাহস দিয়া সে কহিল, "বিমল আস্‌ছে তা হ'য়েছে কি! তুই কেন মিছিমিছি অমন করছিস্। আমি তোকে পাখীর ছানা পেড়ে দিচ্ছি বিমল কি করে দেখব এখন।"

বিমল তখন খুব নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, মানদা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি অপুদা, তুমি পাখীর ছানা পেড় না, আমি চাই না।"

অপূর্ব্বর জেদ আরও চড়িয়া গেল, সে রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি পাখীর ছানা না নিয়ে নামব না, তোর বিমলদাই আসুক, আর

যই আসুক ; নিবি নি ত আমায়, গাছে চড়িয়েছিলি কেন রে পোড়ারমুখী।"

মানদার আর উত্তর দেওয়া হইল না। বিমল তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কহিল, "মানু, এখানে দাঁড়িয়ে কি করচিস্ রে ?"

মানদা শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

বিমল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ্ করে রইলি যে, এই দুপুর রোদে বাগানে কি করচিস্ ? শুনতে পাচ্চিস্ নি ?"

বৃক্ষের উপর হইতে অপূর্ব্ব কহিল, "ও পাখীর ছানা নিতে এসেছে।

বিমল একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব একটা পাখীর ছানা হাতে করিয়া ডালের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আর সেই ছানাটার জননী সন্তানের চারিপাশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ঐ করুণ ক্রন্দনে বিমলের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, মানদার দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, "মানু!"

মানদা তাহার অন্তরের ভিতরটা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, "আমি বারণ করলাম, অপূদা শুনলে না যে!"

বিমল রুষ্ট হইয়া কহিল, "তুই পাখীর ছানা পাড়তে বলেছিলি কি না ?"

মানদা মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "আর বল্‌ব না বিমলদাদা।"

বিমল গম্ভীর হইয়া কহিল, "এই ক'বার হ'ল তা জানিস্ ?"

মানদা কহিল, "তিনবার, আর কখ্খনও এমন কাজ করব না।"

বিমল কহিল, "ঠিক বল্‌চিস্ ?"

মানদা কতকটা আশ্বস্ত হইয়া কহিল, "ঠিক বিমলদাদা, তুমি দেখ আর কখ্খনও যদি আমি কারু কাছে পাখীর ছানা চাই।"

অপূর্ব্ব তখন শিকারটি হাতে করিয়া অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিমল কহিল, "রেখে আয় বল্‌ছি পাখীর ছানা।"

অপূর্ব্ব কহিল, "এত কষ্ট করে পাড়লাম, আমি রেখে আসব না ; কখ্খনও রাখব না।"

বিমল ধমক দিয়া কহিল, "রাখবি নি ?"

অপূর্ব্ব জোর দিয়া কহিল, "না।"

বিমল তাহার দিকে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "তুই কি করে পাখীর ছানা নিয়ে গাছ থেকে নামিস্ তা দেখব'খন। ভাল চাস ত এখনও রেখে আয় বলছি।"

মানদা অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি ত পাখীর ছানা নেব না অপূদা, তুমি রেখে দিয়ে এস।"

অপূর্ব্ব কোন কথা বলিল না। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিমলের কাছে আজ সে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করিবে না ; অথচ পাখীর ছানা লইয়া গাছ হইতে নামিতেও তাহার অন্তরের মধ্যে কেমন ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল। বিমলও আর কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই ভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইয়া গেল।

বিমল মানদার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মান্নু বাড়ী যা।"

মানদা তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ধীরে ধীরে বাগান ত্যাগ করিয়া গৃহের অভিমুখে চলিয়া গেল; কিন্তু একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তুমি আমাদের বাড়ী যাবে না বিমলদাদা, বাবা যে তোমায় খুঁজছিলেন।"

বিমল ধমক দিয়া কহিল, "সে আমি বুঝব এখন, তুই বাড়ী যা দিকি।"

মানদা আর কিছু না বলিয়া চকিতে একবার অপূর্ব্বর দিকে চোখ তুলিয়া চাহিয়া চলিয়া গেল।

বিমল অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল, "অপু, পাখীর ছানা রেখে এখনে আয় বলচি।"

তাহার কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্ব সত্যই ভয় পাইল। সে আজ তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে না মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিলেও অবশেষে তাহাকে সেই পরাজয়ই স্বীকার করিতে হইল। এ ব্যাপারটা অবশ্য নূতন নহে। কতবার সে বিমলের কথা ঠেলিয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে অগ্রসর হইয়াও শেষকালে পিছাইয়া আসিয়াছে। অপূর্ব্ব আস্তে আস্তে ছানাটা বাসায় রাখিয়া গাছ হইতে নামিয়া আসিল।

বিমল কহিল, "ফের যদি কোন দিন মান্নুকে পাখীর ছানা পেড়ে দিতে অমন ত ভাল হবে না তা বলে দিচ্ছি। তোর শরীরে কি একটু মায়া দয়া নেই রে!"

অপূর্ব্ব ক্রোধভরে কহিল, "বেশ করব দেব, তুই বারণ করবার কে? আমি তোর চাকর?"

বিমল হাসিয়া কহিল, "তা কেন রে, তুই আমার চাকর হ'তে যাবি কেন। ঐ ছানাটার মা কাঁদছিল শুনতে পাস্ নি। তোর ছোট বোন্‌টিকে যদি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়, তোর মার মনটা কেমন করে বল দিকি?"

অপূর্ব্ব তেমনই রাগিয়া কহিল, "আমি ও সব শুনতে চাই নি, আমি আবার পাড়ব।"

বিমল কহিল, "পেড়ে একবার দেখিস্।"

"ভারি ভয় দেখাচ্ছিস্"; এই বলিয়া অপূর্ব্ব সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বিমল অপূর্ব্বর অপেক্ষা বৎসর দু'য়েকের বড়। ছাত্রবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে বলিয়া ক্লাসের মধ্যে সে অনেকের চেয়েই বয়সে কিছু বড় ছিল। অপূর্ব্ব আর সে চতুর্থ শ্রেণী হইতে এক সঙ্গে পড়িতেছে। এখন উভয়েই প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। বিমলের চরিত্রে এমন একটা জোর ছিল যাহাতে তাহার নিকট প্রায় সকল ছাত্রকেই মাথা নত করিতে হইত।

বিমল মানদাদের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া মানদা তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, "বাবা এইমাত্র চলে গেলেন যে বিমল দাদা, তোমার সঙ্গে ত দেখা হ'ল না।"

বিমল কহিল, "তা নাই হ'ল, আমি সন্ধ্যের সময় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করব'খন।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

খানিক পরে অপূর্ব্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। মানদা তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

সে চটিয়া উঠিয়া কহিল, "হাস্‌চিস্ যে বড়! তোর জন্যেই ত বিমল আজ আমায় অপমান করে গেল। আমি আর তোর কোন কথা শুনব না।"

মানদা কহিল, "তা কি করব অপূদা, আমি কি জানি বিমলদাদা পড়া ফেলে ঠিক দুপুর বেলা এদিকে আস্‌বে। না বাপু আমার পাখীর ছানা টানার দরকার নেই।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর হইয়া কহিল, "তুই বিমলকে অত ভয় করিস্ কেন রে?"

মানদা হাসিয়া কহিল, "তুমি কর না বুঝি?"

অপূর্ব্ব ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কে আবার ওকে ভয় করে! তুই মিনতি বল্‌লি, তাই ত' পাখীর ছানাটা রেখে এলাম, না হ'লে ওর ভয়ে বুঝি রেখে আসতাম্! ওকে আমি একদিন জব্দ করবই।"

মানদা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তুমি বিমলদাদার সঙ্গে ঝগড়া করবে নাকি?"

অপূর্ব্ব উত্তেজিতভাবে কহিল, "সে কিসে এত বড় যে, তার হুকুম মেনে চল্‌তে হবে! সবাইয়ের ওপর হুকুম খাটাতে আসে; ভারি গায়ে জোর হয়েছে।"

মানদা শুষ্কমুখে কহিল, "বিমলদাদা ত তোমায় মারে নি, তুমি কেন তার ওপর অত রাগ করছ।"

অপূর্ব্ব কহিল, "মেরে একবার দেখলে না কেন! এ ত আর মাস্টু পায় নি। ক্লাসে ফাষ্ট হয় বলে সে আর চোখে কানে দেখতে পায় না, দেমাক একেবারে ফেটে পড়ছে।" অপূর্ব্বর যত আস্ফালন,

যত বীরত্ব এই এক রত্তি মেয়ে মানদার কাছে। সে জানিত বিমলকে সে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না। তাই সে স্থির করিয়া আসিয়াছে, মানদাকে শিখণ্ডীর মত সম্মুখে রাখিয়া সে বিমলকে জব্দ করিবে; মানদা কখনও তাহার অবাধ্য হইতে পারে না। এই ভাবিয়া সে কহিল, "আচ্ছা মানু তুই, কাকে বেশী ভালবাসিস আমাকে না বিমলকে?"

মানু এই প্রশ্নে বিস্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি ত দুজনকেই ভালবাসি।"

অপূর্ব্ব ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "সে তোকে এত বকে, তবু তুই তাকে ভালবাসিস্?"

বয়সের তুলনায় মানদার অন্তরটা আরও শিশু ছিল, সে হাসিয়া কহিল, "বিমলদাদা ত আমায় সব সময় বকে না, দুষ্টুমি করলে বকে।"

অপূর্ব্ব আঘাত চাপিয়া কহিল, "বকে ত? আমি কি তোকে কোন দিন বকি?"

মানদা কহিল, "বাবাও আমাকে বকেন ত; আমি কি বাবাকে ভালবাসি না? খুব ভালবাসি।"

অপূর্ব্ব অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া থাকিয়া কহিল, "বেশ আমি আর তোর সঙ্গে কথা বলব না, তোদের বাড়ী আর আসব না।"

মানদা দুঃখিত হইয়া কহিল, "না অপুদা তোমার পায়ে পড়ি, তুমি রাগ কর না, আমি তোমায়ও খুব ভালবাসি।"

অপূর্ব্ব কহিল, "মিথ্যে কথা। তুই বিমলকে ভালবাসিস্, সে

আমার শত্রু, তাকে যে ভালবাসে আমি তার সঙ্গে কথা বলি নি।" এই বলিয়া সে নিষ্ফল ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মানদাকে হাত করিয়া বিমলকে জব্দ করিবার সঙ্কল্প তাহার কোথায় ভাসিয়া গেল। মানদা মুখ ভার করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মানদার পিতা মনোহর ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই জগদীশপুর গ্রামের উচ্চ ইংরেজী স্কুলের হেড্ পণ্ডিত। তাহার এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র নবদ্বীপে মাতুলালয়ে থাকিয়া টোলে অধ্যয়ন করে। কন্যা মানদা তাঁহার কাছেই থাকে। পত্নী অন্নপূর্ণা তাঁহার বিধবা ননদের উপর কিছুদিনের জন্য সংসারের ভার দিয়া সম্প্রতি পুত্রকে দেখিবার জন্য নবদ্বীপ গিয়াছেন।

২

অধ্যাপক বিজয়মাধব চট্টোপাধ্যায় এই জগদীশপুর গ্রামেই বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই। বিবাহের বৎসর দুই পরেই তিনি সমাজে নাম লিখাইয়া ব্রাহ্ম হইলেন। সে অনেক দিনের কথা, তাই লইয়া তখন গ্রামে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাঁহার শ্বশুর বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি মনে করিবেন, তাঁহার কন্যা বিধবা হইয়াছে, তবুও কিছুতেই কন্যাকে ধর্ম্মত্যাগী অনাচারীর কাছে পাঠাইবেন না। কিন্তু সাধ্বী পত্নী স্বামীর ধর্ম্মই নিজের ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া পিতামাতার অমতেই স্বামীগৃহে চলিয়া গেলেন। সেই অবধি পিতা, কন্যা ও জামাতার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিলেন না। তবে মৃত্যুকালে কি ভাবিয়া পিতা তাঁহার সম্পত্তির অধিকাংশই কন্যাকে উইল করিয়া দিয়া গেলেন। বিজয়মাধবের শ্বশুর বেশ সৌখিন লোক ছিলেন। তিনি পৈতৃক বাড়ী ত্যাগ করিয়া নদীর উপরে একটা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নূতন বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অনুচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা, ঠিক সাম্‌নেই নানারকম ফুলের বাগান ও পিছনে ভাল ভাল আম এবং অন্যান্য নানাবিধ ফলের গাছ। আজ তিন বৎসর হইল বিজয়বাবুর পত্নী রাজলক্ষ্মী এই সুসজ্জিত বাগান ও বাড়ীর একমাত্র মালিক হইয়াছেন। তখন গ্রামের লোকের অবস্থা অনেকটা উন্নত

হইয়াছিল এবং লোকের মনে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষের ভাবটাও অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিতেছিল। তাই অধ্যাপক বিজয়মাধব সপরিবারে প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশে পল্লীভবনে আসিয়া বাস করিতেন।

অপূর্ব্ব যে দিন মানদার উপর রাগ করিয়া চলিয়া আসিল, সেই দিন রাত্রে বিজয়মাধবের পত্নী রাজলক্ষ্মী পুত্রকন্যাদের লইয়া জগদীশপুরে আসিলেন। তখন গ্রীষ্মাবকাশের কিছু বিলম্ব ছিল, কিন্তু কলিকাতায় বসন্ত সংক্রামক হওয়ায় বিজয়মাধব তাঁহাদের পল্লীভবনে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের গৃহ ও অপূর্ব্বদের গৃহের মধ্যে মাত্র একটা বড় আমবাগানের ব্যবধান।

অপূর্ব্ব তক্তোপোষের উপর বসিয়া প্রতিদিনের মত স্কুলের পাঠ অভ্যাস করিতেছিল। সে দিন কিছুতেই পড়ায় তাহার মন বসিল না। সে বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু মানদা ও বিমল সংক্রান্ত ঘটনা তাহার মনের মধ্যে নানাভাবে উদিত হইয়া তাহাকে এমনই উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল যে, সেই উত্তেজনার মধ্যে পড়ার কথা কোথায় তলাইয়া গেল। নানারকম করিয়া ভাবিয়াও সে মানদার উপর কিছুতেই প্রসন্ন হইতে পারিল না। তবুও তাহার মনে হইল এ ভাবে রাগ করিয়া চলিয়া আসাটা ভাল হয় নাই। সে অন্তরের মধ্যে বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলের উপর তাহার আক্রোশ আরও বাড়িয়া গেল এবং কি করিয়া তাহার উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে, তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিল; কিন্তু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও কোন পথ খুঁজিয়া পাইল না। হিংসা-বিষ-জর্জ্জরিত অন্তরে অস্থির হইয়া

বই হইতে মুখ তুলিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল, বিজয়মাধববাবুর গৃহের জানালা উন্মুক্ত এবং ভিতর হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে বাগানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সে এক দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল; চাহিতে চাহিতে তাহার অবসন্ন মন গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা নিশ্চয়ই আসিয়াছেন। এখনই ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইলেও, রাত্রি অধিক হইয়াছে বুঝিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ইচ্ছা দমন করিতে সে বাধ্য হইল এবং প্রত্যূষের জন্য অপেক্ষা করিয়া বই বন্ধ করিয়া রাখিয়া আহার করিতে চলিয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যূষে বিজয়মাধববাবুর পুত্র হিমাংশু অপূর্ব্বকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিল।

অপূর্ব্ব হাত মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া প্রফুল্লমুখে কহিল, "তোমাদের স্কুল এত শীগ্‌গির বন্ধ হ'য়ে গেল?"

হিমাংশু তাহার হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিল, "না, বন্ধ হওয়ার কিছু দেরী আছে, সেখানে বসন্ত হ'চ্ছে তাই বাবা আমাদের আগেই পাঠিয়ে দিলেন ভাই। মা তোমায় ধরে আনতে বলেছেন, আমাদের ওখানে তোমার চা খাওয়ার নেমন্তন্ন। লতিকা কোন্ সকাল থেকে সেজেগুজে বসে আছে। আর দেরী কর না. শীগ্‌গির জামা জুতো পরে চলে এস।"

চা খাওয়ার পর লতিকা একরাশ বই আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া হাসি-ভরা মুখে অপূর্ব্বকে কহিল, "দেখুন অপূর্ব্ববাবু, আমি

এবার প্রাইজে কত বই পেয়েছি ; এবার ফাষ্ট হ'য়ে ক্লাশে উঠেছি কি না।” এই বলিয়া লতিকা পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া অপূর্ব্বকে প্রথম পুরস্কারের ছাপমারা কাগজগুলি দেখাইতে লাগিল। অপূর্ব্ব অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা দেখিতে লাগিল। পুস্তকগুলি দুই থাক্ করিয়া টেবিলের উপর সাজান ছিল, এক থাক্ দেখান শেষ হইলে আর এক থাকের উপরের বইখানি তুলিয়া লইয়া লতিকা কহিল, “এ বইগুলি গানের জন্যে পেয়েছি ; গানেতেও আমি ফাষ্ট হ'য়েছি।”

রাজলক্ষ্মী নিকটেই একখানি চেয়ারে বসিয়া ভৃত্যকে বাজারের পয়সা হিসাব করিয়া দিতেছিলেন, অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিলেন, “লতিকা এই ক'মাসের মধ্যে গানে খুব উন্নতি করেছে; একজন ভাল মাষ্টার পেয়েছি কিনা। মা, লতা আজ বিকেলে অপূর্ব্বকে গান শুনিয়ে দিও! আমরা যে ক'দিন এখানে থাকব, দু'বেলাই তুমি কিন্তু এখানে এসে চা খাবে অপূর্ব্ব।”

অপূর্ব্ব অত্যন্ত সঙ্কুচিত ভাবে নিঃশব্দে সম্মতি জানাইল। চা খাওয়া অভ্যাস ছিল না সত্য, কিন্তু এই পরিবারের ছেলেমেয়েদের সহিত সদাসর্ব্বদা মিশিবার জন্য তাহার যে একটা প্রবল প্রলোভন ছিল, তাহা চরিতার্থ করিবার এমন সুযোগ সে ত্যাগ করিতে পারিল না।

হিমাংশু সম্মুখের বাগানে ফুল তুলিয়া বেড়াইতেছিল, ভগিনীকে ডাকিয়া কহিল, “কি রে লতা তোর বন্ধুটিকে যে বই দেখান শেষ হয় না। ভারি ত ক'খানা বই পেয়েছিস! অপূর্ব্ব অমন কত প্রাইজ পায়।”

সত্যই অপূর্ব্ব পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হইয়া ক্লাশে উঠিয়াছে এবং অনেক বই পুরস্কার পাইয়াছে, কিন্তু বিমল চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইবার পর হইতে সে আর প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। বিমল তাহার চেয়ে অনেক নম্বর বেশী পাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া চতুর্থ হইতে প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াছে ; তবে অপূর্ব্ব প্রত্যেক বারই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং প্রাইজও পাইয়াছে।

লতিকা বইগুলি সাজাইয়া রাখিয়া কহিল, "চলুন অপূর্ব্ববাবু বাগানে বেড়িয়ে আসি। না হ'লে দাদা এখনই ভারি ঠাট্টা করবে ;" এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব একবার চকিতে লতিকার হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া চোখ নামাইয়া লইল।

উভয়ে একত্রে বাগানে যাইতেই হিমাংশু হাসিয়া কহিল, "লতী, তুই কিন্তু ভারি অকৃতজ্ঞ, বন্ধুটিকে পেয়ে অমনই দাদাকে ভুলে গেলি।"

লতিকা কহিল, "আসতে একটু দেরী হ'য়েছে বলে অমনি তুমি আমার ওপর দোষ চাপাচ্ছ, বেশ লোক ত। প্রাইজের বইগুলো আমি অপূর্ব্ববাবুকে দেখাব না ?"

হিমাংশু কহিল, "খুব দেখাবি, পাঁচবার দেখাবি ! আমি যদি অপূর্ব্বকে ডেকে না আনতাম তা হ'লে কি করতিস্, বইগুলো সাজিয়ে সেই দিকে হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তিস্ ত ?"

লতিকা কহিল, "তা কি করতাম না করতাম তা তোমায় বলব কেন। তুমি না ডেকে দিলেও অপূর্ব্ববাবু ঠিক আসতেন।"

অপূর্ব্ব ভ্রাতা ভগিনীর এই নির্ম্মল কলহের অভিনয় দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া রহিল।

হিমাংশু কহিল, "বন্ধুর ওপর ভারি টান দেখ্‌চি যে!"

লতিকা কহিল, "বেশ ত! বন্ধুর ওপরে টান হবে না ত কার ওপরে টান হবে। কি বলেন অপূর্ব্ববাবু?"

অপূর্ব্ব উত্তর স্বরূপ শুধু একটু হাসিল।

হিমাংশু ভগিনীর দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "কেন আমার ওপর?"

তাহার এই কথায় অপূর্ব্ব ও লতিকা দুই জনে হাসিয়া উঠিল। সেও সেই হাসিতে যোগদান করিল। খানিক পরে কয়েকটি গোলাপ ফুল উপহারস্বরূপ গ্রহণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে অপূর্ব্ব গৃহে ফিরিয়া গেল।

সে দিন বৈকালে ছুটির পরে অপূর্ব্ব হিমাংশুদের বাড়ী আসিয়া চা খাবার খাইয়া গান শুনিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিল। এই ভাবে দিন দুই খুব আমোদে কাটিয়া গেল। এই দুই দিন সে মানদার আর কোন খবর লইল না।

ক্লাশে কথায় কথায় বিমলকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া মনে মনে খুব একটু স্ফীতি অনুভব করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব জানিত কেবল ঐ এক জায়গায় বিমল তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না। এই ব্রাহ্ম পরিবারটিকে বিমল বিদ্বেষের চোখে দেখিয়া থাকে, তাহার কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্তর কিছুতেই তাহাকে এ গৃহের দ্বার পার হইতে দিবে না, ইহাই অপূর্ব্বের নিঃসংশয় ধারণা ছিল।

ইহারই পর দিন, অপরাহ্নে অপূর্ব্ব নিয়মিত সময়ে চায়ের মজলিসে উপস্থিত হইয়া বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া রহিল। তাহার মুখ মড়ার মত বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাহাকে দেখিবামাত্র হিমাংশু বলিয়া উঠিল, "এই দেখ অপূর্ব্ব, তোমার বন্ধু বিমলবাবুকে ধরে এনেছি ;" এই বলিয়া তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া গেল ; তারপর উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল "তোমার অসুখ করেছে ?"

অপূর্ব্ব হাঁ না কোন উত্তর করিল না, নিকটেই একখানি চেয়ার ছিল, তাহার উপর নিঃশব্দে বসিয়া পড়িল।

বিমলও তাহাকে দেখিয়া আরও সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। গতবৎসর এই ব্রাহ্ম পরিবার লইয়া অপূর্ব্বর সহিত তাহার অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। অপূর্ব্ব তাহাকে এখানে আনিবার জন্য বহু সাধ্য সাধনা করিয়াছে, সে কিছুতেই আসে নাই। সেই কথা মনে পড়ায় সে বিশেষ কুণ্ঠাবোধ করিতে লাগিল। আজও কিন্তু সে ইচ্ছা করিয়া এখানে আসে নাই।

স্কুলের ছুটীর পর সে বাড়ী হইতে জল-খাবার খাইয়া মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে যাইতেছিল। হিমাংশুদের বাড়ীর পাশ দিয়াই পথ। হিমাংশু তখন একখানি সরু বেতের ছড়ি হাতে করিয়া বেড়াইতেছিল। এমন সময় একটা কেউটে সাপ ফণা বিস্তার করিয়া হিমাংশুকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। হিমাংশু পাংশুমুখে সেই ছড়িখানির সাহায্যে সর্পের আক্রমণ হইতে নিজকে রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। চীৎকার করিয়া যে কাহাকে

ডাকিবে, এমন অবস্থা তাহার ছিল না; কারণ ভয়ে তাহার গলা কাঠ হইয়া গিয়াছিল। এমন সময় বিমল সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর কেহ হইলে ভয়বিহ্বল হইয়া পড়িত এবং কি করিবে কিছুই স্থির করিতে পারিত না। কিন্তু অসম-সাহসী-প্রত্যুৎপন্নমতি বিমল মুহূর্ত্তমাত্র নষ্ট না করিয়া তখনই পার্শ্বস্থিত একটি বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া সেই বিষধর ক্রূর সর্পের গর্জ্জন তুচ্ছ করিয়া আতঙ্ক-বিমূঢ় হিমাংশুর দেহ আচ্ছাদন করিয়া দাঁড়াইয়া সজোরে ডাল ঘুরাইয়া সর্পকে প্রহার করিল এবং ক্রমান্বয়ে আঘাতের উপর আঘাত করিয়া সাপটাকে মারিয়া ফেলিল। হিমাংশু প্রকৃতিস্থ হইয়া গভীর-ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল। বিমল তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া তখনই চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সে কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

—— ঃ*ঃ ——

। ৩

হিমাংশু অপূর্ব্বর কাছে তাহার বিপদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিল, "বিমলবাবু কি আসতে চান, আমি একরকম জোর করে ওঁকে টেনে এনেছি। আচ্ছা বিমলবাবু আমরা ব্রাহ্ম বলে বুঝি আপনি আমাদের বাড়ী আসতে আপত্তি করেছিলেন?"

অতি শিশুকাল হইতেই বিমল কখনই মিথ্যার আশ্রয় লইয়া নিজের প্রকৃত মনোভাবকে গোপন রাখিতে শিক্ষা করে নাই। তাহাতে অধিকাংশ সময়ই সুফল ফলিয়াছে। কাহারও সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বেশী দিন মনের মধ্যে পুষিয়া রাখিবার অবসর তাহার হয় নাই। সে স্পষ্টবাদী, স্পষ্ট কথা বলিয়া ফেলিয়া অনেক সময় সে নিজের ভুল ধারণা বুঝিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মদের সম্বন্ধে যে ধারণা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা উচ্ছেদ করিবার কোন অবসর সে পায় নাই এবং পাইবার জন্যও সে এতটুকু উৎসুকও ছিল না। তাই অপূর্ব্বর কথার উত্তরে সে কহিল, "আমার ধারণা আপনারা ঠিক আমাদের মত মানুষ নন, আপনাদের খাওয়া-দাওয়া চলাফেরা কোনটাই যেন আমাদের সঙ্গে মেলে না। আমার মনে হয় আপনারা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। তবে আমি যখন আপনাদের সমাজের কারু সঙ্গে মিশি নি, তখন আপনাদের সম্বন্ধে আমি হয় ত ভুল ধারণা করে থাকতে পারি।"

রাজলক্ষ্মী মুগ্ধ হইয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ সমস্ত কথার মধ্যে যেন অনেকখানি সত্য নিহিত আছে। এই সম্বন্ধে তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই এই বালকটির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধায় ও স্নেহে তাঁহার অন্তর ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

খানিক পরে বিমল রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া কহিল, "তা হ'লে আজ আমি আসি মা।"

রাজলক্ষ্মীর মনে হইল, তাঁহার এই চুপ করিয়া থাকাটাই বিমল হয় ত অন্যভাবে গ্রহণ করিয়াছে, হয় ত সে মনে করিয়াছে তাহার স্পষ্ট কথায় তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। স্নিগ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "তোমায় শুধু শুধু কতক্ষণ আর বসিয়ে রাখব বাবা, তোমাকে এখানে খেয়ে যাওয়ার কথা বলবার সাহস আমার হচ্চে না।"

বিমল যে এই বাড়ীতে আসিবে, শুধু আসা নহে, এই অল্প সময়ের মধ্যে সকলের এতখানি স্নেহ আকর্ষণ করিবে এটা অপূর্ব্বর নিকট অপ্রত্যাশিত ছিল, তাই প্রথম দর্শনের আঘাতটা তাহার অন্তরে অত্যন্ত গুরুতর ভাবেই বাজিয়াছিল। এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া নিজের অন্তরের সেই আঘাতটা অনেক পরিমাণে সামলাইয়া লইয়াছিল, কিন্তু একটা তীব্র হিংসার জ্বালায় তাহার সর্ব্ব শরীর রি-রি করিতে লাগিল। কোন রকমে বিমলকে একটা আঘাত না দিতে পারিলে, যেন তাহার কিছুতেই শান্তি নাই। তাই রাজলক্ষ্মীর কথার সুযোগে সে বিমলকে আঘাত দিতে উদ্যত হইয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ অমন কথাও বলবে না মা, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না, এখানে

এতক্ষণ বসে আছে, তাই ত চান করে শুদ্ধ হয়ে তবে ও বাড়ী ঢুকবে।"

বিমল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "ও সব তুই কি বলচিস্ অপূর্ব্ব, আপনি মা ওর কথা শুনবেন না। কারু বাড়ী খেলেই যে জাত যায় একথা আমার একদিনও মনে হয় না, কেন না ছেলেবেলা থেকে মার কাছে আমি সেই শিক্ষাই পেয়ে এসেছি। আজ রাত্রে আমি আপনার এখানে খাব মা।"

গত বৎসর অপূর্ব্ব তাহাকে এ বাড়ীতে আসিবার জন্য বহুবার অনুরোধ উপরোধ করিয়াছে, কিন্তু সে আসে নাই, স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছিল ব্রাহ্ম বাড়ীতে সে কিছুতেই যাইবে না। তাই সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে আঘাত করিতে গিয়া নিজেই আঘাত খাইয়া অপূর্ব্ব নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী প্রফুল্ল মুখে কহিলেন, "তুমি খাবে শুনে যে কি রকম খুসী হ'য়েচি, তা তোমার আর কি বলব বাবা!"

বিমল মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল।

হিমাংশু কহিল, "জান মা, তোমায় সে কথা এতক্ষণ বল্‌তে ভুলে গেছলাম; কাল মাঠে খেলা দেখতে গেছলাম না, সেখানে ছেলেদের মুখে শুনলাম, বিমলবাবু এবার ম্যাট্রিকুলেশানে ফার্ষ্ট হবেন; এখানকার হেড মাষ্টার মশায় তাই বলেছেন। উনি মা সব দিকেই ভাল। কাল থেকে তাই ভাবছিলাম মা কি করে বিমলবাবুর সঙ্গে আলাপ করব।"

লতিকা তাহার জননীর পাশে এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল,

এইবার তাহার দাদার কথায় গভীর শ্রদ্ধাভরে বিমলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

"আমি একবার মাকে বলে আসি।" লজ্জারক্তিম মুখে এই কথা বলিয়া বিমল রাজলক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

বিমল চলিয়া গেলে, অপূর্ব্ব যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার বুকের উপর হইতে যেন একটা গুরুভার নামিয়া গেল। বিমলের এই হঠাৎ-চলিয়া-যাওয়াটা যে রাজলক্ষ্মীর নিমন্ত্রণ এড়াইয়া পলায়ন, ইহাই কল্পনা করিয়া সে মনে মনে ভারি আরাম বোধ করিল। বিমলের জননী গোঁড়া হিন্দু, তিনি তাঁহার পুত্রকে কখনই ব্রাহ্মবাড়ী আহার করিতে অনুমতি দিবেন না এবং বিমলও কখনও জননীর বিনানুমতিতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিবে না, এটা সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইহাও মনে হইল যে বিমলের জন্য আহারের আয়োজন করিয়া তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিয়া যখন রাজলক্ষ্মী বুঝিবেন, যে সে আসিবে না, সে তাঁহাকে মিথ্যা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে তখন তাঁহার উদার মাতৃহৃদয়ে তিনি অত্যন্ত আঘাত পাইবেন। তাই যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহাকে এ কথাটা জানাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ব্যথা অত বেশী বাজিবে না; অথচ বিমল যে তাঁহাদের কি চোখে দেখে তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়িবে। কিন্তু একবার বিমলকে আঘাত করিতে গিয়া সে অপ্রস্তুত হইয়াছে, তাই এবার কথাটা হঠাৎ উত্থাপন করাটা সে সঙ্গত মনে করিল না, সুযোগের অপেক্ষা করিয়া রহিল।

লতিকা তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "অপূর্ব্ববাবু আজ এখানেই বসে থাকবেন না কি? বাগানে গিয়ে বসিগে চলুন।"

অপূর্ব্ব গভীর আনন্দে কহিল, "চল।"

উভয়ে বাগানে নানা ফুল তুলিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিমলকে লইয়া অপূর্ব্বর মনের মধ্যে এতক্ষণ যে অস্বস্থির মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছিল, এই সুস্নিগ্ধ অপরাহ্ণে লতিকার অতি মধুর সঙ্গ, প্রবল বায়ুর মত সেই ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া কোথায় উড়াইয়া লইয়া গেল। নির্ম্মেঘ নীলাকাশের মত তাহার তিরোহিত-কালিমা অন্তর স্বচ্ছ হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল অন্তরে ফুল তুলিতে তুলিতে হঠাৎ সে এক সময় ত্রয়োদশ বর্ষীয়া লতিকার আলগা খোঁপায় একটী রক্ত-গোলাপ গুঁজিয়া দিয়া পরিপূর্ণ আনন্দে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

এমন সময় বিমলকে প্রায় তাহার বাড়ীর কাছ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া হিমাংশু ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইল।

লতিকা সানন্দে তাহার দাদার হাত চাপিয়া ধরিয়া আপনার ঈষদুন্নত গ্রীবা বাঁকাইয়া খোঁপা দেখাইয়া কহিল, "ফুলটা আমার খোঁপায় কেমন মানিয়েছে বল দিকি দাদা?"

হিমাংশু খোঁপার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "কে সাজিয়ে দিলে, তোর বন্ধুটি বুঝি?"

লতিকা তেমনই ভাবে হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা না ত কি, আমি নিজে সাজতে গেছি নাকি?"

অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া হিমাংশু কহিল, "এই বুঝি সাজান হ'য়েছে

অপূর্ব্ব, একটা ফুল গুঁজে দিলেই সাজান হ'য়ে গেল! এই দেখ আমি কেমন সাজিয়ে দিই।"

লতিকা কহিল, "না তোমায় আর সাজাতে হবে না দাদা।"

হিমাংশু সকৌতুক দৃষ্টিতে অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখচ ত আমার বোনটির কত টান তার বন্ধুর ওপর, আমি সাজালে ওর পছন্দ হবে না।"

লতিকা সলজ্জ হাস্যে কহিল, "তাই বলেছি বুঝি, যাও তুমি ভারি দুষ্ট দাদা, আচ্ছা এই দাঁড়িয়ে রইলাম, দাও সাজিয়ে।"

হিমাংশু জোর করিয়া গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "আমার দায় পড়েছে সাজাতে।"

লতিকা বালসুলভ অভিমানভরে কহিল, "বেশ নাই দিলে সাজিয়ে; অপূর্ব্ববাবু দিন ত ভাল করে সাজিয়ে।"

অপূর্ব্ব ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। সে হঠাৎ কৌতুক করিয়া তাহার খোঁপায় একটা ফুল গুঁজিয়া দিয়াছিল, কি করিয়া সাজাইতে হয় তাহা সে জানে না এবং চেষ্টা করিতেও তাহার কেমন কুণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল, কেননা তাহার অক্ষমতা হিমাংশুর কাছে ধরা পড়িয়া যাইবে এবং তাহারই উল্লেখ করিয়া হিমাংশু বিদ্রূপবাণে তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিবে। তবুও সাজাইবার জন্য তাহার মন লুব্ধ দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিতে লাগিল এবং হিমাংশুর পরিহাসের আনন্দ-দায়ক আঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য সে উৎসুক হইয়া উঠিল।

হিমাংশুর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য হাসির বাতাসে উড়িয়া গেল। সে

কহিল, "দেখ্‌লি ত! সাজানো টাজানো তোর এই পাড়াগেঁয়ে বন্ধুটির কাজ নয় ও যার কাজ তাকেই সাজে।" এই বলিয়া সে লতিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়িয়া দিল; সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি মাটিতে পড়িয়া গেল।

অপূর্ব্ব একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফুলটি তুলিবার জন্য একটু নীচু হইয়াছে, এমন সময় বিমল আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল। অপূর্ব্বর আর ফুল তোলা হইল না, সে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়া শুষ্ক বিবর্ণ মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

হিমাংশু বিমলের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া কহিল, "আপনি খুব শিগ্‌গির ফিরেছেন ত! মা বারান্দায় বসে আছেন, চলুন আমরা সেইখানে গিয়ে বসিগে।"

লতিকা একটি গোলাপ বিমলের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, "আমাদের বাগানে কেমন ফুল হয়েছে দেখুন।"

একটু হাসিয়া বিমল হাত বাড়াইয়া ফুলটি গ্রহণ করিল। তারপর অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে রে অপূর্ব্ব?"

অপূর্ব্ব কোন উত্তর করিল না, তেমনই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিমল হিমাংশুর হাত ছাড়াইয়া অপূর্ব্বর আরও নিকটে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া কহিল, "সেদিনকার কথা মনে করে বুঝি এখনও আমার ওপর রাগ করে আছিস্। তোকে আমি নিজের ভাইয়ের মত দেখি, এ কিন্তু তোর ভারি অন্যায়।"

অপূর্ব্ব ভাবিয়া দেখিল, বাহিরে রাগ প্রকাশ করিতে গেলে, তাহার নিজেকে ঠকিতে হইবে। সে স্থির করিল, আজ হইতে বিমলের সহিত সে মৌখিক আত্মীয়তা বজায় রাখিয়াই চলিবে।

বিমল কহিল, "চুপ করে রইলি যে? ফের যদি রাগ করে থাক্‌বি ত ভাল হবে না, বল্‌ছি।"

অপূর্ব্ব কহিল, "তোমার যেমন কথা, রাগ করতে যাব কেন, তোমার ওপর কখনও রাগ করতে পারি, মাথাটা কেমন ধরে আছে তাই—"

বিমল প্রফুল্লমুখে কহিল, "তাই বল্। এতক্ষণ বল্‌লেই ত হ'ত। চল্ ওঁদের কাছে যাই; ওঁরা হয় ত কি মনে কচ্চেন;" এই বলিয়া সে অপূর্ব্বর হাত ধরিয়া লতিকা ও হিমাংশু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেই খানে গিয়া উপস্থিত হইল।

অপূর্ব্ব মৌখিক হৃদ্যতা দেখাইলেও, বিমলের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য অন্তরের মধ্যে সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল এবং মনের আগুন চাপিতে গিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া অস্থির হইয়া উঠিল। সদা-প্রফুল্ল হিমাংশুর হাসিকৌতুক, শিশু-সরল লতিকার তরল গল্পের শান্তিধারায়ও সে জ্বালার উপশম হইল না।

—:*:—

অপূর্ব্ব অন্তরের জ্বালা বাড়াইয়া বিমল প্রায় প্রতিদিনই লতিকাদের গৃহে আসিতে লাগিল এবং সকলের নিকট অত্যন্ত আদর যত্ন পাইতে লাগিল। তাহার উপর ঘটনাচক্রে এমনই দাঁড়াইল যে অপূর্ব্ব বৈকালে বেড়াইতে আসিয়া দেখিত, বিমল বসিয়া লতিকার সহিত গল্প করিতেছে। কোন দিন সেখানে হিমাংশু বা রাজলক্ষ্মী উপস্থিত থাকিতেন, কোনদিন বা থাকিতেন না। এক এক দিন বিমল ও লতিকা এমনই তন্ময় হইয়া গল্প করিত যে, অপূর্ব্বর আগমনবার্ত্তা তাহারা জানিতে পারিত না;—অপূর্ব্ব ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিত, আর সে লতিকাদের বাড়ী যাইবে না, কিন্তু কোন দিনই সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিত না।

এ কয়দিন অপূর্ব্ব মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে যায় নাই। সে দিন মান্নুর উপর তাহার যে অভিমান হইয়াছিল, সেইটাই যে শুধু না যাইবার কারণ তাহা নহে,—কেননা মান্নুর উপর অভিমানটা ছ'দিন পরেই তাহার মন হইতে দূর হইয়া গিয়াছিল। তবে লতিকার আকস্মিক আগমন, তাহার উপর বিমলের সহিত লতিকার ঘনিষ্ঠতায় তাহার মনটা এতই অস্থির হইয়াছিল যে মান্নুর কথা ভাবিবার অবসর তাহার ছিল না। কিন্তু সে দিন যখন সে বিমল ও লতিকাকে তন্ময় হইয়া গল্প করিতে দেখিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে

চুপি চুপি সে স্থান ত্যাগ করিয়া আসিল, সে দিন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, অনেক দিন সে মান্নুর কাছে যায় নাই, তাহাকে না দেখিয়া মান্নুর হয় ত কষ্ট হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল, যে দিন সে মান্নুর উপর রাগ করিয়া চলিয়া আসে, তাহার পরদিন মান্নু তাঁহাদের বাড়ী আসিয়াছিল কিন্তু সেই রাগ পুষিয়া রাখিয়া সে তাহার সহিত কথা বলে নাই, ক্ষুদ্র বালিকা তাহার কচি মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া গিয়াছে! আজ তাহার মনে হইল, সত্যই মান্নুর সে দিন কোন দোষ ছিল না, বিমলকে সে অত্যন্ত ভয় করে বলিয়াই সে ঐ রকমের ব্যবহার করিয়াছিল। এখনই গিয়া সে মান্নুর কাছে বলিবে, সে দিন সেই ভুল বুঝিয়াছিল, তাহার উপর আর কোন রাগ নাই। বিমল যখন লতিকাদের বাড়ী এত ঘনঘন যাতায়াত করিতেছে, তখন সেও মান্নুর খোঁজ করে না, ইহা নিশ্চিত জানিয়া মনে মনে তীব্র তৃপ্তি অনুভব করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে সে মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। এদিক ওদিক চাহিয়া সে ডাকিল, "মান্নু!". কোন সাড়া পাইল না। আরও দুই তিন বার ডাকিবার পর পণ্ডিত মহাশয় বাগানের ওপারে ফুল তুলিতে তুলিতে সাড়া দিলেন, "কে অপু, মান্নু ত নেই বাবা, সে তার বিমলদাদার সঙ্গে বিজয়বাবুর বাড়ী বেড়াতে গেছে।" সম্মুখে বজ্রপাত হইলে মানুষের যে অবস্থা হয়, অপূর্ব্বর ঠিক সেই অবস্থা হইল। কোন উত্তর না দিয়া খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অপূর্ব্বর মাথার মধ্যে ভয়ানক জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ মুক্ত হাওয়ায় বেড়াইতে বেড়াইতে যখন জ্বালাটা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিল, তখন সে ভাবিতে লাগিল, এখন সে কোথায় যাইবে কি করিবে, বিমল যে মাঝখানে পড়িয়া সকলের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইবে, এ ত সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। সে যে এতদিন অনেক সহিয়াছে। বিমল স্কুলে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে সে বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছে—নীচের ক্লাশের ছাত্রেরা তাহাকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছে, উপর ক্লাশের ছাত্রেরা পর্য্যন্ত কত স্নেহ করিয়াছে, কিন্তু বিমল আসিয়া যখন অনেক নম্বর বেশী পাইয়া তাহার প্রথম স্থান কাড়িয়া লইল, তখন বিদ্যালয়ে সে প্রতিপত্তি তাহার আর রহিল না। তার পর, মান্নু, লতিকা, এমন কি হিমাংশু, রাজলক্ষ্মী পর্য্যন্ত বিমলের বেশী আপনার জন হইয়া গেল! এই সব পুরাণ কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল, পথের ধারে ঘাসের উপর সে বসিয়া পড়িল।

অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ সম্মুখে চোখ চাহিতেই দেখিল, বিমল, হিমাংশু লতিকা ও মান্নু হাসি গল্প ও ছুটাছুটি করিতে করিতে সেই দিকেই আসিতেছে। অপূর্ব্বর ইচ্ছা হইল, তখনই ছুটিয়া পলাইয়া যায়; কিন্তু ইতস্ততঃ করিতে করিতে সকলে নিকটে আসিয়া পড়িল, তাহার আর পলায়ন করা হইল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া সে বসিয়া রহিল। লতিকা ছুটিয়া আসিয়া নীচু হইয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, "অপূর্ব্ববাবু আপনি বেশ লোক ত, এখানে একলাটি চুপ করে বসে আছেন। আমারা আপনাকে কি কম

খুঁজেছি, দাদা মণিদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার বাড়ী অবধি গেছ্‌ল, সেখানে আপনার দেখা পেলনা, তারপরও আপনার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে বেড়াতে বেরিয়েছি—উঠুন এখনও বসে রইলেন, এদিকে সন্ধ্যে হয়ে এল যে ?"

অপূর্ব্ব অন্তরের জ্বালা চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হিমাংশু তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "ব্যাপার কি হে অপূর্ব্ব তোমার, রোজ রোজ যাও আর পালিয়ে এস। মাও সেই কথা বল্‌ছিলেন। বন্ধুটির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি ?"

সঙ্গে সঙ্গে বিমল বলিয়া উঠিল, "কিরে অপু, বসে বসে কি আকাশের তারা গুণছিলি না কি ?"

অপূর্ব্ব আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না ; বিমলের এই ঠাট্টায় সে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "কি করছি না করছি সে খবরে তোমার দরকার কি ? আমি তোমাকে মানা করে দিচ্ছি আমার সঙ্গে ও সব ইয়ারকি, ঠাট্টা করবে না।"

তাহার এই কথায় সকলের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। বিমলের এই সরল, সহজ পরিহাস যে অপূর্ব্ব এই ভাবে গ্রহণ করিবে, ইহা কেহ ভাবিতেও পারে নাই। কেন যে অপূর্ব্ব হঠাৎ এমন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, বিমলও তাহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নতিকা তখনও অপূর্ব্বর হাতখানি ধরিয়াছিল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "অপূর্ব্ববাবু আপনি হঠাৎ অমন রেগে উঠলেন যে, বিমলবাবু ত আপনাকে কিছু বলেন নি।"

অপূর্ব্ব তাহার দিকে না চাহিয়াই কহিল, "বিমল তোমার নূতন বন্ধু হয়েছে কিনা, তাই তার দোষ দেখতে পাবে কেন। আমি আর তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে চাই না, ছেড়ে দাও আমি বাড়ী যাই।"

লতিকা তবুও হাত ছাড়িল না, হাসিয়া কহিল; আপনাকে ছাড়ব না ত! আপনি আমার ওপর শুধু শুধু রাগ করলেন কেন?"

এই কথায় অপূর্ব্বর রাগটা অনেকখানি পড়িয়া আসিল।

মানু এতক্ষণ নীরবে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, এইবার সে এক পা আগাইয়া আসিয়া কহিল, "জান লতিকা দিদি, অপূদা ঐ রকম শুধু শুধু সবাইয়ের ওপর রাগ করে। সে দিন আমি কিছু করিনি—আমার ওপর রাগ করলে।"

হিমাংশু কহিল, "অপূর্ব্ব তোমার এত রাগ আছে, তা ত আগে জানতাম না। সবাইয়ের ওপর তুমি বুঝি কেবল রাগ করেই বেড়াও। চল ত আজ মার কাছে।"

অপূর্ব্ব ভাবিয়া দেখিল, রাগ করাটা তার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। মানু ও লতিকার সম্বন্ধে সেই ত বারবার একটা ভুল ধারণা মনে মনে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, - কৈ; লতিকা বা মানু কেহই ত তাহাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখে না, বরং লতিকার অন্তরের টানটা আজ তাহারই উপর অধিক পরিমাণে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এটা সে কেন এতদিন বুঝে নাই যে, শুধু শিষ্টাচারের খাতিরেই লতিকা বিমলের সহিত গল্প করে, বেড়ায়; আর মানু সে শুধু ভয়ে বিমলকে ভক্তি করে, মনে মনে নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিতে পারে না। না, না তাদের উপর আর সে অন্যায় করিয়া রাগ করিবে না

এতগুলা কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাবিয়া লইয়া বিমলের দিকে চাহিয়া সহজভাবে সে কহিল, "তুমিই ত রাগ করেচ দেখছি, শুধু দোষের ভাগি হ'লাম আমি।"

অপূর্ব্বর ব্যবহারে বিমল আজ সত্যই অন্তরে আঘাত পাইয়াছিল ; কেন না অপূর্ব্বকে সে যে অন্তরের সহিত ভালবাসে। তাহার মনটা কিছুতেই সুস্থ হইল না, সে গম্ভীর মুখে কহিল, "আমি তোর ওপর রাগ করিনে রে অপূর্ব্ব।"

সকলে আবার অগ্রসর হইল। লতিকা অপূর্ব্বর হাত ছাড়িয়া দিয়া বিমলের নিকট গিয়া তাহার মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "বিমলবাবু আপনি অমন মুখ ভার করে আছেন যে?"

বিমল লতিকার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া কহিল, "মনটা ভাল নেই।"

লতিকা কহিল, "চলুন খুব খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক্, তাহ'লে আপনার মনটা ভাল হয়ে যাবে' খন।"

অপূর্ব্বর অন্তরটা আবার ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এমন সময় মানু ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিয়া অপূর্ব্বর হাতখানি ধরিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, "অপুদা তুমি আমাদের বাড়ী আর যাও না যে?"

অপূর্ব্ব সে প্রশ্ন এড়াইয়া কহিল, "তুই ত ভারি খবর রাখিস্, পণ্ডিত মশায়কে জিজ্ঞেসে করিস্, গেছলাম কি না।"

মানুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসি ভরা মুখে সে কহিল, "কবে গেছলে অপুদা?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল "এই ত আজই গেছলাম।"

নান্টু কহিল, "এবার থেকে রোজ যাবে ত অপূদা ; বিমলদা কিন্তু রোজ যায়।"

অপূর্ব্ব অন্যমনস্কভাবে কহিল, "যায়, আচ্ছা আমিও রোজ যাব।"

হিমাংশু অনেকদূর আগাইয়া গিয়াছিল, সে পিছন ফিরিয়া কহিল, "বা রে তোমারা সব এতটা পিছিয়ে পড়েছ—এরকম করে চললে আর কতটাই বা বেড়ান হবে।"

তখন সকলে আবার পূর্ব্বেকার মত উৎসাহভরে ছুটাছুটি করিয়া চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে বিমল লতিকাদের ফটক পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাগানে গাছের তলায় চেয়ার টেবিল পাতিয়া লতিকা, হিমাংশু, রাজলক্ষ্মী, অপূর্ব্ব এবং অপর একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বসিয়া আছেন। এই প্রৌঢ় লতিকার পিতা বিজয়মাধব বাবু। তাঁহার নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু ও পারিপাট্যবিহীন কেশরাশি তাঁহার স্বভাবত গম্ভীর মুখকে আরও বেশী গম্ভীর করিয়া রাখিয়াছে। বিমল নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বিমল তাঁহাকে নমস্কার করিতে তিনি রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এ ছোকরাটি কে?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোমাকে বিমলের কথা বলছিলাম না—"

বিজয়মাধব মৃদু মৃদু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, "ও, বস।"

বিমল সঙ্কুচিতভাবে একখানি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

বিজয়মাধব এবার কাগজের উপর হইতে চোখ না তুলিয়া কহিলেন, "তুমি অপূর্ব্বর সঙ্গে পড়?"

লতিকা তাহার হইয়া উত্তর দিল, "বিমলবাবু অপুদাদের ক্লাশের মধ্যে যে সব চেয়ে ভাল ছেলে বাবা, ওঁদের হেডমাষ্টার মশায় বলেচেন এবার ম্যাট্রিকুলেশানে উনি ফাষ্ট হবেন।"

বিজয়মাধব বাবুর গুম্ফশ্মশ্রুবিমণ্ডিত মুখে গম্ভীর হাসি দেখা দিল। তিনি কহিলেন, "শুনে সুখী হলাম, তুমি বেশ ভাল পড়াশুনা করচ। সেই সঙ্গে সঙ্গে মনটা যাতে তোমার উন্নত হয় সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে চল, তা হ'লে সংসারে মানুষ হ'তে পারবে। তোমার এখানে অভিভাবক কে? তোমার পিতা?"

বিমল বিনয়নম্র বচনে কহিল, "আজ্ঞে, এখন আমার মাই অভিভাবক। বাবা চার বৎসর আগে মারা গেছেন।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "তোমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের নাম?"

হিমাংশু হাসিয়া কহিল, "তুমি যে বাবা বিমল বাবুকে একেবারে জেরা আরম্ভ করে দিলে, ওঁকে দেখচি তুমি আর এখানে বসতে দেবে না।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "হিমাংশু তোমার বেশী কথা বলা অভ্যাস কিছুতেই গেল না।"

হিমাংশু তাহার জননীর দিকে চাহিয়া কহিল, "বল ত মা, আমি কি বেশী কথা বললাম, আমি বুঝি এখন থেকে, বাবার মত গম্ভীর হ'য়ে বসে থাকব।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "গাম্ভীর্য্য জিনিষটা খারাপ নয়, এখন থেকে গম্ভীর হতে শেখা দরকার।"

হিমাংশু হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমার গম্ভীর হয়ে থাকবার

দরকার নেই। হ্যাঁ বাবা, তুমি ছেলেবেলায় থেকে এমনই গম্ভীর নাকি?"

বিজয়মাধব অধিকতর গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তোমার চেয়ে কম বয়েস থেকে আমি গম্ভীর হ'তে শিখেছি।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি যাই বল না কেন, ছেলেদের গম্ভীর হ'য়ে থাকাটা আমি পছন্দ করি না। বয়েস হ'লে মানুষ আপনিই গম্ভীর হবে।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "তা হ'লেও প্রথম থেকে শিক্ষা দরকার; বিমল তোমার পিতাঠাকুরের নাম?"

বিমল পিতার নাম বলিতেই, বিজয়মাধব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন।

খানিক পরে বিমল, লতিকা ও অপূর্ব্ব উঠিয়া গেলে, বিজয়মাধব পত্নীকে কহিলেন, "বিমলের পিতা মহাদেববাবুর নাম নিশ্চয় তোমার মনে আছে।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "মহাদেব বাবুকে খুব মনে আছে; তিনি যে বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বিমল যে তাঁর ছেলে সে কথা আমি ত জানতাম না।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "এই মহাদেব বাবুই তোমার বাবাকে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিলেন। এ গ্রামে তাঁর মত ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তিনি আমাদের অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌তেন। যাক, তিনি এখন ইহধামে নেই, তখন আর তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, যুক্তিসঙ্গতও নয়। তবে তাঁর ছেলে কি

আমাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারবে—এইটাই হ'চ্ছে আমাদের আশঙ্কা।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমি ত আশঙ্কার কোন কারণ দেখি না। বিমল বড় ভাল ছেলে, তার কিম্বা তার মার মনে কোন রকম সঙ্কীর্ণতা আছে বলে ত মনে হয় না। সে তার মার বড় অনুগত—মার মত না থাকলে সে কখনও আমাদের এখানে আসত না। তুমি পরীক্ষা করে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।"

বিজয়মাধব আর কিছু বলিলেন না। বিমলের সম্বন্ধে তাঁহার পত্নী যাহা বলিলেন, তাহা তিনি ভাল ভাবেও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। কেননা, বিমলের পিতা মহাদেব বাবুর উপর তাঁহার বরাবরই একটা আক্রোশ ছিল;—প্রথম কারণ মহাদেব ব্রাহ্মবিদ্বেষী ছিলেন, দ্বিতীয় এবং সর্ব্বপ্রধান কারণ, এই মহাদেব বাবুই শ্বশুরের সম্পত্তি হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। যদিও মহাদেব তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই, কিন্তু বিজয়মাধবের বিশ্বাস, তাঁহারই পরামর্শে বিজয়বাবুর শ্বশুর কতকটা সম্পত্তি দেবসেবার জন্য দান করিয়া গিয়াছেন। আইনমত যে সম্পত্তির রাজলক্ষ্মীই একমাত্র অধিকারিণী, সেই সম্পত্তির কতকাংশ পুতুল পূজায় নষ্ট হইতেছে, ইহা বিজয়বাবুর নিকট অসহ্য! যদি তাঁহার শ্বশুর এ সম্পত্তিটুকু কোন সৎকার্য্যে দান করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে তিনি অন্তরে হয়ত এতটা আঘাত পাইতেন না এবং মহাদেববাবুর উপর তাঁহার এতটা আক্রোশেরও কারণ থাকিত না। তাই মহাদেব বাবুর পুত্র শুনিয়া অবধি বিমলকে কিছুতেই স্নেহের চোখে

তিনি দেখিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, লতিকার সহিত বিমলের মেলা মেশেটা বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু রাজলক্ষ্মী যখন বিমলকে এতটা স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপাতত তাঁহার মনের ভাবটা কথায় প্রকাশ করাটা তিনি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না।

[৫]

সেদিন বৈকালে অপূর্ব্ব ও লতিকা বাগানের একধারে ঘাসের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিল, এমন সময় হেমন্ত বিমলকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া হাসিয়া কহিল "বিমল বাবুকে ধ'রে এনেচি।"

লতিকা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল "আপনার কি হয়েচে বলুন দেখি, না ধরে আন্‌লে আপনি আর আমাদের বাড়ী আসেন না!"

বিমলও হাসিয়া কহিল, "আমার ওপর অন্যায় দোষ দিচ্চেন, আমি কি এমনই আসি নি, রোজই কি আমায় ধরে আন্‌তে হয়? তবে এ দু'দিন আস্‌তে পারি নি, বাড়ীতে কাজ ছিল বলে। আমাদের একটি ছোটখাটো শাকশব্জির বাগান আছে, বিকেল বেলায় সেইটে দেখাশুনো করতে হয়, তাই রোজ আসতে পারিনে।"

লতিকা কহিল, "তা হ'লে ত আপনাকে ধরে আনা অন্যায় হয়েছে, কাজের ক্ষতি করা হ'ল।"

বিমল অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "রোজই যে আমায় বাগানে কাজ করতে হয় তা' নয়। কোন্ গাছটা কত বড় হ'ল, কোন্ গাছটায় ফল ধরল কি না তাই দেখে বেড়াই, মাঝে মাঝে না দেখলে বিশেষ ক্ষতি হয় না।"

লতিকা কহিল, "কৈ আপনি ত এদ্দিন আমাদের বাগানের কথা বলেন নি, একদিন দেখাতেও ত নিয়ে গেলেন না!"

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "সে দেখবার মত কিছু নয়। গোটা কতক লাউ কুমড়ো বেগুনের গাছ, সে আর আপনি কি দেখবেন।"

লতিকা কহিল, "তা হোক্, আমাকে একদিন নিয়ে যে'তে হবে।"

বিমল খুসী হইয়া কহিল, "বেশ ত যেদিন ইচ্ছে হয় যাবেন।"

লতিকা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "আজই কেন নিয়ে চলুন না বিমলবাবু, বেড়িয়ে আসা যাক্; বসে বসে আর ভাল লাগচে না।" তারপর অপূর্ব্বের দিকে চাহিয়া কহিল, "উঠুন, অপূর্ব্ববাবু, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার শরীরটা আজ ভাল নেই, কোথাও বেড়াতে যেতে আমি পারব না।"

বিমল কহিল, "তা' হলে আজ থাক্, কি বলেন? এক সঙ্গেই আর একদিন সবাই মিলে যাওয়া যাবে।"

লতিকা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "তাই হবে। আজ তা' হ'লে এখানে বসেই গল্প করা যাক্। বা রে! দাদা গেল কোথায়? কখন্ যে চুপে চুপে চলে গেল তা' টেরও পেলাম না!"

অপূর্ব্ব বিরক্তিব্যঞ্জক দৃষ্টিতে একবার লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

এমন সময় দেখা গেল হিমাংশু একখানি রেকাবী করিয়া কতক-গুলি খাবার লইয়া সেই দিকে আসিতেছে।

লতিকা হাসিয়া কহিল, "এই জন্যেই দাদা চলে গেছ্‌ল!"

হিমাংশু খাবারের থালাটা লতিকার হাতে দিয়া কহিল, "নে, তুই খাবারগুলো সবাইকে ভাগ করে দে।" তারপর বিমলের দিকে চাহিয়া কহিল, "এ সব খাবার মা নিজেই তৈরি করেছেন, আপনাকে খেতে পাঠিয়ে দিলেন।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "খাবার ত আনলে দাদা, জল কৈ?"

হিমাংশু কহিল, "মালীকে বলে দিয়েছি জল নিয়ে আস্‌চে।"

লতিকা থালা হইতে গোটা দুই মিষ্টান্ন বিমলের হাতে তুলিয়া দিয়া অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি বড় বসে রইলেন যে, আসুন।"

অপূর্ব্ব গম্ভীর মুখে কহিল, "আমার শরীর ভাল নেই, আমি খাব না।"

লতিকা কহিল, "আপনার ঐ ভারি দোষ অপূর্ব্ববাবু! বিমলবাবুকে দেখ্‌লেই, আপনি যেন কেমন গম্ভীর হ'য়ে পড়েন। কেন, বলুন দেখি?"

অপূর্ব্ব জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, "আমার গম্ভীর হওয়া আবার কোথায় দেখ্‌লে, শরীরটা বুঝি মানুষের সব সময় ভাল থাকে? বিমল কি বাঘ ভালুক নাকি যে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে যাবে?"

বিমলও হাসিয়া কহিল, "আমি যখন বাঘ ভালুক নই নিজ মুখে স্বীকার কল্লি, তখন খাবারগুলো খেয়ে ফেল্, না খেলে মা কষ্ট পাবেন ত।"

অপূর্ব্ব আর কিছু বলিল না, বিমলের সহিত বাদ প্রতিবাদ

করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল না এবং কিছুই তাহার ভাল লাগিতেছিল না, তাই লতিকা খাবার তুলিয়া দিলে সে নিঃশব্দে হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

জলযোগের পর লতিকা বিমলের সহিত গল্প করিতে লাগিল, অপূর্ব্ব একটু দূরেই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া পড়িয়া কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেই বিমল তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "বাড়ী যাচ্ছিস্? দাঁড়া, আমিও যাব।"

লতিকা কহিল, "এই ত এলেন, এর মধ্যেই যাবেন কি বিমলবাবু, এখনো সন্ধ্যের ঢের দেরী।"

অপূর্ব্ব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "আমার কাজ আছে, আমি চল্‌লাম," এই বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর লতিকা কহিল, "চলুন বিমলবাবু, আপনাকে দাদামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্লে আপনি সত্যিই খুব আনন্দ পাবেন। আমাদের সমাজে তাঁকে সকলেই বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করেন।"

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "তাঁর মত লোকের সঙ্গে আমি কথা বলতেই পারব না, আপনি দেখেছেন ত, আপনার বাবার সঙ্গেই আমি ভাল করে কথা বলতে পারিনে।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "বাবার সঙ্গে অবিশ্যি কথা বলা শক্ত, কেননা তিনি সব সময়ই গম্ভীর হয়ে থাকেন, কিন্তু দাদামশাই

একবারে অন্য ধরণের লোক, তাকে একবার দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

উভয়ে বারান্দায় গিয়া উঠিতেই বিজয়বাবু পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন এবং পরক্ষণেই পুস্তকে মনঃসংযোগ করিলেন।

বারান্দার অপর পার্শ্বের একটা ঘরে লতিকার দাদামহাশয় দীননাথ বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। লতিকা বিমলকে লইয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। দীননাথ কহিলেন, "এই যে দিদি এসেচ, বসো। তোমাদের এই বন্ধুটী বাড়ী চলে যাচ্ছিলেন, হিমাংশু ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছে। হাঁ দিদি, তোমার সঙ্গের এই বাবুটী কে?"

লতিকা কহিল, "ইনি আমাদের আর এক জন বন্ধু, এর নাম বিমলবাবু; অপূর্ব্ববাবুদের সঙ্গেই পড়েন। ক্লাসের মধ্যে উনিই সব চেয়ে ভাল ছেলে, সবায়ের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়ে ফার্ষ্ট হন; ওদের স্কুলের হেড্‌মাষ্টার মশাই বলেছেন যে উনি এবার ম্যাট্রিকুলেশান্ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হবেন।"

এ কথাটা লতিকার আগেই সকলের কাছে বলা চাই! বিমল মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়াছিল বৃদ্ধ দীননাথ উঠিয়া গিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন, "এতে খুব আনন্দের কথা ভায়া, এতে ত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই।"

বিমল আরও সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আপনি উঠলেন কেন?"

দীননাথ কহিলেন, "তোমায় দেখে ভারি আনন্দ হ'ল ভায়া, তাই উঠে এলাম। চল, এবার সবাই মিলে বসা যাক্।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "দাদু, বিমলবাবু বলছিলেন তোমার সঙ্গে কথা বলতে ওঁর না-কি ভয় করবে।"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "আমার এই সাদা চুল এবং দাঁড়ি দেখেও কেউ ত আমকে ভয় করে না ভায়া, ছেলেরা মনে করে, আমি তাদেরই একজন; তুমিও আমায় তাই মনে করো।"

লতিকা অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া দুষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "আপনি কাজ ফেলে যে বড় দাদুর কাছে বসে গল্প করচেন, বাড়ী গেলেন না অপূর্ব্ববাবু?"

লতিকার এই বিদ্রূপে অপূর্ব্বের কান পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল, তাহার একবার মনে হইল সে তখনই ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু তাহা পারিল না, মুখ গুঁজিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

দীননাথ তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার কাজ ছিল, তা' ত জানতাম না ভায়া, তা' হলে ত তোমায় বসিয়ে রেখে ভারি অন্যায় করেচি; আর তুমি দেরী করো না, তুমি যাও ভায়া, আগে কাজ, তারপরে গল্প।"

এ কথার পরে আর অপূর্ব্বর এখানে থাকা চলে না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কক্ষ হইতে বাহির হইবার জন্য দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই লতিকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল: হাসি থামিলে অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "কেন তখন মিথ্যে কথা বলে চলে এলেন?"

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি

আমায় মিথ্যেবাদী ব'ল না, তোমাদের বাড়ী না হয় আর নাই আস্‌ব।"

লতিকার মুখের হাসি একেবারে মিলাইয়া গেল। দীননাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া অপূর্ব্বকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দিদির ওকথা বলা সত্যই অন্যায় হয়ে গেছে। আমি দিদির হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি; লতা দিদি, তুমিও তোমার এই বন্ধুটীর কাছে এই অন্যায়ের জন্যে, ক্ষমা প্রার্থনা কর।"

এমন সময় বিজয়মাধব ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে আসিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে মামা?"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "ওদের দুই বন্ধুর মধ্যে কলহ হয়েছিল, আমি তা মিটমাট করে দিয়েচি।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "এরূপ কলহের কারণ কি?"

লতিকা শুষ্কমুখে কহিল, "বাবা, আমি অন্যায় করেচি, আমিই তা'র জন্যে অপূর্ব্ববাবুর কাছে ক্ষমা চাইছি।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "তোমার এই সৎসাহসে আমি বিশেষ প্রীতিলাভ কর্‌লাম লতিকা। ভবিষ্যতে এরূপ কলহ আর করো না।"

অপূর্ব্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল; এইবার কহিল, "বিমল না শিখিয়ে দিলে লতিকা কখনই আমায় এ কথা বলতে পারত না।"

বিমল প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "অপূর্ব্ব, মিথ্যে কথা বলো না।"

অপূর্ব্ব তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "আমি মিথ্যে কথা বলচি, না তুমি মিথ্যে কথা বলচ? তুমি শিখিয়ে দাও নি?"

লতিকা জোর দিয়া কহিল, "না, বিমলবাবু আমাকে কোন কথা শিখিয়ে দেন নি, আপনি ওঁর নামে মিথ্যে কথা বল্‌চেন।"

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপূর্ব্ব কহিল, "বেশ, আমিই মিথ্যেবাদী, আমার সঙ্গে তুমি আর মিশ না! যে পথে ঘাটে ব্রাহ্মদের নিন্দে করে বেড়ায় সেই সত্যবাদী! বিমলের সঙ্গেই তুমি মেশ; দাদামশাই আমায় ছেড়ে দিন, আবার হয় তো আমায় অপমানিত হ'তে হইবে।"

দীননাথ ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া অপূর্ব্বকে ছাড়িয়া দিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

বিজয়মাধব কহিলেন, "অপূর্ব্ব দাঁড়াও।" তারপর বিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বিমল, ব্রাহ্ম-পরিবারের নিন্দে করা যে তোমার পক্ষে স্বাভাবিক এটা আমি বিশ্বাস করি—বিশ্বাস করবার আমার যথেষ্ট কারণও আছে।"

বিমল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "বিশ্বাস করবার কারণ হয় তো আপনার থাকতে পারে, কিন্তু আমি কখনো আপনাদের নিন্দে করিনে—তা ছাড়া কারুর নিন্দে করা আমার স্বভাবই নয়।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "কথাটা যদি সত্য হয় তা' হলে খুবই উত্তম কথা, কিন্তু অপূর্ব্বরও মিথ্যা কথা বলবার কোন হেতু আমি দেখতে পাইনে। যাক্, এসব কথা নিয়ে আমি আর কোন আলোচনা করতে চাইনে। আমি শুধু একটা কথা তোমাকে আজ জানিয়ে দিচ্ছি যে আমার ছেলে, মেয়ের সঙ্গে যারা মিশবে তাদের

মনে কোন সঙ্কীর্ণতা থাকবে না এবং তাদের সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক।" এই বলিয়া তিনি কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন। সমস্ত ঘরটায় গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরে প্রথমে বিমল, পরে অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

৬

পরদিন প্রাতঃকালে অপূর্ব্ব যথানিয়মে চা খাইতে আসিল। চা তৈরি করিবার ভার ছিল লতিকার উপর, সে যথারীতি সকলের সম্মুখে চায়ের পেয়ালা আনিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর সহিত কোন কথা বলিল না, একবার তাহার মুখের দিকেও চাহিল না। চা পান শেষ হইলে অপূর্ব্ব লতিকার মুখের দিকে চাহিতেই লতিকা ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে অপূর্ব্ব লতিকার পড়িবার ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। লতিকা তখন কি একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল, অপূর্ব্বর পদশব্দ তাহার কানে যাইতেই সে একবার চঞ্চল বক্র দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া আবার পুস্তকে গভীর মনঃসংযোগ করিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অপূর্ব্ব আর একটু অগ্রসর হইয়া ডাকিল, "লতিকা!"

লতিকা তেমনি ভাবে পুস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল, মুখ তুলিয়া চাহিল না, কোন উত্তরও দিল না।

অপূর্ব্ব তাহার একেবারে নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল, "এত মন দিয়ে কি বই পড়া হচ্ছে?"

লতিকা এবারও নিরুত্তর হইয়া রহিল, তাহার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্রোধের ভাব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অপূর্ব্ব তাহা লক্ষ্য করিল। এরূপ যে হইবে ইহা বহুপূর্ব্বেই সে

অনুমান করিয়াছিল, সেই জন্যই সে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল, তাই লতিকার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইলেও তাহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল না, সে হাসিয়া কহিল, "আমার ওপর রাগ করা হয়েচে বুঝি ?"

এইবার লতিকা মুখ তুলিয়া চাহিল—কি ঘৃণাব্যঞ্জক তাহার দৃষ্টি ! সে কহিল, "বাবা কাল কি বলেচেন এর মধ্যে আপনি তা' ভুলে গেছেন

আঘাত সামলাইয়া লইয়া অপূর্ব্ব কহিল, "না, ভুলিনি। কা'কে লক্ষ্য করে তিনি সে কথা বলেচেন তা' আমার বেশ মনে আছে। তুমি বোধ হয় তাঁর কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি।"

লতিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "আমি এইটুকু বুঝেচি, যে মিথ্যেবাদী, তার সঙ্গে মিশতে বাবা আমায় মানা করেচেন এবং কে যে মিথ্যে-বাদী তাহা আপনিই বেশ ভাল জানেন।"

অপূর্ব্ব স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লতিকা যে তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিবে তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। তাহার একবার মনে হইল, সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া সে চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা হইলে তাহাকেই যে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! কল্যকার ঐ ব্যাপারের পর বিমল নিজে এ গৃহে ত আসিবেই না এবং হিমাংশু ও তাহাকে ডাকিয়া আনিবে না ইহা অপূর্ব্ব স্পষ্ট বুঝিয়াছিল। লতিকার পিতা যে বিমলকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না ইহা সে জানিত এবং জানিত বলিয়াই সে বিমলের নামে অতবড় মিথ্যা কথা বলিতে পারিয়াছিল। এখন যদি সে লতিকার উপর রাগ করিয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তাহার সমস্ত উদ্দেশ্যই যে ব্যর্থ হইয়া

যাইবে! প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রবেশের পথ যখন প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, তখন এ গৃহে তাহার অধিকার যেমন করিয়াই হউক অব্যাহত রাখিতেই হইবে। অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া সে কহিল, "দেখ লতিকা, বাড়ীতে ডেকে এনে অপমান করা খুব সোজা! কালও পাঁচ জনের সামনে আমায় মিথ্যাবাদী বলেচ, আজও বল্লে, তা' বেশ, বল। কিন্তু কি জন্যে এত বড় দোষ তুমি আমায় দিলে সে কথা জান্‌বার অধিকার আমার আছে। আমার সঙ্গে মেশা না মেশা সেটা তোমার ইচ্ছে। কিন্তু আমাকে শুধু শুধু অপমান করতে তুমি কিছুতেই পার না।"

রাগের মাথায় কথাটা বলিয়া ফেলিয়া লতিকা অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অপূর্ব্বর একটা কথা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল,—জননীর নিমন্ত্রণে অপূর্ব্ব এখানে চা খাইতে আসে, এক্ষেত্রে তাহাকে অপমান করা সত্যই উচিত হয় নাই। মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া সে কহিল, "আমার অন্যায় হ'য়ে গিয়েছে।"

অপূর্ব্ব মনে মনে খুসী হইয়া কহিল, "আমি একটা কথা জান্‌তে চাই, কোন্ কথাটা আমি মিথ্যে বলেচি।"

লতিকা সসঙ্কোচে কহিল, "আপনি বিমলবাবুর নামে যে কথাটা বলেচেন সে কথটা কি সত্যি?"

অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিয়া পরক্ষণেই জোর দিয়া কহিল, "নিশ্চয়ই সত্যি, আমি নিজের কানে শুনেচি সে তোমার বাবার নামে নিন্দে করে বেড়িয়েছে। বিমল আমার বন্ধু, তাই, কথাটা তোমাদের আমি আগে বলিনি, কাল হঠাৎ রাগের মাথায় বেরিয়ে পড়্‌ল, না হ'লে হয় ত বলতামই না। যাক্, এ কথা বিশ্বাস করা না

করা অবিশ্যি তোমার ইচ্ছে। আমি যা' সত্যি তাই বল্লাম। দেখ, হিমাংশু আমার বিশেষ বন্ধু, তোমার বাবা মাকেও আমি অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করি, তাই তোমাদের এখানে আসতে এত ভাল লাগে, কিন্তু তুমি যদি বিরক্ত হও এবং আমার আসাটা না-পছন্দ কর তা হ'লে না হয় না-ই আসব। আমিও ঠিক করেছি, তোমার বাবাকে এখনই এ কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে যাব; কাল থেকে আর আসব না।"

লতিকা অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, "আপনি বাবাকে কিছু বলবেন না। আমি জোড় হাত ক'রে ক্ষমা ভিক্ষা করচি, আর কখনও আপনাকে কিছু বল্‌ব না।"

অপূর্ব্ব মনের আনন্দ যেন চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না—কহিল, "বেশ তুমি যখন মানা করচ, তখন বল্‌ব না। কিন্তু কাল আমি না এলে কথাটা ত আপনিই উঠবে?"

লতিকা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি যখন দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি, তখন আপনি আসবেন না কেন?"

অপূর্ব্বর বুকখানা জয়োল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিল। সে হাসিয়া কহিল, "বেশ, তা' হ'লে যেমন আসচি, তেমনি আসব।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব্ব কহিল, "লতিকা, এস আজ দুপুর বেলা আমরা বনভোজনের আয়োজন করি।"

লতিকা কহিল, "বেশ ত করুন না।" কিন্তু তাহার এ কথার মধ্যে কোন উৎসাহ দেখা গেল না।

অপূর্ব্বর সে দিকে একবারেই লক্ষ্য ছিল না, সে আগ্রহভরে



কহিল, "চল, তোমার দাদার সঙ্গে পরামর্শ ঠিক করে ফেলা যাক্। দাদামশাইকেও এর মধ্যে রাখতে হবে। আমি খেয়ে দেয়েই চলে আস্‌ব, আসবার সময় মান্নুকেও সঙ্গে করে আনব।"

লতিকা অন্যমনস্কভাবে কহিল, "বেশ ত আনবেন, ঐ যে দাদা আস্‌ছে।"

অপূর্ব্ব সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "তোমাকেই খুঁজছিলাম হিমাংশু। আজ বনভোজনের ব্যবস্থা করা যাক্, কি বল?"

হিমাংশু উৎসাহভরে কহিল, "আমি তাতে খুব রাজী। বন-ভোজনের জায়গাটা কোথায় ঠিক কল্লে?"

অপূর্ব্ব কহিল, "কেন, তোমাদের বাগানের পশ্চিম ধারে। ঐ জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হয়—বেশ নিরিবিলি, সামনেই নদী। কি কি রান্না হবে, কি কি জিনিসপত্র লাগবে, সে সব ভার তোমার ওপর, আমি জায়গা ঠিক করে আর চাঁদা দিয়েই খালাস।"

হিমাংশু কহিল, "জিনিষপত্রের ভার নিতেও আমি খুব রাজী। তবে চাঁদা কাউকে দিতে হবে না। আর টাকাই বা লাগবে কিসে? চাল, ডাল, নুন, তেল—সবই ত বাড়ী থেকে পাব। তরকারী, তা' সে বিমল বাবুর বাগান থেকে আনা যাবে, কি বল?"

বিমলের নাম করিতেই অপূর্ব্বর মুখ শুকাইয়া গেল, পরক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "তরকারীর ভার আমার, সে আমি যোগাড় করে আনিব।"

হিমাংশু কহিল, "বেশ, তাই এনো, হ্যাঁ, আর একটা কথা বল্‌ছিলাম, বনভোজনের আয়োজনটা আমাদের বাগানে না করে

বিমল বাবুদের বাগানেই করা যাক্। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে, সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে জিনিষপত্র সব বেঁধে নিয়ে সবাই মিলে বিমল বাবুর বাড়ী গিয়ে উঠি। দেখা যাক্ না, বিমল বাবু কি করে। তুই কি বলিস্ লতা, আমার মতলবটা কি মন্দ? বেশ মজা হবে, না রে?"

লতিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। উৎসাহভরে সে কহিল, "সত্যি, ভারি মজা হবে দাদা! বিমল বাবু যেমন আমাদের বাগান দেখাতে নিয়ে যান নি, আমরা সবাই মিলে হঠাৎ তাঁর বাড়ী গিয়ে উঠলে তিনি তেমনি জব্দ হবেন।"

অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া হিমাংশু কহিল, "তুমি ভাই এবেলা এখানেই খাওয়া দাওয়া কর, আর বাড়ী যেয়ো না। আমি মালীকে দিয়ে তোমার বাড়ী এখনি খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

অপূর্ব্বর মন হইতে বনভোজনের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে একবারে উবিয়া গিয়াছিল; অত্যন্ত গম্ভীরমুখে সে কহিল, "বিমলদের বাগানে বনভোজন করাটা কিন্তু তোমার বাবা একেবারেই পছন্দ করবেন না, তা আমি তোমায় বলে রাখচি।"

হিমাংশু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তোমার এ কথার ত আমি কোন মানেই বুঝতে পারচি না। বাবা শুধু শুধু আপত্তি করতে যাবেন কি জন্যে?"

অপূর্ব্ব কহিল, "শুধু শুধু কেন আপত্তি করতে যাবেন—আপত্তি করবার বিশেষ কারণ ঘটেচে, লতিকা তা জানে।"

গত কল্যকার কথা হিমাংশু কিছু জানিত না। তাই সে

অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া অল্পক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া লতিকার দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হয়েছে রে লতা ?"

লতিকা মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি কিছু জানিনে দাদা।

অপূর্ব্ব এ সুযোগ ছাড়িল না, কহিল, তুমিও ত বেশ অনায়াসে মিথ্যে কথা বলে ফেল্লে !"

লতিকা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি অমন মিথ্যে কথা বলি নে।"

কলহের সূচনা দেখিয়া হিমাংশু কহিল, "বাবার কাছে গেলেই ত সব গোল চুকে যাবে। বিমল বাবুর বাড়ী যাওয়ার আপত্তির কারণ কি তা' তাঁর মুখেই শুনতে পাব; চল অপূর্ব্ব, আগে এ কথাটার মীমাংসা করে আসি।"

অপূর্ব্ব হিমাংশুকে ভালরূপেই চিনিত; তাই ভীত হইয়া কহিল, "আমি ওসব কথার ভেতর থাকতে চাইনা। তা' ছাড়া আমার মনেই ছিল না যে, খাওয়া দাওয়ার পর আজ আমায় একবার মামা-বাড়ী যেতে হবে; মার বিশেষ কাজ আছে। আমি হয় ত আজ ফিরতেই পারব না, তোমাদের বনভোজনে যোগ দেওয়ার সময়ই আমার হবে না, আমি এখন যাচ্ছি;" এই কথা বলিয়াই সে দ্রুত-পদে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর হিমাংশু কহিল, "অপূর্ব্বর এ ভারি অন্যায়।"

লতিকা কহিল, "অপূর্ব্ব বাবু গায়ে পড়ে বিমল বাবুর সঙ্গে ঝগড়া

করেন। বিমল বাবুর সঙ্গে পড়াশুনোয় পারেন না বলে উনি তাঁকে হিংসে করেন। আর দেখলে ত দাদা, অপূর্ব্ব বাবু কি রকম মিথ্যে কথা বলে গেলেন? আমি ঠিক বলছি ওঁর মামাবাড়ী যাওয়ার কোনো দরকার নেই, ভারি মিথ্যেবাদী উনি।"

হিমাংশু কহিল, "আমারও তাই বিশ্বাস, মামাবাড়ী যাওয়ার কথা একেবারে মিথ্যে। হ্যাঁ রে লতা, বাবা, কাল বিমল বাবুর সম্বন্ধে কিছু বলেচেন না কি?"

লতিকা কহিল, "বাবা ত আগে কিছু বলেন নি, অপূর্ব্ব বাবুই বিমল বাবুর নামে বাবার কাছে লাগিয়েচেন,—বিমল বাবু নাকি আমাদের নামে চার দিকে নিন্দে করে বেড়ান। তোমার এ কথা বিশ্বাস হয় দাদা?"

হিমাংশু কহিল, "না, বিমল বাবুর সঙ্গে আমার এই ত ক'দিন আলাপ হয়েচে; আমার বিশ্বাস, সে ও রকমেরই লোক নয়। আমাদের বিরুদ্ধে যদি তার কিছু বলবার থাকে, তাহা সে আমাদের সামনেই স্পষ্ট করে বলবে। আমাদের পেছনে কিছু বলবে না, এইটেই আমার ধারণা।"

লতিকা কহিল, "কিন্তু বাবা বোধ হয় অপূর্ব্ব বাবুর কথাই বিশ্বাস করেচেন।"

হিমাংশু কহিল, "অপূর্ব্ব আসুক, এলে বাবার সামনে এ কথার মীমাংসা করতে হবে। আজ তা' হলে আমাদের বনভোজনের আয়োজন বন্ধ থাক্, কি বলিস্?"

লতিকা কহিল, "বন্ধ কেন থাকবে দাদা! আমি তোমায় ঠিক

বলচি, অপূর্ব্ব বাবু আজ কখ্খনো মামাবাড়ী যাবেন না, তিনি বাড়ীতেই থাকবেন। দুপুর বেলা দাদা, চল আমরা বিমল বাবুর বাড়ী গিয়ে উঠি। সেখানে আমাদের বনভোজনের সমস্ত ঠিক ঠাক হ'য়ে গেলে, তুমি গিয়ে অপূর্ব্ব বাবুকে ধরে নিয়ে এসো।"

হিমাংশু কহিল, "সে হয় ত কিছুতেই আসবে না, একে তার মিথ্যে কথা ধরা পড়ে যাবে, তার ওপর বিমল বাবুদের বাড়ী বন-ভোজনের আয়োজন!"

লতিকা কহিল, "না আসা তাঁর অন্যায়। যদি না-ই আসেন, তা হ'লে অমন হিংসুক লোককে বাদ দিয়েই আমরা বন-ভোজনের আয়োজন করব। তাঁর অন্যায় রাগ কেন আমরা সহ্য করব দাদা?"

হিমাংশু কহিল, "তা বটে, কিন্তু বনভোজনের মতলবটা ত সেই বার করেছে! তখন তাকে বাদ দিয়ে বনভোজন করলে সত্যিই অন্যায় হবে।"

লতিকা দুঃখিত হইয়া কহিল, "তা হলে বনভোজন বন্ধই থাক্ দাদা!"

সেদিন অপূর্ব্ব ও বিজয়মাধব বাবুর ব্যবহারে বিমল অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিল। কেন যে অপূর্ব্ব এত বড় মিথ্যা কথা বলিল এবং কেন যে বিজয়মাধব বাবু তাহা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি হঠাৎ এমন কঠোর হইয়া উঠিলেন, তাহার কোন সঙ্গত কারণই সে খুঁজিয়া পাইল না। সে উপযাচক হইয়া বিজয়মাধব বাবুর কন্যা-পুত্রের সহিত মিশিতে যায় নাই, হিমাংশুই তাহাকে জোর

করিয়া তাহাদের গৃহে লইয়া গিয়াছে। অথচ বিজয়মাধব বাবু এমন ভাবে কথা বলিলেন যেন তাহার পুত্র-কন্যার সহিত মিশিবার জন্য সে একান্ত লালায়িত! বিমল মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিল, এই ব্রাহ্ম-পরিবারের সহিত সে আর কোন সম্পর্ক রাখিবে না, এবং অপূর্ব্বর সহিতও সে আর মিশিবে না। সে মনে মনে এই সঙ্কল্প করিল বটে, কিন্তু লতিকার সহিত মিশিবার, তাহার সহিত কথা বলিবার আকাঙ্ক্ষা মনের একটা কোণ অতি সংগোপনে অধিকার করিয়া রহিল।



[৭]

এমনি ভাবে দিন দুই কাটিয়া গেল। ক্লাসে এবং পথে অপূর্ব্ব তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সেও অপূর্ব্বর সহিত কোনো কথা বলে নাই। সেদিন বৈকালে বিমল তাহার শাক-সব্জির বাগানের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় মুখ তুলিতেই দেখিল, দীননাথ বাবু হিমাংশু ও লতিকাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বিমল তাড়াতাড়ি বাগান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে দীননাথকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি এতদূর কষ্ট করে এসেছেন!"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "এ আর কতটুকু পথ, আমি রোজ সকালে চার পাঁচ মাইল হেঁটে বেড়াই। ঐ বুঝি তোমার বাগান?"

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "ওখানে গোটাকতক তরিতরকারীর গাছ ছাড়া ত আর কিছু নেই।"

দীননাথ সেই দিকে চাহিয়া কহিলেন, "শুনেছি, এ সবই তোমার নিজের হাতের তৈরি, শুনে ভারি আনন্দ হ'ল। পড়াশুনোর অবসরে তুমি যে একটা বাগান তৈরী করেচ, সে কি কম সুখের কথা।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "আপনি ত নিজে কিছুতেই আমাদের বাগান দেখালেন না, তাই আমরা জোর করে দেখতে এলাম।"

হিমাংশু কহিল, "আমাদের এক মতলবও আছে, আপনাদের বাগানে আমরা একদিন বনভোজন ক'রব ঠিক করেছি।"

বিমল সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দীননাথের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটু বসবেন চলুন, জিরিয়ে, পরে বাগান দেখবেন।"

দীননাথ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই লতিকা কহিল, "না দাদু, আগে আমরা বাগান দেখে আসি চল।"

দীননাথও সেই কথায় সায় দিলেন। তখন সকলে মিলিয়া বিমলের সঙ্গে বাগানের ভিতর প্রবেশ করিল। শাকশব্জির বাগান হইলেও বাগানটী অত পরিপাটী পরিচ্ছন্ন কোথাও একটী আগাছার চিহ্নমাত্র নাই, গাছগুলি বেশ সতেজ এবং ফলে ফুলে ভরা, দেখিলেই আনন্দে বুক ভরিয়া উঠে এবং বাগানের মালিককে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বাগানটী আয়তনে খুবই ছোট, সমস্তটা ঘুরিয়া দেখিতে বেশী সময় লাগে না। কিন্তু বাগানটী সকলের এতই ভাল লাগিল যে তাঁহারা বারবার ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল এবং বিমলের অজস্র প্রশংসা করিল। বিমল অত্যন্ত কুন্ঠিত হইয়া তাঁহাদের এ গাছটা সে গাছটা দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল। খানিক পরে বিমল তিনজনকে লইয়া গিয়া বাহিরের ঘরে বসাইল। কাঁচা বাড়ী, চারিদিকে মাটীর দেয়াল, উপরে খড়ের চাল, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

দীননাথবাবুর রক্তপোষের উপর বসিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! বেশ ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে ত। কৈ ফুলের বাগান ত আমাদের দেখালে না ভায়া?"

বিমল কহিল, "মার পূজোর জন্যে গোটা কতক ফুলের গাছ লাগানো হয়েচে, তাকে ত আর বাগান বলা যায় না।" তারপর বিমল হিমাংশুর দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনারা একবার ভেতরে যাবেন মা'র সঙ্গে দেখা করতে ?"

লতিকা কহিল, "আপনাদের বাড়ীতে এসে মার সঙ্গে দেখা না করেই যাব, আপনি কি তাই মনে করেচেন না-কি বিমলবাবু ?"

বিমল খুসী হইয়া কহিল, "আমি মাকে একবার বলে আসি।"

অল্পক্ষণ পরে বিমলের জননী নিজেই বাহিরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দীননাথকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

দীননাথ বিব্রত হইয়া কহিলেন, "মা আমি ব্রাহ্ম।"

বিমলের জননী গিরিবালা কহিলেন, "তা আমি জানি, কিন্তু আপনি বয়সে আমার পিতার তুল্য আপনাকে প্রণাম করলে কোন অপরাধ হবে না।"

আজন্ম পল্লীগ্রামে বর্দ্ধিতা প্রৌঢ়া হিন্দুবিধবার এই কথা এবং ব্যবহারে দীননাথ সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শিশুকাল হইতেই তিনি কলিকাতায় মানুষ। পল্লীগ্রামে যাওয়া আসা তাঁহার বড় একটা ছিল না, তাঁহার স্বাস্থ্য কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার ভাগিনেয় বিজয়মাধববাবুর একান্ত আগ্রহে বহুকাল পরে তিনি এই পল্লীগ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছেন। কোন হিন্দুমহিলা যে এমন সহজভাবে নিঃসম্পর্কীয় অপরিচিত অতিথির সম্মুখে বাহির হইয়া অভ্যর্থনা করিতে পারেন ইহা তাঁহার ধারণার বাহিরে ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল গৃহাগত অতিথি অশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও হিন্দুকুল-

বধূরা তাহার সম্মুখে বাহির হইতে লজ্জা ও কুণ্ঠাবোধ করে। বিশেষতঃ আজ প্রাতঃকালে এই পরিবার সম্বন্ধে বিজয়মাধবের সহিত তাঁহার অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। বিজয়মাধবের মুখেই তিনি শুনিয়াছেন, এই গৃহের যিনি কর্ত্তা ছিলেন, অর্থাৎ বিমলের পিতা মহাদেববাবু অত্যন্ত সঙ্কীর্ণমনা হিংসাপরায়ণ ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন ; তাই বিজয়মাধবের দৃঢ়বিশ্বাস, পিতার এই দোষগুলি পুত্রের মধ্যেও সম্পূর্ণভাবে না হোক্ অন্ততঃ আংশিকভাবেও দেখা দিবে। বিমলের সহিত দীননাথের একেবারেই পরিচয় ছিল না, তাই এ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদই তিনি করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিমল ও তাঁহার জননীর ব্যবহারে তিনি এমনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে তিনি মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন, বিমলের সম্বন্ধে বিজয় যে ধারণা করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

ইতিমধ্যে হিমাংশু দুই হাত যোড় করিয়া গিরিবালাকে নমস্কার করিল। লতিকাও তাহার দাদার দেখাদেখি দুই হাত যোড় করিয়া কপালে ঠেকাইতে গিয়া কি ভাবিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া গিরিবালাকে প্রণাম করিল। লতিকা উঠিয়া দাঁড়াইতেই গিরিবালা তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে সস্নেহে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। লতিকা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল এবং তাহার সারা দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

দীননাথ নিজের মনের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, প্রসন্নমুখে কহিলেন, "মা, আজ তোমার বাড়ীতে এসে আমি যেমনি

আনন্দ পেয়েছি, তেমনি শিক্ষালাভও করেছি। বহুদিনকার একটা ভ্রান্ত ধারণা আজ আমার মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছে মা।"

গিরিবালা তাঁহার কথার কোন অর্থগ্রহণ করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "আপনাকে কিছু খেতে বলবার সাহস আমার নেই। আপনি যদি অনুমতি করেন তা' হ'লে ছেলে মেয়েদের কিছু খাইয়ে আনি।"

দীননাথ সহাস্যমুখে কহিলেন, "তা' নিয়ে যাও না মা। আমার কাছে অনুমতি চাওয়া কেন, আমিও ত তোমার এক ছেলে। আমি যে সন্ধ্যের সময় উপাসনা না করে কিছু খাইনে মা, না হ'লে, আমিও তোমার স্নেহের অংশ নিতে যেতাম।"

গিরিবালার অন্তরও আনন্দে ভরিয়া উঠিল, পুত্রের দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন, "বিমল, তা' হলে তুমি এঁর সঙ্গে গল্প কর, আমি এদের কিছু খাইয়ে নিয়ে আসি।"

খানিক পরে হিমাংশু ও লতিকা জলযোগ করিয়া ফিরিয়া আসিলে দীননাথ কহিলেন, "বেলা পড়ে এসেছে, আর বেশী দেরী করলে আমাদের উপাসনার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। আজ তা' হলে চল্লাম ভায়া, আমার মা কৈ, তাঁর কাছে ত বিদায় না নিয়ে ত যেতে পারি না।"

বিমল কহিল, "ঐ যে মা আস্‌চেন।"

গিরিবালার নিকট হইতে বিদায় লইয়া দীননাথ গাত্রোত্থান করিলেন। বিমলও তাহাদের অনুসরণ করিল। গল্প করিতে করিতে বিমল একবারে বিজয়মাধববাবুর ফটকের সামনে যাইয়া উপস্থিত

হইল। হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া দীননাথকে নমস্কার করিয়া সে কহিল, "তা' হলে আমি যাচ্চি।"

হিমাংশু তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বাঃ! বাড়ীর দোর অবধি এসে ফিরে যাবেন তা' কখন হয়! চা খেয়ে, অন্ততঃ আধ ঘণ্টা গল্প করে, তবে আপনি ফিরতে পাবেন।"

বিমল তাহার হাত ছাড়াইয়া লইবার জন্য কোনরূপ বলপ্রকাশ করিল না, কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "আমায় মাপ করবেন।"

হিমাংশু কহিল, "আপনি আমাদের ওপর রাগ করেচেন?"

বিমল শান্তভাবে কহিল, "না, আপনাদের ওপর রাগ করবার ত আমার কোন কারণ নেই; বরং আপনাদের আমায় খুব ভাল লাগে। কিন্তু আপনি বোধ হয় সব কথা শুনেচেন, এ অবস্থায় আপনাদের বাড়ী যাওয়া আমি সঙ্গত মনে করি না।"

এত বড় স্পষ্ট কথার পরে হিমাংশু যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। লতিকাও, ব্যথাভরা দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

বিমল কহিল, "আমি আর একটা কথা আপনাদের বলতে চাই, আপনারা যে দয়া করে আজ আমাদের বাড়ী গেছলেন তাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আমার সঙ্গে মেশাটা যখন আপনার বাবা পছন্দ করেন না তখন—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া লতিকা কহিল, "আপনি কি মনে করেচেন যে বাবার অনুমতি না নিয়েই আমরা আপনার ওখানে গিয়েছিলাম।"

বিমল অপ্রস্তুত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কথাটা যে রূঢ় ও অবিবেচকের মত বলা হইয়াছে তাহা বুঝিয়া সে সঙ্কুচিত ও অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। নিজের ত্রুটী স্বীকার করিতে সে কোন কালেই পশ্চাৎপদ নহে—তাই, মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "না বুঝে কথাটা বলে ফেলেছি সেই জন্মে আপনাদের কাছে আমি মাপ চাইছি।"

লতিকার মনটা একবারে নরম হইয়া গেল। সে হাসিয়া কহিল, "শুধু মাপ চাইলে ত হবে না বিমলবাবু, আমাদের বাড়ী আপনাকে যেতে হবে। না গেলে বুঝ্‌ব, আপনি আমাদের ওপর এখনও রাগ করে আছেন।" বিমলকে ইতঃস্তত: করিতে দেখিয়া সে আবার কহিল, "না গেলে যে একটা মিথ্যে দোষ স্বীকার করে নেওয়া হবে।"

দীননাথ এতক্ষণ চুপ করিয়া তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। এইবার হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ভায়া, তুমি যে মিথ্যে কথা বলতে পার একথা আমি কিছুতেই মনে স্থান দিতে পারি না। তা' ছাড়া তোমার আমার পরিচয়ও ত আমি পেলাম, তখন আমাদের বাড়ীতে যাওয়ায় যে তোমার কোন বাধা থাকতে পারে আমি তা' মনে করতে পারি না। এ সম্বন্ধে তোমার মুখে স্পষ্ট কথা শুনে আমি সত্যিই ভারি আনন্দলাভ করেছি। দুই পক্ষে মনোমালিন্য বাধবার কারণ উপস্থিত হলে উভয়েই যদি সহজ সরলভাবে সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তাহা হ'লে যে যার ভুল ধরতে পারে, আমার ত ইহাই বিশ্বাস।"

বিমলের মনের ক্ষোভ দূর হইয়া গেল। সে কহিল, "আর আমার যেতে কোনো আপত্তি নেই। সেদিন ঐকথা শুনে সত্যিই আমার ভারি দুঃখ হয়েছিল। এখন আমি আমার নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি।"

তখন সকলে মিলিয়া ফটকের ভিতর প্রবেশ করিল। খানিকদূর অগ্রসর হইয়া দেখিল, অপূর্ব্ব, বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মীর সহিত বারন্দায় বসিয়া গল্প করিতেছে। নিকটে যাইতেই হিমাংশু অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "এই যে অপূর্ব্ব, তুমি কখন এলে? আমরা বিমলবাবুদের বাড়ী বেড়াতে গেছলাম; বিমলবাবুকেও ধরে নিয়ে এলাম।"

সে দিনকার ঐ ব্যাপারের পর বিমল যে এ গৃহে আসিবে অপূর্ব্ব তাহা কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু বিমল ইচ্ছা করিয়া আসে নাই এবং সে নিজে কখনো এ বাড়ীতে আসিত না যদি না হিমাংশু ও লতিকা তাঁহার বাড়ী গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিত, এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব্ব অন্তরের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। ক্ষণকাল পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া ফেলিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্য তাহার কিরণজাল গুটাইয়া লইয়া পশ্চিমাকাশে ক্রমে আত্মগোপন করিয়াছে, পাখীরা দিনের আহার শেষ করিয়া এ গাছে সে গাছে আশ্রয় লইবার জন্য চঞ্চল হইয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। দীননাথ ধূসর আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এইবার আমাদের উপসনার সময় হয়েছে।"

বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মী চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্বও উঠিয়া দাঁড়াইল।

একটী কক্ষ উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সকলে মিলিয়া সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অপূর্ব্ব একবার বিমলের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিল।

হিমাংশুকে সম্বোধন করিয়া বিমল কহিল, "আজ আমি যাচ্ছি। রোজ সন্ধ্যের সময় পণ্ডিতমশাইর কাছে, আমায় পড়তে যেতে হয়।"

হিমাংশু কহিল, "আমাদের বা কতক্ষণই দেরি হবে, একটু বসুন না, চা খেয়ে যাবেন?"

বিমল কহিল, "আপনি ত জানেন চা খাওয়া আমার অভ্যেস নেই, তা' ছাড়া আমায় বাড়ী হ'য়ে বই নিয়ে যেতে হবে। পণ্ডিতমশাই আমার জন্যে বসে থাকবেন, দেরী করা আমার একবারেই উচিত নয়, আমি কাল আবার আসব," এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।



[৮]

উপাসনার পর সকলে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। বৈকালে পল্লিবাসিনী হিন্দুমহিলা সম্বন্ধে দীননাথ যে নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিয়াছেন' সকলের সম্মুখে তাহা অকপটে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন "বিমল ছেলেটীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে দেখলাম ছেলেটী সত্যিই খুব ভাল—যেমনি বিনয়ী-নম্র তেমনি দৃঢ়চেতা।" বিজয়মাধব বাবু গম্ভীরভাবে হাসিয়া কহিলেন "মামা তোমার কাছে সবাইই ভাল, তুমি ত কাউকে মন্দ দেখ না। তুমি এই বিমলের চরিত্র-সম্বন্ধে যে প্রশংসা করলে, আমার ধারণা বিমল সে প্রশংসার সম্পূর্ণ অযোগ্য, তার প্রমাণ সে ত হাতে হাতে দিয়ে গেল। আমরা যখন সকলে উপাসনা-গৃহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম তখন ছোকরা কি রকম উদ্ধতভাবে কথা ব'লে, আমাদের উপেক্ষা করে চলে গেল, তা' ত দেখতে পেলে?"

দীননাথ কহিলেন, "বিমল যে কোনরূপ ঔদ্ধত্য বা উপেক্ষার ভাব প্রকাশ করেছে তা ত আমার মনে হয় না।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "তুমি যে কারুর চরিত্রের মন্দ দিকটা একবারেই দেখতে পাওনা মামা! কিন্তু যাদের আমরা বন্ধু আত্মীয় ভাবে গ্রহণ করব, তাদের সব দিক দেখা যে আমাদের দরকার, শুধু ভাল দিকটা দেখলেই ত চলবে না। দেখ মামা, বিমলের মনে যদি

ব্রাহ্মবিদ্বেষ না থাকতো তা হ'লে সে আজ নিশ্চয়ই উপাসনা-গৃহে আমাদের অনুগমন করত।"

দীননাথ কহিলেন, "না যাবার কারণ সে ত দেখিয়েছে।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "কিন্তু আমি তার কথা সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না।" তারপর অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অপূর্ব্ব, বিমল কি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় তোমাদের পণ্ডিতমশাইর বাড়ী পাঠাভ্যাস করতে যায়?"

অপূর্ব্ব বেশ সহজভাবেই কহিল, "না, সে প্রত্যহ যায় না, সপ্তাহে দু' তিন দিন যায়, আমরা আরো দু' তিন জন পণ্ডিত মশাইর বাড়ী পড়তে যাই। পণ্ডিতমশাই কারু কোনো বাঁধাবাঁধি সময় করে দেননি, তিনি বলে দিয়েছেন, যখন যার সুবিধে হবে তখন যেন সে এসে পড়ে যায়।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "শুনলে ত মামা? আমি তখনই বুঝেছি, ছোকরা একটা মিথ্যে কাজের ভাণ করে চলে গেল।"

দীননাথ চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়মাধব লতিকার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এই সব কারণেই আমি তখন তোমাদের বিমলের বাড়ী বেড়াতে যাবার অনুমতি দিতে ইতস্ততঃ করেছিলাম। কিন্তু হিমাংশু ও তোমার দুজনেরই বিশেষ আগ্রহ দেখলাম, তা' ছাড়া মামা সঙ্গে গেলেন বলে আমি আর নিষেধ করলাম না। মিথ্যে কথা বলতে যে একটুকু সঙ্কোচ বোধ করে না তার সঙ্গে মেলা-মেশাটা আমি পছন্দ করি না, আর সে যে এ বাড়ীতে আসে তাও আমি চাই না।"

মনে মনে যে নূতন মতলব সে আঁটিয়াছিল, তাহা পূর্ণ করিবার সুযোগ বুঝিয়া অপূর্ব্ব কহিল, "বিমল আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে সে আর কখনো আপনাদের নিন্দে করবে না। নির্মল আমার বিশেষ বন্ধু, তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলা আমার উচিত হয়নি, তা' আমি পরে বুঝতে পেরেছি। এখন বিমলের এ বাড়ীতে আসা যদি নিষিদ্ধ হয়ে যায় তা হ'লে সমস্ত দোষ আমার ওপরেই পড়বে।" একটু থামিয়া করুণভাবে বিজয়মাধববাবুর মুখের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "বিমল যখন নিজের ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছে তখন এবারকার মত তাকে আপনি ক্ষমা করুন। আমরা একদিন বনভোজন করবার আয়োজন করেছি। আমাদের সকলেরই ইচ্ছে বিমলের বাগানে বনভোজন করি, আপনি যদি দয়া করে আমাদের সেখানে যেতে অনুমতি দেন তা' হলে আমি আগে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে আসি।"

লতিকা ও হিমাংশু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

বিজয়মাধববাবু তেমনি গম্ভীর হইয়াই কহিলেন, "আমি তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে চাইনে। আর তুমি যখন বলছ, সে অনুতপ্ত হয়েচে, তখন তার চরিত্র সংশোধন করবার একটা সুযোগ আমাদের দেওয়া উচিত।"

নিজের সাফল্যে অপূর্ব্ব মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল এবং খানিক পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে বিজয়মাধববাবু কহিলেন, "এই অপূর্ব্ব

ছেলেটীকে আমার খুব ভাল লাগে। দেখলে ত মামা সে কেমন স্পষ্টবাদী, সরল। বন্ধুর চরিত্র-সংশোধন করবার জন্যে তার কি রকম কাতরতা তাও ত দেখলে! তার মনে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা কুসংস্কার নেই। আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দেবার জন্যে তার কি আগ্রহ! প্রত্যহ উপাসনার সময় সে উপস্থিত হবেই।”

দীননাথ কহিলেন, “উপাসনায় যদি অপূর্ব্ব যোগ না দিত তা’ হলেও আমি তাকে মন্দ বলতে পারতাম না। ভগবানকে আরাধনা করবার যে পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করে থাকি, হিন্দুর ছেলের যদি তা’ মনঃপূত না হয়, তা হলে তাকে ত দোষ দেওয়া যায় না।”

বিজয়মাধব বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “মামা, তুমি পৌত্তলিকতার সমর্থন করচ?”

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, “আমার এই কথার দ্বারা ত পৌত্তলিকতার সমর্থন করা হয় নি। তবে আমার বিশ্বাস, একথা বোধ হয় তোমাদের আরো কয়েকবার বলেচি, যাঁদের আমরা পৌত্তলিক আখ্যা দিয়ে থাকি, তাঁরাও আমাদের ন্যায় ভগবানের অর্চ্চনা করে থাকেন, তবে আমরা যেমন এক নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করে থাকি তাঁরা তা করেন না; তাঁরা বহু দেবদেবী কল্পনা করে খড় মাটী দিয়ে মূর্ত্তি গড়ে তাদের বিভিন্ন রূপ দিয়ে পূজো করে থাকেন এই যা প্রভেদ।”

বিজয়মাধববাবুর গম্ভীর মুখেও এবার বেশ সহজ হাসি দেখা দিল। তিনি কহিলেন, “মামা, তুমি কি এই বৃদ্ধ বয়সে শেষে সত্যই পৌত্তলিক হবে?”

দীননাথও হাসিলেন, কোন কথা বলিলেন না। সে দিনকার মত এই আলোচনা সেখানেই বন্ধ হইয়া গেল।

বিজয়মাধববাবু এই মামারই গৃহে থাকিয়া কলেজের পড়া শেষ করেন। পাঠ্যাবস্থায়ই রাজলক্ষ্মীর সহিত তাহার বিবাহ হয় তখন তিনি হিন্দু ছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে, এই মামারই আদর্শ চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহারই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

পরদিন প্রাতঃকালে অপূর্ব্ব চা খাইতে খাইতে লতিকাকে কহিল "আমি চা খেয়েই বিমলদের ওখানে যাব। পরশু দিন আমাদের ছুটী আছে সে দিন দুপুরবেলা বনভোজনের ব্যবস্থা করে আসব।"

অপূর্ব্বর এই পরিবর্ত্তনে লতিকা যেমনি আশ্চর্য্য বোধ করিল, তেমনি খুসীও হইল, কহিল, "বিমলবাবুকে বলবেন, দাদুও আমাদের দলে থাকবেন।" তারপর হিমাংশুর দিকে চাহিয়া কহিল, "দাদা তুমিও অপূর্ব্ববাবুর সঙ্গে যাও।"

অপূর্ব্ব কহিল, "না, হিমাংশুর আজ কিছুতেই আমার সঙ্গে যাওয়া হবে না। আমি একাই যাব, না হ'লে বিমল ঠিক মনে করবে হিমাংশুই আমাকে ধরে এনেচে। বিমল যখন নিজে আমার কাছে দোষ স্বীকার করেছে, তখন আমি তাকে দেখাতে চাই যে তার ওপর আমার আর এতটুকু রাগ বা বিরক্তির ভাব নেই।" এই বলিয়া সে একবার জয়োদ্দীপ্ত-মুখে লতিকার দিকে চাহিল; তারপর কহিল, "আমি চল্লাম, আর দেরী করব না।"

বিমল বাহিরের ঘরে বসিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় পদশব্দ শুনিয়া চাহিয়া দেখিল, অপূর্ব্ব! সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

অপূর্ব্ব অগ্রসর হইয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "সে দিনকার মিথ্যে কথার জন্যে আজ আমি তোমার কাছে মাপ চাইতে এসেছি ভাই। কেন যে সেদিন আমার মতিভ্রম হয়েছিল তা' আমি আজও বুঝতে পারচি নে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল কহিল, "যা হবার তা হ'য়েচে,—সে যাক্ গে, কিন্তু কথাটা যে তোমার সম্পূর্ণ মিথ্যে সেটা আগে বিজয়বাবুকে জানানো দরকার, কেন না, এটা তুমি বেশ জান যে তিনি তোমার কথাটা সত্য বলেই গ্রহণ করেচেন।"

অপূর্ব্ব হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না। সে মনে করিয়াছিল যে মাপ চাহিলেই বিমলের রাগ পড়িয়া যাইবে এবং এ প্রসঙ্গ সে আর উত্থাপন করিবে না, কিন্তু কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া লইতে তাহার বেশী বিলম্ব হইল না। সে অনায়াসে বলিয়া ফেলিল, "আমি ত সেখান থেকেই আসচি। বিজয়মাধববাবুর কাছে সমস্ত দোষ স্বীকার করে, মাপ চেয়ে তবে ত তোমার কাছে এসেছি। তিনি আমায় স্পষ্ট করেই বলে দিয়েচেন যে বিমল যদি তোমায় ক্ষমা করে তা' হলেই আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারি। এবারকার মত আমায় ক্ষমা করতেই হবে ভাই।"

বিমল কহিল, "দেখ্ অপূর্ব্ব, আর কখনো এরকম মিথ্যে কথা বলিস নে। তুই সেদিন, কেন আমার নামে অত বড় মিথ্যে কথা বল্লি, তার কারণটা আমি ভেবে ঠিক করেচি। তুই চাস্‌নি যে

আমি ঐ বাড়ীতে যাই। কেমন, এই ত? সত্যি বলিস্, মিথ্যে বলিস্ নে।"

অপূর্ব্ব হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। এই স্পষ্ট প্রশ্নের কোন উত্তরই তাহার মুখে যোগাইল না।

বিমল কহিল, "এর জন্যে আমার নামে অত বড় মিথ্যে কথা বলবার ত কোন দরকার ছিল না, তুই আমায় এসে বল্লিনি কেন, যে তোর ইচ্ছে নয়, আমি ও বাড়ীতে যাই, তা' হ'লে দেখ্‌তিস, আমি কখনো যেতাম না। ওদের সঙ্গে ত দু' দিনের আলাপ, আর তুই আমার কতদিনের বন্ধু। ওখানে আমার যাওয়াটা তুই যদি পছন্দ না করিস, তা' হলে যা' গেছি গেছি, আর যাব না!"

অপূর্ব্ব কেমন বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার একবার মনে হইল সে সত্যই বিমলের ওপর অন্যায়ভাবে হিংসাপোষণ করিতেছে। এক আকস্মিকভাবে এই ব্রাহ্মপরিবারের সহিত বিমলের পরিচয় ঘটিয়াছে,—প্রথম পরিচয়ের পরে বিমল ইচ্ছা করিয়া কোন দিন তাহাদের বাড়ী যায় নাই, এই কথা ভাবিতে ভাবিতে নিজের গর্হিত আচরণের কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব্ব অনুতপ্ত হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলের প্রতি লতিকার পক্ষপাতিত্ব ও আকর্ষণের কথা তাহার মনে পড়িল। এই ত বিমল রাগ করিয়া দুই দিন যায় নাই বলিয়া লতিকা নিজেই তাহার বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে নিষেধ করিলে বিমল যে লতিকাদের গৃহে যাইবে না এটা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল কিন্তু তাহাতে ত লতিকার এ গৃহে আসা হয় ত বন্ধ হইবে না। সে অন্তরের মধ্যে কেমন একটা জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল।

বিমল বুঝিল তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছে না বলিয়াই অপূর্ব্ব চুপ করিয়া আছে, তাই সে কহিল, "কাল যাব বলে কথা দিয়ে এসেছি না হ'লে আজ থেকে আমি সেখানে যাওয়া বন্ধ করে দিতাম। আজ বিকেলে গিয়ে তাঁদের বলে আসব যে তাঁদের বাড়ী আসবার জন্যে আমাকে যেন তাঁরা আর অনুরোধ না করেন।"

অপূর্ব্ব ভীত হইয়া কহিল, "না বিমল, তা' কিছুতেই হবে না, ওকথা তুমি কিছুতেই বলতে পারবে না। আমি তোমায় বলচি, তুমি যদি সেখানে না যাও, আমিও আর যাব না।"

বিমল কহিল, "তুই পছন্দ করিস নে বলেই ত আমি সেখানে যাওয়া বন্ধ করতে চাই।"

অপূর্ব্ব কহিল, "আমি পছন্দ করি না, সেটা তোমার ভুল ধারণা ; তুমি আর একবার পরীক্ষা করেই দেখ।"

এই প্রসঙ্গের বাদানুবাদ এইখানেই বন্ধ হইয়া গেল। বিমল এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না। এইবার অপূর্ব্ব বনভোজনের কথা উত্থাপন করিল, বিমলেরও খুব আগ্রহ দেখা গেল। স্থির হইল, আজ বৈকালে লতিকাদের গৃহে বসিয়া আয়োজনটা পাকাপাকি করিয়া ফেলা হইবে।

বৈকালে অপূর্ব্ব স্কুল হইতে ফিরিয়া হাত মুখ ধুইয়া তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়াই বিমলের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়া বিমল হাসিয়া কহিল, "কি রে, তুই যে এর মধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছিস্ ? আমার কিন্তু যেতে খানিক দেরী হবে।"

অপূর্ব্ব কহিল, "আর দেরী করলে চল্‌বে না, এখনই যেতে হবে।"

বিমল কহিল, "আধ ঘণ্টার আগে আমি কিছুতেই যেতে পারব না, তোর যদি বিশেষ তাড়াতাড়ি থাকে, তুই এগিয়ে যা, আমি পরে

অপূর্ব্ব কহিল, "আমার বিশেষ কোনো তাড়াতাড়ি নেই, কিন্তু তোমার হঠাৎ এমন কি কাজ পড়ল যা' সারতে আধ ঘণ্টা লাগবে?"

বিমল কহিল, "পণ্ডিতমশাই কতগুলি অনুবাদ করতে দিয়েছেন, আজই সন্ধ্যের সময় তা' সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। আধ ঘণ্টার ভেতর সেরে ফেলতে পারব, তুই তা' হ'লে বস্;" এই বলিয়া বিমল খাতা পেন্সিল লইয়া অনুবাদ করিতে বসিল।

অপূর্ব্ব জানিত গল্প করিবার লোভে বিমল কখনও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিবে না, তাই সে নিঃশব্দে তক্তপোষের একধারে বসিয়া রহিল। বিমল নিজের মনে কাজ করিতে লাগিল, তাহার সহিত কোনো কথা বলিল না।

[৯]

বিমল ও অপূর্ব্বকে হাসিমুখে গল্প করিতে করিতে তাহাদের বাড়ীর দিকে আসিতে দেখিয়া, লতিকা মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উভয়ে নিকটে আসিতেই সে উজ্জ্বল মুখে কহিল, "আপনাদের ছু' বন্ধুর খুব ভাব হয়ে গেছে, না অপূর্ব্ববাবু ?"

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, "আমাদের ঝগড়াই বা কখন হ'ল যে নতুন করে আবার ভাব করতে হবে। ভুল কি মানুষের হয় না ? আমাদের এক্‌জনের সেই ভুলই হয়েছিল। ভুল বুঝতে পেরে তা' শুধ্‌রে নেওয়া গেছে। যাক্‌, ওসব বাজে কথা! এখন বিমলকে ধরে এনেচি, বনভোজনের ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে ফেল। হিমাংশু গেল কোথা ?"

লতিকা কহিল, "দাদা বাগানের ঐ ধারটায় বেড়াচ্ছে, দাছও তার সঙ্গে আছে। আচ্ছা অপূর্ব্ব বাবু, আপনি বিমল বাবুকে ধরে আনলেন কি রকম? তাঁর ত আজ এই সময় আসবারই কথা ছিল।"

অপূর্ব্ব সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি হিমাংশুকে ধরে নিয়ে আসচি," এই বলিয়া বাগানের যে দিকটায় হিমাংশু ও দীননাথ বেড়াইতেছিলেন, সেই দিকে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

লতিকা ও বিমল খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিবার পর লতিকা কহিল, "চলুন, আমরাও বাগানে বেড়িয়ে আসি।"

বিমল তখনই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চলুন।"

লতিকাও উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, "আমরা যে ক' দিন এখানে আছি, আপনি দয়া করে রোজ বিকেলে একবার করে বেড়াতে আসবেন। আপনার পড়ার ক্ষতি হবে, না হ'লে সকালে আপনাকে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতাম।"

বারান্দা হইতে বাগানে নামিতে নামিতে বিমল কহিল, "রোজ আসা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনি ত জানেনি, বাড়ীর কাজ আমায় দেখতে হয়।"

চলিতে চলিতে লতিকা নত মুখে কহিল, "তা' জানি, কিন্তু বিকেলে ত একটু বেড়ানো দরকার।"

বিমল কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দেখিল, অপূর্ব্ব ও হিমাংশু হাত ধরাধরি করিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহাদের দিকে আসিতেছে। বিমল আর কিছু বলিল না, শুধু একবার কৃতজ্ঞ-দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিল।

দেখিতে দেখিতে অপূর্ব্ব ও হিমাংশু তাহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অপূর্ব্ব কহিল, "তা হ'লে চল সবাই মিলে গাছতলায়ই বসা যাক্।"

তাহারা সকলে মিলিয়া একটী পরিচ্ছন্ন বৃক্ষের তলে ঘাসের উপর গিয়া বসিল। অল্পক্ষণ পরে দীননাথও তাহাদের নিকট আসিয়া

উপবেশন করিলেন। তখন বনভোজনের আলোচনা পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। বিমলের বাগানে বনভোজন হইবে এ কথা ত পাকা হইয়াই ছিল, কাজেই সে সম্বন্ধে আর কোনো কথাই উঠিল না; তবে কি কি রান্না হইবে তাহা লইয়া ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বাদ-বিতণ্ডা বাধিয়া গেল। লতিকা কোনো একটা তরকারীর নাম করিলে হিমাংশু অমনি আর একটা তরকারীর নাম করিয়া প্রথমে দীননাথের, পরে বিমল ও অপূর্ব্বের মত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

অপূর্ব্ব প্রতিবারই লতিকার পক্ষ গ্রহণ করিয়া হিমাংশুর কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বিমল নির্ব্বিচারে কাহারও পক্ষ গ্রহণ করিল না, কখনো লতিকার কখনও বা হিমাংশুর পক্ষ গ্রহণ করিতে লাগিল। দীননাথ বসিয়া বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। অনেক বাদবিতণ্ডার পর একটা ফর্দ্দ তৈরী হইয়া গেল। তখন সন্ধ্যারও আর দেরী নাই দেখিয়া সকলে উঠিয়া পড়িল।

বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মী ইতিপূর্ব্বেই বারান্দায় গিয়া বসিয়াছিলেন, দীননাথ সকলের সঙ্গে সেই দিকে অগ্রসর হইলেন। তাহাদের সহিত অল্প কিছু দূর গিয়াই দীননাথের দিকে চাহিয়া বিমল কহিল, "আজ আমি আসি দাদামশাই।"

দীননাথ কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে এল, তোমার ত পাণ্ডতমশাইর কাছে পড়তে যেতে হবে। পরশু দিন ত আবার দেখা হবেই, আমরা সবাই তোমার বাড়ী যাচ্ছি।"

বিমল তাহাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অপূর্ব্ব একবার লতিকার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হিমাংশুর

দিকে চাহিয়া কহিল, "বিমলের এই উপাসনা-বিদ্বেষটা কিছুতেই গেল না। উপাসনার সময় হয়েছে দেখে কেমন পালিয়ে গেল!"

বিমলের এইভাবে অকস্মাৎ বিদায়গ্রহণ করা হিমাংশুর নিকট সত্যই বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল, তাই অপূর্ব্বর কথায় সায় দিয়া সে কহিল, "আমিও তা' লক্ষ্য করেছি। বিমলবাবুর এই গোঁড়ামিটা সত্যই আমার নিকট বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। তিনি উপাসনা না-ই কল্লেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে গিয়ে ত একদিন বসতেও পারতেন। এইজন্যেই বাবা বিমলবাবুর ওপর সন্তুষ্ট ন'ন্।"

অপূর্ব্ব মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, "আমি একথা একদিন বিমলকে বুঝিয়ে বলব যে এরকম বিদ্বেষভাব নিয়ে মেলা মেশাটা ভাল দেখায় না।"

হিমাংশু কহিল, "হ্যাঁ, কথাটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। তুমি কি বল দাদু, বুঝিয়ে দেওয়া দরকার না?"

দীননাথ কহিলেন, "আমি ত এর মধ্যে বিমলের কোনও বিদ্বেষভাব দেখতে পেলাম না; বরং, তার কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও পাঠে মনোযোগ দেখে আমি প্রীতিলাভই করেছি।"

তাঁহার এই কথায় অপূর্ব্ব দমিয়া গেল। এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিয়া লাভ নাই বুঝিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। হিমাংশুও আর কোনো কথা বলিল না।

উপাসনার পর বিদায় লইবার সময় অপরাহ্নের সেই রান্নাবান্নার সম্বন্ধে বাকৃবিতণ্ডার উল্লেখ করিয়া অপূর্ব্ব ব্রতিকাকে কহিল,

"বিমলের আজ অহঙ্কার দেখলে ত'। সে মনে করে সে সব বিষয়েই পণ্ডিত, সে-ই যেন সব জানে, আর কেউ কিছু জানে না। সে কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, আমি তার ছেলেবেলার বন্ধু আমি না হয় তার স্বভাব জানি তাই তার ব্যবহারে কিছু মনে না করতে পারি কিন্তু—"

লতিকা বাধা দিয়া কহিল, "বিমলবাবুকে ত আমার অহঙ্কারী বলেই মনে হয় না। তবে, তিনি কারু কথায় সায় দেন না, যা ভাল বোঝেন তাই বলেন—এটা ত আর কিছু দোষের নয়! এই দেখুন না, তরকারীর কথা নিয়ে যখন দাদার সঙ্গে তর্ক হচ্ছিল তখন আপনি ত কেবল আমার কথায় সায় দিয়েই যাচ্ছিলেন, বিমলবাবু তা' করেন নি, যা' ভাল বুঝ্ছিলেন তাই বল্ছিলেন।"

লতিকা যে এমন করিয়া বিমলের পক্ষসমর্থন করিবে অপূর্ব্ব তা' ভাবিতেও পারে নাই, তাই লতিকার কথায় সে একবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। অল্পক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিয়া সে হঠাৎ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

পরদিন আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দীননাথ, লতিকা ও হিমাংশুকে লইয়া বিমলের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে বিজয়মাধব কহিলেন, "মামা, তুমি কি সত্যই এই ছেলেদের সঙ্গে বনভোজনে যোগদান করতে যাচ্ছ?"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি যেরূপ আনন্দ পাই এরূপ আনন্দ আর কিছুতেই আমি পাই না, তুমি যখন আমার বয়েস প্রাপ্ত হবে তখন আমার এই কথার স্বার্থকতা

উপলব্ধি করতে পারবে। এ সম্বন্ধে আর একদিন তোমার সঙ্গে আলোচনা করা যাবে, আর দেরী করলে আমরা সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছতে পারব না ;" এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন।

অপূর্ব্ব বহু পূর্ব্বেই বিমলের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বাগানের এক প্রান্তে একটা ছায়াবহুলস্থান বিমল ইতিপূর্ব্বেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। অপূর্ব্ব স্থানটী দেখিয়া কহিল, "বাঃ! ভারি চমৎকার জায়গা। আজ ছুটীর দিনটা খুব আমোদে কাটানো যাবে, কি বল হে বিমল ?"

বিমল কহিল, "তা যাবে, কিন্তু এটা আমাদের পরীক্ষার বছর, এখন বুঝতে পারচি এভাবে এতখানি সময় নষ্ট করা ঠিক হল না।"

অপূর্ব্ব কহিল, "তুমি ত খুব স্পষ্টবাদী! তা' কাল সবাইর সাম্‌নে কথাটা বল্লে না কেন? তা হলে তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাদের বাগানে বনভোজন করাটা বন্ধ করে দিতেন।"

বিমল কহিল, "কিন্তু স্পষ্ট কথা সব সময় ত বলা চলে না। ওঁদের দেখলাম সকলেরই বিশেষ আগ্রহ তাই কোনো কথা বল্লাম না, তা ছাড়া আমারও যে আগ্রহ ছিল।"

এমন সময় দূরে দীননাথ লতিকা ও হিমাংশুকে দেখিয়া বিমল কহিল, "ঐ যে ওঁরা আসচেন, চল আমরা ওঁদের এগিয়ে নিয়ে আসি।"

বিমলের এই সহজ শিষ্টতার মধ্যেও অপূর্ব্বর বিদ্বেষপূর্ণ মন, অকারণে একটা অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হ'ল রে

তোর, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে? আয়;" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

বিমলের দিকে চাহিয়া লতিকা কহিল, "মানদা আসেনি?"

বিমল কহিল, "তার বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে তাই পণ্ডিতমশাই তাকে আসতে দিলেন না।"

লতিকা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "ঐটুকু মেয়ের বিয়ের কথাবার্ত্তা হচ্ছে, আপনি বলেন কি বিমলবাবু!"

বিমল কহিল "আমাদের সমাজে ঐ বয়েসে অনেকে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে থাকেন।"

লতিকা চুপ করিয়া রহিল।

হিমাংশু বলিয়া উঠিল, "এই জন্যেই হিন্দু সমাজের আজ এই দুর্দ্দশা! বাল্যবিবাহ, পুতুলপূজো প্রভৃতি কুসংস্কারগুলো ত্যাগ না করলে হিন্দুদের ধ্বংস অনিবার্য্য;" এই বলিয়া সে একবার গর্ব্বভরে সকলের মুখের দিকে চাহিল।

বিমলকে প্রতিবাদ করিতে উদ্যত দেখিয়া দীননাথ কহিলেন, "এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার মত বয়েস তোমাদের হয়নি ভায়া, আর, তোমরা ত তর্ক করবার জন্যে এখানে আসনি, বনভোজন করতে এসেছ।"

হিমাংশু কহিল "দাদু আমাদের বয়সে তোমরা এসব সম্বন্ধে আলোচনা করনি?"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "আলোচনা, বা তর্ক করিনি একথা বল্লে মিথ্যে কথা হয়।"

হিমাংশু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল "আর আমাদের বেলায় বুঝি আলাদা নিয়ম?"

দীননাথ কহিলেন, "এখন বুঝতে পেরেছি কাজটা তখন অন্যায় করেছি। কাজেই অন্যায়ের প্রশ্রয় আমি দিতে পারি না।"

বিমল কহিল "দাদামশাই ঠিকই বলেছেন, এসব বিষয় নিয়ে তর্ক করা আমাদের অন্যায়। যাক্, ও কথা মা জিনিষ পত্তর সব গুছিয়ে রেখেছেন, তিনি কিছুতেই আমার কথা শুনলেন না, হেসে বল্লেন, 'তোদের দাদামশাই যখন যোগ দিতে পেরেছেন তখন আমিই বা বাদ যাব কেন, জিনিষপত্র সব গুছিয়ে দেওয়ার ভার রইল আমার।' কোথায় রান্না হবে সে-জায়গাও মা ঠিক করে দিয়েছেন।"

দীননাথ প্রফুল্লমুখে কহিলেন "মা যে এসবের ভার নেবেন তা আমি আগেই জানি এবং তিনি যে স্থান নির্দেশ করে দিয়েছেন তাহা যে অত্যন্ত মনোরম হবে সে বিষয়েও আমার কোনো সন্দেহ নেই। বিমলবাবু চল, সকলে মিলে সেই স্থানে গিয়েই বসা যাক্।"

বিমল কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "দাদামশাই, আপনি কেন আমার প্রতি এমন অবিচার করলেন? আমার নাম ত বিমলবাবু নয়, বিমল। অন্যায় করে আমার নামের সঙ্গে 'বাবু যোগ করে দেওয়ায় সত্যি আমার ভারি কষ্ট হচ্ছে।"

সহাস্যমুখে দীননাথ কহিলেন, "বুড়ো মানুষ, ভুল হয়ে যায় ভায়া; এটা তোমাদের ক্ষমা করে নিতে হবে।"

বিমল আরো কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

কথা বলিতে বলিতে সকলে নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হইলে

লতিকা কহিল, "আমি মার কাছে গিয়ে জিনিসপত্র সব নিয়ে আসি। তোমরা ততক্ষণ ঐখানে গিয়ে বসো দাদু;" এই বলিয়া লতিকা একান্ত আত্মীয়ার ন্যায় বিমলের অন্তঃপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

অপূর্ব্ব এতক্ষণ একটা কথাও বলে নাই এবং কথা বলিবার অবসরও তাহাকে কেহ দেয় নাই। তাহার মনে হইতেছিল, কেহই তাহাকে চাহে না। এই বনভোজনের আয়োজন ও কল্পনা সে-ই করিল, অথচ তাহাকেই সকলে বাদ দিতে চাহে! এই ভাবিয়া তাহার এক একবার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া সে গৃহে ফিরিয়া যায়। কিন্তু এমন ইচ্ছা ইতিপূর্ব্বে তাহার আরও বহুবার হইয়াছিল, কিন্তু কোন দিনই সে তাহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে পারে নাই এবং আজও পারিল না। অশান্ত অপ্রসন্নমনে সে সকলের সহিত গাছতলায় গিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়া আর একটা কথা কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল, ইতিপূর্ব্বে লতিকা ত মাত্র একটী দিন বিমলদের বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল, ইহারই মধ্যে কি করিয়া সে তাহাদের এত আপনার জন হইয়া পড়িল?

এমন সময় হিমাংশু অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি হে অপূর্ব্ব, তোমার আজ হয়েছে কি? এসে অবধি দেখছি চুপ করে আছ, কোনো উৎসাহই যেন তোমার নেই!"

বিমল অপূর্ব্বর পক্ষ সমর্থন করিয়া কহিল, "আপনাদের চেয়ে উৎসাহ তারই বেশী। আপনাদের আসবার ঢের আগে সে এসে বসে আছে, আর আপনি বলচেন তার উৎসাহ নেই!"

অপূর্ব্ব এইবার জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "শুধু শুধু দোষ

দিলেই বুঝি হ'ল হিমাংশু! বিমলের কাছে ঠিক উত্তর পেয়েছ ত।"

হিমাংশু হাসিয়া কহিল, "যাক্, আমারই ভুল হয়েছে। কিন্তু, এখন ত বসে থাকলে চলবে না, এখানে ত আর আমরা নেমতন্ন খেতে আসি নি। এখন কে কোন্ কাজের ভার নেবে তাই ঠিক কর।"

অপূর্ব্ব কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় লতিকার সহিত বিমলের জননীকে সেই দিকে আসিতে দেখিয়া সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল।

বিমলের জননী গিরিবালা অগ্রসর হইয়া আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া দীননাথকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "আপনার ভারি কষ্ট হবে তাই আমি লতিকা মাকে বলছিলাম ওরা যদি আপনাকে রেহাই দেয়।"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "কিন্তু মা, তোমার এই বৃদ্ধ সন্তানটী রেহাই পাওয়ার প্রত্যাশী নয়। তবে আজকের এ উৎসবে আমার মত বৃদ্ধের দেহের যে কিছু কষ্ট হবে না একথা ত কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু যে তৃপ্তি পাওয়ার লোভে এদের সঙ্গে এসেছি তার তুলনায় সে কষ্ট যে কিছুই নয় মা।"

গিরিবালা আর কিছু বলিলেন না। একজন ভিন্ন সমাজের লোকের সহিত তাঁহাকে এমনই নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতে দেখিয়া অপূর্ব্বর বিস্ময়ের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইল। তাহার মনে হইল এই ব্যাপারের মধ্যে বিমলের নিশ্চয়ই হাত আছে; এইভাবে

বিমল বিজয়মাধববাবুর মনস্তুষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছে ; বিমল দেখাইতে চাহে সে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী নহে। যদি কোনও রকমে বিমল বিজয়মাধববাবুর মনে এই ধারণা জন্মাইতে পারে তাহা হইলে এই ব্রাহ্মপরিবারে বিমলের প্রতিপত্তি যে একচেটিয়া হইবে অপূর্ব্ব তাহা নিঃসংশয়ে বুঝিল। তাহার মনটা ঈর্ষার বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল।

গিরিবালা অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "অপূর্ব্ব তোমার মুখ এমন শুকনো দেখ্‌চি যে, কোনো অসুখ টসুখ করে নি ত?"

অপূর্ব্ব হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারিল না, নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল।

লতিকা ব্যগ্রভাবে কহিল, "অপূর্ব্ববাবুর অসুখ হ'লেই ত মুস্কিল, আমাদের সমস্ত আয়োজন তা' হ'লে পণ্ড হয়ে যাবে।"

অভিমানভরা কণ্ঠে অপূর্ব্ব কহিল, "যদি আমার অসুখই হ'য়ে থাকে, তাই ব'লে কি—"

লতিকা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "তবে কি অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি এতদূর এসেছেন? না না, তা' কিছুতেই হ'তে পারে না। আপনি কষ্ট পাবেন আর আমরা আমোদ করব! বনভোজন না হয় আর একদিন করা যাবে।"

লতিকার এই সমবেদনায়, এই স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব্বর মনের বেদনা দূর হইয়া গেল, তাহার সমস্ত অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! যে বেদনার ছায়া তাহার মুখের উপর উপড়িয়াছিল সঙ্গে সঙ্গে

তাহাও অপসৃত হইয়া গেল। হর্ষোজ্জ্বল মুখে সে কহিল, "আমার অসুখ হ'তে যাবে কেন? পথে আসবার সময় রোদ লেগেছিল তাই মুখটা একটু শুকিয়ে গেছ্‌ল। দাদামশাই, আমার ওপর কি কাজের ভার দিলেন?"

দীননাথ কহিলেন, "আজ ত একজনের ওপর কর্ত্তৃত্বের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে না। কে কি ভার নেবে তা' নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নাও।"

তখন বনভোজনের আয়োজন পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। কেহ উনুন তৈরীর ভার লইল, কেহ কাঠ সংগ্রহ করিতে গেল, কেহ পার্শ্বস্থিত শাকশব্জির বাগান হইতে এটা ওটা সংগ্রহ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত সংগ্রহ হইয়া গেল।

বনভোজন সাঙ্গ করিয়া বিমলের জননীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দীননাথ যখন নাতি নাত্‌নীর সহিত বাড়ী ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন বেলা অনেকটা পড়িয়া আসিয়াছে। হিমাংশু অপূর্ব্বর দিকে চাহিয়া কহিল, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ ত, না, এখান থেকেই বাড়ী যাবে?"

অপূর্ব্ব কহিল, "উপাসনার সময় হয়ে এল, উপাসনা না সেরেই বাড়ী যাব!" এই বলিয়া সে গর্ব্বভরে লতিকার মুখের দিকে চাহিল।

—:০:—

[১০]

বছর খানেক পরের কথা। বিমল ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এসসি পড়িতেছে, অপূর্ব্ব দশ টাকা বৃত্তি পাইয়া সিটি কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া মাঝে মাঝে লতিকার সঙ্গে বিমলের দেখা হইত। যতক্ষণ সে লতিকার গৃহে থাকিত, লতিকা সব সময় তার কাছে থাকিত, কত গল্প করিত, বিমল উঠিতে গেলে আব্দার করিয়া বলিত "না এর মধ্যে গেলে চলবে না; এক একবার সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিত, "না না, আপনাকে আর ধরে রাখব না, পড়ার ক্ষতি হবে যে, আই, এস্‌সিতেও তো আপনাকে ফার্ষ্ট হতে হবে।" প্রতিবারই বিমল একটা মধুময় স্মৃতি লইয়া গৃহে ফিরিত।

একদিন লতিকা কহিল, "আপনি ত প্রায়ই দাদামশাইর বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, না? আমাকে তখন খবর দিয়ে পাঠান না কেন?"

বিমল হাসিয়া কহিল, "খবর না দিলে বুঝি যেতে নেই?"

লতিকা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বারে তা কেন যাব। আর আপনি কখন চুপি চুপি সেখানে আসেন তা কি আমি জানি।"

বিজয়মাধব ও দীননাথের বাটীর মাঝখানে মাত্র তিনখানি বাটীর ব্যবধান। ইহারই দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বিমল

দীননাথের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিল লতিকা বসিয়া দীননাথের সহিত গল্প করিতেছে। লতিকা তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়া হাসিয়া মুখ নীচু করিল। বিমলও মনের আনন্দ চাপিতে পারিল না, তাহারও মুখে চোখে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

আধ ঘণ্টা পরে মেসে ফিরিবার জন্য বিমল বিদায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে দীননাথ কহিলেন, "তা' হলে দিদিকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে যেয়ো ভায়া।"

বিমল কহিল, "তা দিয়ে যাচ্চি, এস লতিকা।"

মাসখানেক পরে প্রায় এমনি আর এক সন্ধ্যায় দীননাথের গৃহ হইতে লতিকাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিতে আসিয়া বিমল সবেমাত্র বিজয়মাধবের বাটীর দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় বিজয়মাধবের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল।

বিমল নমস্কার করিয়া দাঁড়াতেই বিজয়মাধব মাথাটী ঈষৎ নত করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। লতিকাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

দিনকতক পরে একদিন অপরাহ্নে বিমল লতিকাকে কহিল, "কৈ আপনি ত আর দাদামশাইর বাড়ী যান না?"

লতিকা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শুষ্কমুখে কহিল, "সন্ধ্যের সময় মাষ্টার-মশাই আসেন যে।"

তারপর হইতে বিমল লতিকাদের বাড়ী আসা একেবারেই কমাইয়া দিল। মাসের মধ্যে একবারের বেশী সে আর তাহাদের বাড়ী আসিত না, কিন্তু অপূর্ব্বর আসার কামাই ছিল না। সে

প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একবার করিয়া আসিতই এবং প্রায় দুই ঘণ্টা গল্প গুজব করিয়া মেসে ফিরিত।

এমনিভাবে বৎসর দুই কাটিয়া গেল। বিমল আই, এস্‌সি তেও প্রথম স্থান অধিকার করিল, অপূর্ব্ব প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল কিন্তু কোন বৃত্তি পাইল না। বিমল এইভাবে অপূর্ব্বকে সব দিক দিয়া ছাড়াইয়া যাওয়ায় তাহার উপর অপূর্ব্বর হিংসার মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সেই হিংসার বিষে সে নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিল। তবে তাহার একমাত্র সান্ত্বনা ছিল বিজয়মাধববাবুর স্নেহের মাত্রা তাহার উপর যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, বিমলের উপর তেমনি তিনি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিতেছেন। তাহা ছাড়া বিজয়মাধব যে তাহাকেই লতিকার স্বামী নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিয়াছেন অপূর্ব্ব তাহার আভাযও পাইয়াছিল। কিন্তু এক জায়গায় তাহার মনটা বড় আঘাত পাইত, লতিকা তাহার সহিত অত্যন্ত কম কথা বলিত এবং সুবিধা পাইলেই এমন দুই একটা কঠিন বিদ্রূপ করিত যে সেদিন মেসে ফিরিয়া অপূর্ব্ব একেবারেই পড়াশুনা করিতে পারিত না।

আই, এসসি পাশ করিবার পর বিমল লতিকাদের গৃহে কচিৎ যাইত। এমন সময় একদিন বিমল লতিকার দুই ছত্র পত্র পাইল। তাহাতে লেখা ছিল "আপনি এবার অনেক দিন আসেন নি। একদিন আসবেন, ইতি। আপনার লতিকা।"

পত্রখানি হাতে করিয়া বিমল বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিজয়মাধবের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যে সে অন্তরে অত্যন্ত আঘাত

পাইয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিল আর ও গৃহে যাইবে না। কিন্তু লতিকার পত্রখানি তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। লতিকার এ আহ্বান সে যে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে যাইতেই হইবে। তখন বেলা প্রায় চারিটা। সে হাত মুখ ধুইয়া তখনই মেস হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময় হিমাংশুর সঙ্গে দেখা। হিমাংশু তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল, "আজ খুব ধরা পড়ে গেছ, ব্যাপার কি বলদিকি, তোমার যে আর দেখা পাওয়াই যায় না।"

বিমল হাসিয়া কহিল, "কি করে দেখা হ'বে; আমার ওঁখানে ত আর তোমাদের পায়ের ধূলো পড়বে না।"

হিমাংশু অপ্রতিভ ভাবে কহিল, "ক'দিন একটা পার্টি নিয়ে ভারি ব্যস্ত ছিলাম, তাই যেতে পারি নি। তুমি আর আমাদের বাড়ী যাওনা কেন আগে তার কৈফিয়ৎ দাও দিকি?"

বিমল কহিল, "কৈফিয়ৎ আর কি দেব।" বলিয়া সে থামিয়া গেল।

হিমাংশু তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিল, "এই সামনেই আমার এক বন্ধুর বাড়ী। অনেক দিন সেখানে যাওয়া হয় নি, আমার সঙ্গে এস, তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।"

বিমল কিছু না বলিয়া তাহার সহিত চলিতে লাগিল।

অল্প কিছু দূর গিয়া উভয়ে একটী গৃহে প্রবেশ করিল। ভিতরের ছোট উঠানের পাশেই উপরে উঠিবার সিঁড়ি। তাহারা সেই সিঁড়ি

দিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। অর্দ্ধেক সিঁড়ি উঠিয়াছে, এমন সময় তাহাদের পদশব্দ পাইয়া উপরের ঘর হইতে একটী তরুণী বাহির হইয়া আসিয়া বারন্দায় দাঁড়াইল। হিমাংশু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "উর্ম্মিলা আমার একটী বন্ধু তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।"

মুখখানি হাসিতে ভরিয়া, উর্ম্মিলা কহিল, "কি ভাগ্যিস্ এতদিন পরে তোমার দেখা পাওয়া গেল; উনি তোমার বন্ধু বুঝি?" ততক্ষণে বিমলকে লইয়া হিমাংশু বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। "আসুন" বলিয়া উর্ম্মিলা বিমলকে অভ্যর্থনা করিল, তারপর সলজ্জ হাস্যে হিমাংশুর দিকে চাহিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "একটু আগেই ভবেশ বাবু এসেচেন, এই ঘরেই বসে আছেন।"

হিমাংশু বক্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তাই নাকি?" তার পর কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া কহিল, "তা হ'লে এমন আসাটা ত অন্যায় হ'য়ে গেছে!"

উর্ম্মিলা চোখ মচকাইয়া কহিল, "আবার দুষ্টুমি, এস।" এই বলিয়া সে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। উভয়ে তাহার অনুসরণ করিয়া ঘরের ভিতর গিয়া দাঁড়াইল। উর্ম্মিলা দুইখানি চেয়ার আগাইয়া দিয়া ভবেশের দিকে হতাশ ভাবে একবার চাহিয়া রহিল।

ভবেশ হিমাংশুকে নমস্কার করিয়া কহিল, "এই যে হিমাংশু বাবু, বহুদিন পরে দেখা, ভাল আছেন?" তারপর বিমলের দিকে ভাল করিয়া চাহিতেই তাহার মুখ একেবারে শুকাইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যদিকে সে মুখ ফিরিয়া বসিল এবং ক্ষণকাল পরেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া

নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক কক্ষত্যাগে তিনজনে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

টেবিলের উপর কতকগুলি এসেন্স, একখানি মাদ্রাজি সাড়ী ছড়ান ছিল, উর্ম্মিলা সেগুলি ধীরে ধীরে গুছাইয়া রাখিতে লাগিল।

খানিক পরে হিমাংশু কহিল, "আজ যে বাড়ীতে কারু সাড়াশব্দ নেই?"

উর্ম্মিলা মুখ না তুলিয়া কহিল, "আজ সবাই ভবানীপুরে বেড়াতে গেছেন।" তার পর তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "তুমি বেশ মজার লোক যা হ'ক, একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করে আনলে, আর তার পরিচয় করিয়ে দিলে না।"

হিমাংশু অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিল, "সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে।" এই বলিয়া সে উভয়ের পরিচয় করিয়া দিল।

উর্ম্মিলা দুই হাত জোড় করিয়া কপালের কাছে অবধি লইয়া কহিল, "আমার সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'ল।"

বিমল উত্তর দিতে গিয়াও কোন উত্তর দিতে পারিল না, কুণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিল।

উর্ম্মিলা কহিল, "আপনি চা খান ত?"

বিমলের হইয়া হিমাংশু উত্তর দিল, "খুব খান; এখন আমার চা'র ভারি প্রয়োজন হ'য়েছে—শীগ্‌গির দু'পেয়ালা চা করে দাও দিকি।"

উর্ম্মিলা বিমলের মুখের দিকে কটাক্ষ হানিয়া কহিল, "চা'র সরঞ্জাম এই ঘরেই আছে, আমি এখনই করে দিচ্ছি।"

হিমাংশু কহিল, "শুধু চা কিন্তু আমি খাই না, তা ত জান।"

উর্ম্মিলা হাসিয়া কহিল, "খুব জানি,—বিশেষ করে আজ যখন অতিথি এসেছেন, তাঁকে ত আর শুধু চা দিতে পারি না, তাও তুমি বেশ জান, তবে যা ঘরে আছে তাই খেতে হবে। বাজার থেকে খাবার এনে দেবে, এমন একজন লোকও বাড়ীতে নেই। বিমলবাবু, আপনি ত একটা কথাও বল্চেন না?"

বিমল এবার ধীরে ধীরে কহিল, "হিমাংশু যখন আমার হয়ে সব কথা বল্চে, তখন আমি আর কি বলি বলুন।"

উর্ম্মিলা তাহার মুখের দিকে চঞ্চল চোখে চাহিয়া কহিল, "আপনি ঠিক বলেছেন,—কথাগুলো হিমাংশু একচেটে করে রাখে, কাউকে কিছু বল্তেই দেয় না।"

হিমাংশু কহিল, "কিন্তু শুধু কথায় পেট ভরবে না, তা বলছি।"

উর্ম্মিলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "তা জানি গো মশাই।"

টেবিলে সমস্ত সরঞ্জামই সাজান ছিল। উর্ম্মিলা ষ্টোভ জ্বালাইয়া চা করিতে বসিল।

এক লতিকা ছাড়া উন্নত সমাজের অপর কোন মেয়ের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ বিমলের ইতিপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই। তাই উর্ম্মিলার এই অসঙ্কোচ ব্যবহার তাহার নিকট সত্যই নূতন ঠেকিল। বিশেষ করিয়া এই নির্জ্জন মেলামেশাটা সে কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিল না। গৃহে উর্ম্মিলার পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী, এমন কি একজন ভৃত্য পর্য্যন্ত নাই, এ অবস্থায় বাহিরের অনাত্মীয় যুবকের সহিত নির্জ্জন আলাপ তাহার নিকট গর্হিত বলিয়াই

মনে হইল। বিশেষতঃ ভবেশ—হঠাৎ তাহার সম্মুখে টেবিলের উপর এসেন্সের শিশির দিকে চোখ পড়িতেই সে দেখিল, শিশির গায়ে খুব ছোট করিয়া লাল কালিতে লেখা রহিয়াছে, 'ভবেশ।' তাহা হইলে এ সমস্তই ভবেশের উপহার! উর্ম্মিলার জনকজননীর অসাক্ষাতে ভবেশ কি উদ্দেশ্যে এই দ্রব্যগুলি উপহার দিয়া গেল এবং উর্ম্মিলাই বা কি করিয়া সেগুলি এমন অকুণ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিল, নানারকম করিয়া ভাবিয়াও বিমল এ ব্যাপারটাকে অন্যায় ছাড়া আর কিছু মনে করিতে পারিল না এবং যতই এ বিষয়ে সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার মনটা উৎকণ্ঠায় ভরিয়া উঠিল। এ অবস্থায় উপহার দেওয়াটাই ত অন্যায়—তাহার উপর ভবেশের উপহার দিবার কোন অধিকার নাই। কিন্তু এদের সমাজে বন্ধু হিসাবে সে ত উপহার দিতে পারে। পারে কি? হয় ত ইঁহাদের সমাজে এ প্রথার প্রচলন থাকিতে পারে—এ সমাজের রীতিনীতি আচার ব্যবহার যখন সে কিছুই জানে না, তখন হঠাৎ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা উচিত নহে, এই ভাবিয়া তাহার অস্থির মনকে সে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতার শব্দ শোনা গেল। উর্ম্মিলা চা-দানিতে গরম জল ঢালিতে ঢালিতে কহিল, "বাবা আস্‌ছেন।" বিমল দ্বারের বাহির হইতেই দেখিল একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক সেই দিকে আসিতেছেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হিমাংশুকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে হিমাংশু, কতক্ষণ এলে বাবা? এ বাবুটি তোমার বন্ধু বুঝি?" বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে নমস্কার

করিতেই তিনি কহিলেন, "আপনি বসুন,—হ্যাঁ মা উর্ম্মিলা আজ তোমার মা বাড়ী নেই, এদের খাতির যত্নের কোন অভাব হয় নি ত?"

উর্ম্মিলা তাঁহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "মার মত কি আমি বাবা এদের খাতিরযত্ন করতে পারব। আমার হয় ত কত ত্রুটি এরা ধরবেন। তবে হিমাংশুদাদা সঙ্গে আছেন, তিনি অবশ্য আমার দোষ ঢেকে নেবেন।" একটু থামিয়া সে আবার কহিল, "আজ ভবেশবাবুও এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাবা কিছুতেই পারলাম না, এই দেখ না মিছিমিছি আজ আবার কত টাকা নষ্ট করেচেন। আমি কত বল্লাম কোন কথাই তিনি শুনলেন না।" এই বলিয়া কাপড়ও এসেন্সগুলি পিতাকে দেখাইল।

পরমেশবাবু কাপড়খানি হাতে তুলিয়া লইয়া এসেন্সগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিলেন, "এ সবগুলিই দেখ্‌ছি দামী জিনিষ; ভবেশ টাকাকড়ি বড় অপব্যয় করে দেখ্‌ছি। তার নজরটা খুব উঁচু তাই কম দামে জিনিষই সে কিনতে পারে না; কি করবে বল মা, এগুলি গ্রহণ না করলে সে মনে ভারি ব্যথা পাবে, তাই বাধ্য হয়ে তোমায় গ্রহণ করতেই হবে; তাকে ত তুমি ব্যথা দিতে পার না। তাকে ত মানা করেও দেখেছি তাতেও সে ব্যথা পায়। কিন্তু এখন থেকে বুঝেসুঝে চলা কর্ত্তব্য, এটা তুমি মা তাকে বুঝিয়ে বল।" তারপর তিনি যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "ছেলেমানুষ, স্বর্গগত পিতার অগাধ বিষয় সম্পত্তির মালিক হ'য়েচে। ব্যয় করবার প্রলোভন হওয়া যে স্বভাবিক,—দু'দিন পরে সে প্রলোভনটা তার কেটে যাবে মা।"

উর্ম্মিলা কহিল, "আমি চা তৈরী করি বাবা, তুমি আপিসের কাপড় ছেড়ে এস, এক সঙ্গেই চা খাবে এখন।"

পরমেশবাবু হিমাংশুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "এ বাবুটির সঙ্গে আমার এখনও ত পরিচয় হ'ল না।" হিমাংশুর কাছে পরিচয় পাইয়া বিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, রত্ন, রত্ন! মা উর্ম্মিলা আমি বড় প্রীতি হয়েছি যে এঁর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য তুমি লাভ করেছ।"

এই আত্মপ্রশংসায় বিমল অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সে মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

"তোমরা বসে গল্প কর আমি কাপড় ছেড়ে আসি; এই বলিয়া পরমেশবাবু কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

উর্ম্মিলা দুই পেয়ালা চা তৈয়ারী করিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। তার পর একখানি ডিসে করিয়া খান কতক পাউরুটি ও একটা কাঁচের বাটীতে খানিকটা মাখন বাহির করিয়া হিমাংশুর সম্মুখে ধরিয়া কহিল, "মা নেই, তোমার আজ কিছুই খাওয়া হ'ল না। যেমন এ দিকে মাড়াও না তেমনই শাস্তি। বিমলবাবুকে কিন্তু শুধু পাউরুটি দিতে আমার ভারি লজ্জা বোধ হ'চ্ছে।"

বিমল সঙ্কুচিত ভাবে কহিল, "আমি মেস থেকে খেয়ে বেরিয়েচি—আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

উর্ম্মিলা হাসিয়া কহিল, "আজ আমরা একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না, দয়া করে আপনাকে আর একদিন আসতে হবে।"

হিমাংশু কহিল, "আর আমি বুঝি বাদ যাব?"

উর্ম্মিলা কহিল, "তুমি ত ঘরের লোক—তা ছাড়া তুমি কি বল্‌বার অপেক্ষা রাখ না কি!" বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

সে গৃহ হইতে উভয়ে যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। হিমাংশু কহিল, "আমাদের ওখানে যাচ্চ ত?"

বিমল কহিল, "যাব বলেই ত' বেরিয়েছিলাম, কিন্তু আজ যাওয়া হবে না; ফিরতে তা হ'লে রাত হ'য়ে যাবে।"

হিমাংশু কহিল, "কাল আসবে ত? তোমার জন্যে আমি বাড়ীতেই বসে থাকব, বিকেলে আর কোথায় বেরুব না।"

একটু ভাবিয়া বিমল কহিল, "আচ্ছা যাব।"

বিমল মেসে ফিরিয়া আলো জ্বালিয়া যখন চেয়ারে বসিল, তখন মনটা তাহার অত্যন্ত অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। আজও সে পুস্তকে মন সংযোগ করিতে পারিল না। উর্ম্মিলা-সংক্রান্ত অনেক কথাই যে তাহার মনটাকে চারিদিক হইতে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সে কিছুতেই মন হইতে সে চিন্তাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিল না। ভবেশের সহিত পরমেশবাবুর পরিবারের এই অন্তরঙ্গতা কিসের জন্য তাহা যতক্ষণ সে জানিতে না পারিতেছে ততক্ষণ সে যে কিছুতেই সুস্থ হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ সুযোগে কি করিয়া সে এ কথা জানিবে? হিমাংশুর সাহায্য তাহার চাই,—সে ইচ্ছা করিলে এই অন্তরঙ্গতার কারণ খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেই। একে একে সান্ধ্য অভিযানের সমস্ত ব্যাপারগুলি পর পর সাজিইয়া দেখিবার সে চেষ্টা করিল। ব্যাপারটা ক্রমেই তাহার নিকট রহস্যজালে জড়িত

বলিয়াই মনে হইল। সে স্থির করিল যেমন করিয়াই হউক, কালই হিমাংশুর সঙ্গে দেখা করিয়া ভিতরের রহস্য জানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। পরদিন কলেজ যাইবে এমন সময় তারযোগে সে সংবাদ পাইল, তাহার জননী সঙ্কটাপন্ন পীড়িত। যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে জিনিষ পত্র গুছাইয়া লইয়া সে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিল।

প্রায় পক্ষাধিক ভুগিয়া বিমলের জননী সুস্থ হইয়া উঠিলেন। বিমল আবার কলিকাতার মেসে ফিরিয়া আসিল। সে সময় পণ্ডিত মহাশয় দেশে ছিলেন না। মানুকে লইয়া তিনি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন।

[১১]

"শুন্‌লাম আজও নাকি তোমার সেই বিমলবাবুটি এসেছিলেন ?" এই প্রশ্ন করিয়া ভবেশ উত্তেজিতভাবে উর্ম্মিলার দিকে চাহিল।

উর্ম্মিলা শান্তভাবে কহিল, "হ্যাঁ এসেছিলেন, তিনি ত আর দু'দিন এসেচেন—সেটা কি তাঁর পক্ষে একটা মস্ত বড় অপরাধ ?"

ভবেশ উষ্ণ হইয়া কহিল, "অপরাধ তার দিক দিয়ে যতটা হ'ক আর না হ'ক, তোমার দিক দিয়ে যে হয়েছে এ কথা বলবার অধিকার আমার আছে।"

এই অধিকারের দাবিটা উর্ম্মিলা কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। সেও উত্তেজিত হইয়া কহিল, "মুখ ত আর কেউ কারু বন্ধ করে রাখতে পারে না, কাজেই কথা বলবার অধিকার তোমার আছে—কিন্তু আমার অপরাধ হয়েছে, কি না হয়েছে, তা বিচার করবার অধিকার যে অপরের থাকতে পারে এটা আমি ভাবতে পারি না।"

ভবেশ বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "দুদিনের আলাপে এত ; তা বেশ !" বলিয়া সে চুপ করিল।

উর্ম্মিলা কহিল, "বেশই ত ! আমি নিজের মুখেই স্বীকার করচি, —অত ঠাট্টার দরকার কি।"

ভবেশ আর কোন উত্তর করিল না। উর্ম্মিলা যদি আর

কাহারও সহিত মিশিত, তাহাতে তাহার কোন আপত্তি ছিল না, তবে বিমলের সহিত মেলামেশাটা সে একেবারেই সহ্য করিতে পারে না, অথচ বিমলকে এখানে না আসিতে দেওয়ারই বা তাহার অধিকার কোথায়? সে আজ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, তাই না বুঝিয়া ঊর্ম্মিলাকে অন্যায় আঘাত করিতে গিয়াছিল, সে আঘাত ঊর্ম্মিলা নীরবে সহ্য করে নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ঊর্ম্মিলা যাহাই করুক, সবই যে তাহাকে সহ্য করিতে হইবে, ঊর্ম্মিলাকে না পাইলে যে তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া ঊর্ম্মিলার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা এত বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে যে কেহ কাহাকে আর ত্যাগ করিতেও পারে না! কিন্তু বিমল যদি সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়টা তাহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। ইহার যাহা হউক একটা প্রতিকার করিতেই হইবে। ঊর্ম্মিলা একখানি বই খুলিয়া তাহাতেই চোখ রাখিয়া বসিয়াছিল, ভবেশ বইখানি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ঠাট্টা করলাম বলে বুঝি রাগ করা হয়েছে?

ঊর্ম্মিলা গম্ভীর হইয়া কহিল, "অন্যায় কথা বললে রাগ করতে হয় বৈকি! তোমার সঙ্গে আমার এখন কি সম্বন্ধ দাঁড়িয়েচে জেনেও তুমি আমাকে ও রকম কথা কি করে বললে?" এই বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

ভবেশ একবার ঊর্ম্মিলার সেই সলজ্জ আনত রক্তিম মুখের দিকে ভয়চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার বুকটা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। আবার তাহার সেই

কথা মনে হইল, এখন যদি বিমল সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে—সে যে উর্ম্মিলাকেই পাইবার জন্য পিতার সহিত বিবাদ করিয়াছে, বিবাহিত পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এ কথা কে এখন বিশ্বাস করিবে? কেন সে তখন উর্ম্মিলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই? কিন্তু এখন বলিয়াও ত কোন ফল নাই! তাহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল। একবার তাহার মনে হইল, এই দণ্ডে কলিকাতা হইতে পলায়ন করিয়া সে তাহাদের পল্লীভবনের কোণে গিয়া আশ্রয় লয়! কিন্তু এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা সে কেন করিবে? কেনই বা সে নিজের ভালবাসাকে এমনই ভাবে জলাঞ্জলি দিবে? যখন মিথ্যার আশ্রয় করিয়া সে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে কিছুই করিবে না। সে যে উর্ম্মিলাকে সত্যই প্রাণ দিয়া ভালবাসে, উর্ম্মিলাকে পাঁচজনে অপমানিত লাঞ্ছিত করিবে, ইহা অসহ্য। সে নিরপরাধ, সে ত কোনরূপ দুরভিসন্ধি বা কদর্য্য মন লইয়া উর্ম্মিলার সহিত মিশে নাই। উর্ম্মিলাকে জীবনের সঙ্গিনী করিবে বলিয়াই ত সে তাহার সহিত মিশিয়াছিল। এমনই তন্ময় হইয়া নিজের অবস্থার কথা সে ভাবিতেছিল যে, পরমেশবাবুর পদশব্দ তাহার কানে গেল না। পরমেশ বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে যেন হঠাৎ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। উর্ম্মিলা একখানি বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, এইবার বেশী করিয়া বইখানিতে মনঃসংযোগ করিল।

পরমেশবাবু সহাস্যমুখে কহিলেন, "এই যে বাবা ভবেশ; তোমায়

স্মরণ করিয়ে দিতে এলাম, সময় পূর্ণ হ'য়ে এসেচে। আর ত দেরী করা চলে না।" ভবেশ নিরুত্তর হইয়া রহিল। তিনি আবার কহিলেন, "কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের উভয়ের আত্মার সম্মিলন করে দেবার ব্যবস্থা আমি সব ঠিক করে এসেছি।" ঊর্ম্মিলা ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভবেশ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। এই মেয়েটীকে লইয়াই পরমেশবাবু আর একবার প্রতারিত হইয়াছিলেন, তবে সামাজিক গ্লানি তখন তাহার পরিবারকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু এবার ব্যাপার এতদূর গড়াইয়াছে যে, এ বিবাহ না হইলে তাহাকে সমাজে অত্যন্ত হেয় হইতে হইবে, এমন কি কলিকাতায় বাস করাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাই তিনি এত তাড়াতাড়ি সমস্ত আয়োজন করিয়া ফেলিয়াছেন। পরমেশবাবু কহিলেন, "তা হ'লে বাবা তুমি প্রস্তুত?"

ভবেশ মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি সব সময়ই প্রস্তুত আছি।"

পরমেশবাবু মনে মনে ভগবানকে [illegible]রিতে করিতে প্রফুল্ল-চিত্তে কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

পরমেশবাবু চলিয়া গেলে, ভ[illegible] মনে হইল, বিবাহটা কাল না হইয়া আজ চুকিলেই সে রক্ষা পাইত; [illegible]কোন রকমে আজিকার দিনটা নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেলেই সে বাঁচে। বিমলকে সে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। হয় ত আজই সন্ধ্যার পর যে একটা কিছু কাণ্ড করিয়া বসিতে পারে। এ বা[illegible] যাহাতে সে আর প্রবেশ করিতে না পারে তাহার কি কোন উ[illegible] করা যায় না? অনেকক্ষণ

ভাবিয়া হঠাৎ একটা পথ পাইয়া সে তীব্র আনন্দে লাফাইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ হিমাংশুর সহিত দেখা করিবার জন্য ছুটিল।

বাড়ী হইতে ফিরিয়া অবধি বিমল লতিকার সহিত দেখা করিতে পারে নাই। প্রতিদিনই সে মনে করিয়াছে আজ সেখানে যাইবে কিন্তু বিজয়-মাধববাবুর ব্যবহারের স্মৃতি আবার নূতন করিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হইয়াছে। লতিকার পত্র পাইবার পর প্রায় দেড় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। লতিকা তাহাকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিল, সে অনুরোধ এতদিন সে রক্ষা করিতে পারে নাই, লতিকা নিশ্চয় রাগ করিয়াই তাহাকে আর কোন পত্র দেয় নাই। সেই যে দিন প্রথম সে পরমেশ বাবুর গৃহে যায়, সেই দিন বা হিমাংশুরও সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, এপর্য্যন্ত তাহার সহিতও আর দেখা হয় নাই। তবে তাহারা যে সকলে ভাল আছে সে সংবাদ উর্ম্মিলার নিকটে সে পাইয়াছে। সকলে ভাল আছে অথচ তাহার সংবাদ পর্য্যন্ত লইবার আবশ্যকও কেহ বোধ করে নাই, এই কথা মনে হইবা মাত্র সে দুই দিন বিজয়মাধববাবুর গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ সমস্ত অভিমান ভুলিয়া সে লতিকার সহিত দেখা করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল।

বিজয়মাধববাবুর গৃহের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমস্ত সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। এ বাড়ীতে সে বহুবার আসিয়াছে, তবুও উপরে উঠিবার পূর্ব্বে সে সিঁড়িতে পা দিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় হিমাংশু উপর হইতে নামিয়া আসিল। বিমলকে দেখিয়া সে সহসা দুই পা পিছাইয়া

গেল। তাহার আশ্চর্য্য বোধ হইল, আর এক ভদ্রপরিবারের সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া যে কাণ্ড বিমল করিয়া আসিয়াছে তাহার পরও এ গৃহে প্রবেশ করিবার সাহস ও স্পর্দ্ধা সে রাখে! তাহাকে স্পষ্ট সোজা কথা না বলিলে তাহার চৈতন্য হইবে না। মনে মনে ইহা স্থির করিলেও কথাটা বলা তত সহজ হইল না। মুখের কাছে আসিয়া কথাগুলো কেমন বাধিয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে জোর করিয়া সে কহিল, "কোন্ মুখে তুমি এখানে এসেচ। লতার সঙ্গে তোমার আর দেখা হবে না, তুমি যাও।"

এ কি নিদারুণ অপমান! বিমলের কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। গভীর বেদনা বুকে লইয়া বিমল তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেই সিঁড়ির উপর হইতে লতিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনা গেল, "দাদা!" সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়া সে কহিল, "বিমলবাবু, আপনি যাবেন না, ওপরে আসুন।"

হিমাংশু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

বিমল ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল "না থাক্, আজ যাই।"

লতিকা ব্যথিত স্বরে কহিল, "তবে এলেন কেন?"

বিমল কহিল, "অনেকদিন খবর পাই নি, তাই—তার ওপর তুমি লিখেছিলে—" এই বলিয়া সে চুপ করিল।

লতিকা হাসিয়া কহিল, "এতদিন পরে সে কথা মনে পড়েছে। তা বেশ, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে—"

বিমল কহিল, "না আর দাঁড়াবো না, আমি তা হ'লে চল্লাম।" এই বলিয়া সে ততক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া একবার লতিকার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল তাহার মুখখানি একেবারে কালী হইয়া গিয়াছে। হিমাংশুর ব্যবহারে বিমল যেমন আঘাত পাইয়াছিল, তেমনই তাহার কারণ জানিবার জন্যও সে ব্যগ্র হইয়াছিল; তার পর হঠাৎ লতিকার মুখের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন তাহার চিন্তাভারাক্রান্ত অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে স্থির হইয়া কহিল, "যখন এসে পড়েছি, মার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া ত চলে না;" এই বলিয়া সে উপরে উঠিতে লাগিল।

বারন্দায় উঠিয়াই লতিকা অত্যন্ত মৃদুস্বরে ডাকিল, "বিমলবাবু?" বিমল তাহার দিকে ফিরিতেই সে আবার তেমনই মৃদুস্বরে কহিল, "আজ আপনাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে, আমার ওপর আপনি কিন্তু রাগ করবেন না! আমি, আপনাকে চলে যেতে বলতাম, কিন্তু—"

রাজলক্ষ্মী ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "লতা কোথায় ছিলে এতক্ষণ মা, তোমার সঙ্গে কে?"

লতিকা মনের চাঞ্চল্য চাপিয়া সহজভাবে কহিল, "বিমলবাবু।"

বিমল তখন রাজলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

রাজলক্ষ্মী তাহাকে মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "অনেক দিন দেখিনি, কেমন আছ?"

বিমল কহিল, "ভাল আছি মা, কিন্তু মার খুব অসুখ হয়েছিল; তিনি যে এ যাত্রা রক্ষা পাবেন তা আমার ভাবি নি।"

রাজলক্ষ্মী নীরবে তাঁহার কথাগুলি শুনিয়া গেলেন এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তিনি মৌন হইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু লতিকা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সমবেদনাপূর্ণ কণ্ঠে সে কহিল, "মার এত অসুখ, আমাদের একটু খবর দেন নি!"

রাজলক্ষ্মীর নীরবতায় বিমল অন্তরে যে আঘাত পাইয়াছিল, লতিকার এই সহানুভূতি সেই আঘাতের ক্ষতের উপর স্নিগ্ধ শীতল প্রলেপের কাজ করিল। হঠাৎ কোন রোগযন্ত্রণার উপশম হইলে রোগীর চোখ যেমন আপনা আপনি বুজিয়া আসে, তেমনই লতিকার কথায় বিমলের চোখ বুজিয়া আসিল। নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সে কহিল, "মার অসুখের টেলিগ্রাম যখন পেলাম, তখন ট্রেণের মোটে আধ ঘণ্টা সময় ছিল। তাই কাউকে খবর দিতে পারি নি।"

রাজলক্ষ্মী তখন বিনা কারণে দেরাজের উপরের কতকগুলি বই এক স্থান হইতে আর এক স্থানে সাজাইতেছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাহার এখানে থাকাটা যে কোন কারণেই হউক রাজলক্ষ্মী পছন্দ করিতেছেন না। বিমল একবার লতিকার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া রাজলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া কহিল, "আমি যাচ্ছি মা?"

রাজলক্ষ্মী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বইগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে কহিলেন, "এস!"

বিমল ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে লতিকার দিকে চাহিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে লতিকা বলিয়া উঠিল, "না, না, এখনই আপনার কিছুতে যাওয়া হতে পারে না। আপনি আমার ঐ ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন, কতকগুলি নতুন বই কিনেছি, আপনাকে একবার দেখ্‌তে হবে।" বিমল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। লতিকা কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন যে, আসুন।"

রাজলক্ষ্মী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তোর বই দেখাবার যদি দরকার থাকে এই ঘরে এনে দেখা। তুমি এইখানেই বস বিমল।"

লতিকা মায়ের দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, "আমি বই এ ঘরে আন্‌তে পারব না মা, বিমলবাবুকেই ঐ ঘরে যেতে হবে।"

রাজলক্ষ্মী কন্যার মুখের দিকে বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, "লতা সব জেনেশুনে তোর এরকম জেদ করা ভারি অন্যায়। তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি।"

এতদিন লতিকার অন্তরের মধ্যে যে বিদ্রোহাগ্নি একটু একটু করিয়া জ্বলিতেছিল, ইন্ধন পাইয়া তাহা দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে জোর দিয়া কহিল, "একটুও বাড়াবাড়ি করিনি মা। আমি কারু অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করব না।"

ইহার পরে আর কোন কথা বলা চলে না। রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহাকে লইয়া গৃহবিবাদের সূচনা দেখিয়া বিমল মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল এ অবস্থায় এখানে থাকা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু ব্যাপারটি যে কি তাহা না

জানিয়াও যে সে যাইতে পারে না। তাহা ছাড়া সে যদি এখন চলিয়া যায় তাহা হইলে লতিকা অন্তরে নিশ্চয়ই ব্যথা পাইবে।

এমন সময় নীচে বিজয়বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রাজলক্ষ্মী ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিমলও মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। লতিকা আসন্ন বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

[১২]

বিজয়বাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, "অপূর্ব্ব এখনও আসে নি জিনিষ পত্তর নিয়ে?"

রাজলক্ষ্মী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, "কৈ না।"

বিজয়বাবু কহিলেন, "প্রায় ঘণ্টাখানেক গেছে, এতক্ষণ ফেরবার সময় হয়েছে।" এই বলিয়া তিনি জামা কাপড় ছাড়িবার জন্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "বিমল এসেছে।"

বিজয় ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কই, কোথায়?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "পাশের ঘরে বসে আছে। লতিকা যে সব নতুন বই কিনেচে, তাই দেখাচ্চে।"

বিজয়বাবু অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পত্নীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি এতটা অবিবেচনার কাজ করবে, এটা আমি তোমার কাছে আশা করি নি। যে আমাদের সমাজকে ঘৃণা করে, যে আমাদের সমাজের মেয়েদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখে, যার বিরুদ্ধে এত বড় একটা কুৎসিৎ অভিযোগ শুনলে, তাকে কি করে তুমি এখানে স্থান দিলে তা ত আমি বুঝতে পারলাম না।"

রাজলক্ষ্মী বিমলকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন, তাহার সম্বন্ধে যে

অপবাদ রটিয়াছে, তাহা তিনি অন্তরের মধ্যে কিছুতেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহা সত্বেও তাহার স্বামী সেই অপবাদকে ধ্রুবসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়াই তিনি আজ বিমলের প্রতি অন্যায় নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছেন এবং অন্তরে তাহার জন্য ব্যথাও পাইয়াছেন। কিন্তু লতিকার চিত্তের দৃঢ়তা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে—যাহা তিনি নিজে মিথ্যা বলিয়া জানেন, তাহার কাছে কিছুতেই নিজেকে নত করা উচিৎ নহে। নিজের বিবেককে অপরের মতের কাছে বলি দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। তাই স্বামীর কথায় রাজলক্ষ্মী মৌন হইয়া থাকিয়া নিজের বিবেককে কিছুতেই খর্ব্ব করিতে পারিলেন না। কিন্তু কোনরূপ উষ্ণতা প্রকাশ করিয়া স্বামীকে ব্যথা দিতেও তিনি পারেন না। অত্যন্ত ধীরভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, বিমলের সম্বন্ধে যে কথা রটেছে, তার একবিন্দুও আমি বিশ্বাস করতে পারি নি। সে কখনও অমন্ হ'তে পারে না। তবুও আমি তোমাদের জন্যে বিমলকে আদর অভ্যর্থনা করি নি, সে বুঝতে পেরে চলে যেতে চেয়েছিল, আমি মানা করি নি, সেটা যে আমি কতখানি অন্যায় করেছি, তা লতী-মা বুঝিয়ে না দিলে হয় ত আমি বুঝতেও পারতাম না। থাক্, যখন বিমল এসেছে তখন তার সাম্‌নে তোমরা যাহ'ক বোঝা পড়া করে নাও; তবে আমাকে তার মধ্যে জড়িয়ো না।"

বিজয়বাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "তুমি ত আমার স্বভাব জান, আমি কারও স্বাধীন মতের উপর জোর খাটাতে চাই না। তোমার যদি সত্যই তাই বিশ্বাস,

ভাল কথা। তবে ও যে ব্রাহ্মবিদ্বেষী এটাও কি তুমি বিশ্বাস কর না?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না, তাও করি না, আমার বিশ্বাস ব্রাহ্মদের ওপর তার কোন বিদ্বেষ নেই—তার মত ছেলের তা থাকতেও পারে না। যাক্, ও নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে কোন তর্ক করতে চাই না। তুমি যা ভাল বোঝ কর, তবে তাকে কোনরূপ অপমানসূচক কথা বল না—আমার এই অনুরোধটা রেখ।"

রাজলক্ষ্মী যে হঠাৎ এমনইভাবে বাঁকিয়া দাঁড়াইবেন, বিজয়বাবু তাহা কল্পনা করিতেও পারেন নাই, তাই বিমল আসিয়াছে শুনিয়া তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও, হঠাৎ নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিলেন না। চিন্তাভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি জামা জুতা খুলিতে লাগিলেন।

ও ঘরে বিমলের দুই কান লাল হইয়া উঠিল। তাহার মুখ চোখ নাক দিয়া যেন আগুন ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। এইভাবে অপমানিত হইবার পূর্ব্বেই কেন সে এ গৃহ ত্যাগ করিল না, সব জানিয়া শুনিয়াও কেন লতিকা তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিল? সে লতিকার দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। দেখিল তাহার মুখ চোখ অত্যাশ্চর্য্য দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে লতিকা কহিল, "আমি আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, তাই সবাই অপমান করবে জেনেও আপনাকে আমি যেতে দিইনি।" বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

বিমলের অন্তরের আগুন নিবিয়া গেল, তাহার অপমানপীড়িত অন্তর এক অপূর্ব্ব শান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এমন সময় বিজয়বাবু ধীরে ধীরে সেই কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লতিকার দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "লতিকা, তুমি তোমার মার কাছে গিয়ে বস।"

লতিকা যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল; পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য তাহার কোন আগ্রহ দেখা গেল না।

বিজয়বাবু আবার কহিলেন, "অবাধ্য হয়ো না, যাও তোমার মার কাছে গিয়ে বস।"

লতিকা পিতার মুখের উপর দুই উজ্জ্বল চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শান্তভাবে কহিল, "বেশ আমি যাচ্চি, বাবা, যাবার আগে শুধু একটা কথা বলে যাচ্চি, আমিই ওঁকে আসতে লিখেছিলাম, তাই উনি এসেচেন, ইচ্ছে করে আসেননি।" পরক্ষণেই সে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

বিজয়বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া পদচারণা করিতে লাগিলেন। বিমল এক অভিনব অনুভূতি লইয়া চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়বাবু বিমলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখ্‌তে পেলে তোমার দৃষ্টান্তের কুফল! কখনও আমার কন্যার এ প্রকার উদ্ধত স্বভাব ছিল না। আজ সে কিনা আমার মুখের ওপর উত্তর দিতেও কুণ্ঠা বোধ করল না।"

এই অন্যায় দোষারোপে বিমল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এ

মিথ্যা অপবাদ সে মুখ বুজিয়া সহ্য করিতে পারে না। আজ এখানে পা দিয়া অবধি সে ক্রমাগত অপমানিত লাঞ্ছিত হইতেছে, অথচ সে ইঁহাদের নিকট কোন অপরাধই করে নাই। যথাসম্ভব সংযতভাবে সে উত্তর করিল, "আপনি আমার উপর অযথা দোষারোপ করচেন, আপনার কন্যা যদি আপনার অবাধ্য হয় তার জন্য আমাকে দায়ী করা আপনার মত লোকের পক্ষে—"

বিজয়বাবুর বহুদিনের সঞ্চিত ক্রোধ আজ তাঁহার অন্তরের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন ধীরে ধীরে সমস্ত কথা বলিয়া বিমলকে নিষেধ করিয়া দিবেন, সে যেন এ গৃহে আর না আসে। কিন্তু কাজে তাহা হইল না। বিমলকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তিনি ক্রোধকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর কোন কথা শোনবার আবশ্যক নেই, আমি চাই না তোমার মত ব্রাহ্মবিদ্বেষী চরিত্রহীন কোন যুবক আমার অন্তঃপুরে যাতায়াত করে।"

বিমলও এত বড় অপমান সহ্য করিল না, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "আপনার বাড়ীতে আসবারও আমার বিন্দুমাত্র প্রয়োজন ছিল না। এবং আমি ইচ্ছে করে আসিনি, তাও ত শুনলেন।" এই বলিয়া সে তখনই কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। বিজয়বাবু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন! খানিক পরে চেয়ারের উপর তিনি বসিয়া পড়িলেন। আধঘণ্টা নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি রাজলক্ষ্মীর কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাজলক্ষ্মীকে দেখিতে না পাইয়া তিনি ত্রিতলে হিমাংশুর শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন. দেখিলেন রাজলক্ষ্মী বিষণ্ন মুখে বসিয়া আছেন।

বিজয়মাধব কহিলেন, "তোমার মেয়ে কি করেচে শুনেচ? এখানে আস্‌বার জন্যে সে বিমলকে পত্র লিখেছিল। আমি প্রথম থেকেই তোমায় সাবধান করে দিয়েছিলাম, কিন্তু আমার কথায় কান দিলে না। আমি জানি ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণ, ক্রুদ্ধ পিতার পুত্র কখনও ভাল হতে পারে না।"

রাজলক্ষ্মী এ অনুযোগের উত্তরে হাঁ না একটা কথাও বলিলেন না।

বিজয়বাবু আবার কহিলেন, "দেখ এতদিন ত ছোকরাকে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। আজ আমি স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছি এখানে তার আর আসা হ'বে না। তার পরও যদি সে এদিকে আসে আমি কলেজ থেকে তার নাম কাটিয়ে দেব।"

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "তুমি যা ভাল বোঝ কর, আমায় ও সব কিছু বলবার দরকার নেই।"

বিজয়বাবু কহিলেন, "অপূর্ব্বও ত হিন্দুর ঘরে জন্মেচে, কিন্তু মনটা তার কতখানি উদার তা ত দেখ্‌তে পাচ্চ, আমাদের সমাজের একজন হবার জন্য তার কি আগ্রহ। তাই ত স্থির করেচি, পরীক্ষার পরই লতিকার সঙ্গে অপূর্ব্বর বিবাহ দেব।" তিনি আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নীচে হিমাংশুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "মা, মা কোথায় গেলে? অপূর্ব্ব জিনিষপত্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে।"

বিজয়বাবু কহিলেন, "যাক্, আর এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করবার আবশ্যক নেই। ছেলেরা এসেচে, নীচে যাও। চুপ করে বসে রইলে যে?"



ভবেশ ও উর্ম্মিলা

—মণিকাঞ্চন।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমার শরীরটা ভাল নেই, হিমাংশু আছে সেই সব ঠিক করে নেবে।"

বিজয়বাবু কহিলেন, "শরীর অসুস্থ বোধ হচ্ছে যখন, তখন ও সব কাজে তোমার না যাওয়াই কর্ত্তব্য। লতিকা আছে সে ঐ সব ব্যবস্থা করে দেবে। তুমি নির্জ্জনে বিশ্রাম কর।" এই বলিয়া নীচে চলিয়া গেলেন।"

তাহাকে দেখিয়া হিমাংশু বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ বাবা, বিমলের সঙ্গে তোমার দেখা হ'য়েছিল? আমি তাকে দু'কথা শুনিয়ে দিয়েচি—বাড়ী থেকে বার করে দিতে পারলাম না কেবল লতার জন্যে, লতাকে বাবা শাসন করা দরকার।"

বিজয়মাধব গম্ভীর মুখে কহিলেন, "বিমলের সঙ্গে আমারও দেখা হ'য়েছিল, তাকে এ বাড়ীতে আস্‌তে মানা করে দিয়েচি। লতিকার সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হ'তে হবে।"

অপূর্ব্ব মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে অন্তরের মধ্যে হিংস্র আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

বিজয়বাবু কহিলেন, "হিমাংশু, তোমার মার দেহটা আজ তেমন ভাল নেই, তাঁকে আর তোমরা বিরক্ত কর না। লতিকাকে ডাক, সে-ই তোমাদের সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

হিমাংশু "লতিকা লতিকা" করিয়া ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন কোন সাড়া পাইল না।

বিজয়মাধব কহিলেন, "সে বোধ হয় তার ঘরে বিশ্রাম করছে, তুমি গিয়ে ডেকে নিয়ে এস।"

হিমাংশু লতিকার কক্ষে গিয়া দেখিল, সেখানে কেহ নাই। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া তেতালার ঘরে গিয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানেও লতিকার সন্ধান পাইল না। সে ছুটিয়া নীচে আসিল। তখন বিজয়বাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া অপূর্ব্ব ও হিমাংশুকে সঙ্গে লইয়া নীচে উপরে চারিদিকে তন্নতন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও লতিকাকে দেখিতে পাইলেন না।

হিমাংশু অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিল, "এ সেই বদমায়েসের কাজ। এর প্রতিফল দিয়ে তবে অন্য কথা।" এই বলিয়া সে অপূর্ব্বকে সঙ্গে লইয়াই তখনই বিমলের মেসের দিকে ছুটিল।

বিমলকে যখন বিজয়মাধব বাবু বাটী হইতে বাহির করিয়া দিলেন, লতিকার সমস্ত দেহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। সে অনেক সহ্য করিয়াছে, আর সে সহ্য করিতে পারে না। যে গৃহ হইতে বিনা দোষে বিমল অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়া বিতাড়িত হইয়াছে, সে গৃহে সে কিছুতেই থাকিতে পারে না। তাহার ব্যথিত পীড়িত অন্তর 'বিমল বিমল' বলিয়া যেন হাহাকার করিয়া উঠিল। লতিকা মুহূর্ত্তমধ্যে মনে মনে নিজের সঙ্কল্প স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার ঘরে একটা ছোট ব্যাগ ছিল, তাহার মধ্যে কয়েকখানি বই পূরিয়া লইয়া সে ধীরে ধীরে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার উপর নীচে চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। সে নিঃশব্দে নীচে নামিতে লাগিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল, সে তাহার সারা দেহের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছিল। এমনই ভাবে সে বাটীর বাহিরে

আসিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণ সে কিছুই ভাবে নাই, কিন্তু এইবার তাহার ভাবনা আসিল। দিনের বেলায় সে অনেকবার একাকী স্কুলে গিয়াছে, বন্ধুবান্ধবদের বাড়ী বেড়াইয়াও আসিয়াছে, কিন্তু রাত্রে সে কখনও একলা পথে বাহির হয় নাই। বিমলের মেসের ঠিকানা সে জানে, কিন্তু কোন্ দিকে তাহা সে কিছুই জানে না। তাই সে দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অথচ আর ত দেরী করা চলে না। এখনই অপূর্ব্ব ও হিমাংশু আসিয়া পড়িবে, যে সঙ্কল্প করিয়া সে গৃহত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। রাস্তা দিয়া একখানি গাড়ী যাইতেছিল, লতিকা চালকের সহিত বিমলের মেসে যাইবার ভাড়া চুক্তি করিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

[১৩]

বিজয়মাধব বাবুর গৃহ ত্যাগ করিয়া বিমল পথে বাহির হইয়া মুক্ত বাতাসে নিজের উষ্ণ মস্তিষ্ককে কতকটা শীতল করিয়া লইল। চলিতে চলিতে সে ভাবিতে লাগিল, লতিকার নির্ভীক আচরণের কথা। লতিকা যে তাহাকে এতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তাহা সে এতদিন বুঝিতে পারে নাই। একদিকে বিজয় বাবুর রূঢ় আচরণ যেমন তাহাকে পীড়া দিতেছিল, অন্যদিকে লতিকার গভীর অনুরাগও তেমনই তাহার সমস্ত অন্তরের মধ্যে শান্তিধারা সিঞ্চন করিতেছিল। চলিতে চলিতে হঠাৎ সে দাঁড়াইয়া পড়িল। কাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল না? এমন সময় পাশের একখানি গাড়ীর খোলা জানালার ভিতর দিয়া লতিকার মুখ দেখা গেল। বিমল বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল! লতিকা ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "শীগ্‌গির আসুন, আপনার মেসেই যাচ্ছিলাম।"

বিমল কিছু বুঝিতে না পারিয়া মন্ত্রচালিতের মত গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। লতিকাকে একাকী দেখিয়া সে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। গাড়ী চলিতে লাগিল, খানিকক্ষণ কেহ কোন কথা বলিল না, পরে লতিকা কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "ও বাড়ীতে আর এক দণ্ড আমি থাকতে পারব না। আপনার মার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিন। আমি সেই জন্যই আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।

রাত্রের গাড়ীর এখনও সময় যায়নি! আপনি আমায় সেখানে নিয়ে চলুন।"

লতিকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় বিমলের মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে অপমানের এতটুকু গ্লানিও আর অবশিষ্ট রহিল না, কিন্তু হায়! সংসারানভিজ্ঞ সরলমতি যুবক বুঝিল না, এই আনন্দের পরিণাম কোথায়? সে বুঝিল না, একবার ভাবিল না, লতিকাকে এমনই ভাবে কোথায় লইয়া যাইবার কোন অধিকার তাহার আছে কি না। লতিকা তাহার জননীর নিকট যাইতে চাহিতেছে, সে লইয়া যাইবে, এই সোজা কথাটা সংসারের লোকে যদি এমনই সোজা ভাবে দেখিত, তাহা হইলে সংসারে অনেক দুঃখকষ্ট কমিয়া যাইত। কাহারও সরল ব্যবহারকে লোকে যে বিকৃত করিয়া দেখে, অপরের প্রত্যেক কাজের মধ্য হইতে যে লোকে দুরভিসন্ধি টানিয়া বাহির করে, তাহা না করিতে পারিলে যে তাহারা মনে শান্তি পায় না!

হিমাংশু ও অপূর্ব্ব বিমলের মেসে আসিয়া শুনিল, বিমল একটা মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মেস হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। যাহা তাহারা সন্দেহ করিয়াছিল, তাহাই সত্যে পরিণত হইল! বিমলের এতদূর সাহস হইবে, তাহা যে তাহারা এতক্ষণ সত্যই বিশ্বাস করিতে পারে নাই। বৃথায় বিলম্ব না করিয়া তখনই তাহারা গৃহে ফিরিল।

দ্রুতগতিশীল বাষ্পীয়যানের আশপাশের স্নিগ্ধ মেঠো হাওয়ায় লতিকার উষ্ণ মস্তিষ্ক যখন অনেকটা শীতল হইয়া আসিল তখন

উত্তেজনার আগুন যখন নিবিয়া একেবারে ছাই হইয়া গেল, তখন লতিকা একবার স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিমলের শান্ত উজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার মন এক অভিনব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিন হইতে বিমলের প্রতি তাহার অন্তরের মধ্যে যে গভীর শ্রদ্ধা যে আকর্ষণ লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহা অকস্মাৎ গভীর প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া গেল। লতিকার সমস্ত দেহ মন চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তাহার সেই পুলক-কম্পিত দেহ মন প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গেল। বিমলের মুখের দিকে সে আর চাহিতে পারিল না, আকস্মিক চাঞ্চল্য চাপিবার জন্য সে প্রাণপণ শক্তিতে জানলার বাহিরে ধাবমান অন্ধকার মূর্ত্তিগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু লতিকার অন্তরের কোন সংবাদই বিমল পাইল না। সে ভাবিতেছিল, কাজটা কি ভাল হইল? লতিকা এখন আর ঠিক বালিকা নাই, মনটা তাহার বালিকার মত সরল হইলেও বাহিরের লোকের চক্ষে সে ত বালিকা বয়স পার হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার পিতামাতার অনুমতি না লইয়া, তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাকে তাহার বাটীতে লইয়া যাওয়া যে অন্যায়, এতক্ষণ পরে এ কথাটা বিমলের মনে উদয় হইল। কিন্তু আর ত ফিরিবারও সময় নাই। এখন ফিরিলেও আর সে অন্যায় ঢাকা পড়িবে না।

হঠাৎ তাহার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল! বুঝিল, এই ব্যাপার লইয়া বিজয়মাধব একটা কিছু কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি কলেজের একজন বড় অধ্যাপক, ইচ্ছা করিলে তিনি সামান্য

অপরাধে এমন কি বিনা অপরাধেই একটী ছাত্রের কলেজজীবন যে কোন সময়ে নষ্ট করিয়া দিতে পারেন,—তখন তাহাকে জব্দ করিবার এত বড় সুযোগ অধ্যাপক বিজয়মাধব কিছুতেই ত্যাগ করিবেন না। এ কথা পূর্ব্বে সে কেন একবার ভাবে নাই? কিন্তু ভাবিলেই বা সে লতিকার সম্বন্ধে অন্য কি ব্যবস্থা করিতে পারিত। যাহা তাহার অদৃষ্টে আছে হইবে। মানুষ যখন অনেক ভাবিয়া কোন পথ খুঁজিয়া পায় না, তখন বাধ্য হইয়াই অদৃষ্টের শরণাপন্ন হয়। বিমলও তাহাই করিল।

এইবার লতিকার কথা তাহার মনে পড়িল। তাহারই বা কি হইবে? সে-ই বা কি অসম সাহসের কাজ করিয়া বসিয়াছে। পিতামাতার কাছে ত একদিন তাহাকে ফিরিতেই হইবে, তখন তাহার দশা কি হইবে? তাহাকে হয় ত কত কটুকথা কত নির্য্যাতনই না সহ্য করিতে হইবে! সমবেদনায় বিমলের অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। লতিকার পিতা বিনা কারণে তাহাকে অপমান করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, লতিকা তাহা নীরবে সহ্য করিতে পারে নাই, তাই পিতার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে। নিজের মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়া সে যেন তাহার পিতার অপরাধ মুছিয়া ফেলিতে চায়। গভীর শ্রদ্ধা-ভরে বিমল লতিকার দিকে চাহিল। চারি চক্ষুর মিলন হইল। লতিকা সলজ্জদৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল, বিমল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

গাড়ী যথাসময়ে গন্তব্যস্থানে আসিয়া পৌঁছিল। বিমল চমকিয়া

উঠিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া গাড়ী হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। লতিকা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। উভয়ে গাড়ী হইতে নামিল।

ষ্টেশন হইতে বিমলদের গ্রাম প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। পূর্ব্বে কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকায়, গোযান বা পাল্কী পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই পথটুকু তাহাদের হাঁটিয়া যাইতে হইবে। বিমল কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িল। লতিকা এখন যুবতী,—এই পল্লীপথে অনাত্মীয়া অবিবাহিতা যুবতীর সহিত একত্রে পদব্রজে যাইতে অনভ্যস্ত বিমলের কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। এই নির্দ্দোষ ব্যাপার লইয়া হয় ত গ্রামে কত কথা উঠিতে পারে। গ্রামের দুই তিন জন পরিচিত লোকের সহিত ইতিমধ্যে ষ্টেশনে বিমলের সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে উভয়ের দিকে চাহিয়া, 'কিহে কোথ্‌থেকে' মাত্র এই প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া মৃদু হাসিয়া গ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

তীক্ষ্নবুদ্ধি লতিকা বিমলের অন্তরের ভাবটা কতক আঁচ করিয়া লইয়া কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, খবর দিয়ে ত আমরা আসি নি, গাড়ী পাল্কীর আশা করা বৃথা। বেশী দূর ত নয়—আমি বেশ হেঁটে যেতে পারব।"

বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া কহিল, "গাড়ীতে গেলেই ভাল হ'ত।" সে একটু থামিয়া আবার কহিল, "তুমি এক কাজ করবে? যদি ওয়েটিং রুমে ঘণ্টাখানেক জিরোও, আমি বাড়ী থেকে গাড়ী বা পাল্কী যা হ'ক নিয়ে আসি।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "বা রে, গাড়ী আনা মানে তিন তিনবার এই পথটা হাঁটা—তা আপনি অনায়াসে পারবেন, আর আমি একবার এই পথটুকু হেঁটে যেতে পারব না!"

বিমল কোন উত্তর দিল না, তেমনই নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকা কহিল, "বা, তবুও দাঁড়িয়ে রইলেন, এতক্ষণ আমরা কতদূর চলে যেতাম।"

বিমল এবারও কিছু বলিল না, পথ চলিবারও কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না।

লতিকার হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায়, সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তবে কি বিমল কোনরূপ সঙ্কোচবশত তাহার সহিত পদব্রজে যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছে? নিশ্চয়ই তাই, তাহা ছাড়া আর কি কারণ থাকিতে পারে? লতিকা বুঝিল, এ সঙ্কোচ স্বাভাবিক। হয় ত লোকের কাছে তাঁহাকে এই জন্য কত রকম জবাবদিহি করিতে হইবে। হায়, কেন সে তাঁহাকে এ বিপদে ফেলিল। এখন উপায়? মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও ত সে কথা তাহার একবার মনে পড়ে নাই। সঙ্গে সঙ্গে তাহার আরও অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। রাগ করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া পথে বিমলের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর হইতে এই পর্য্যন্ত সমস্ত সময়টা সে একবার এক করিয়া দেখিয়া লইল। তাহার ভিতর কোন অন্যায়, কোন অপরাধ সে ত দেখিতে পাইল না। কিন্তু কি হিন্দুসমাজ, কি ব্রাহ্মসমাজ কেহই এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে দেখিবে না। হয় ত বা কেহ কেহ—

মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল ! সে মনকে এইভাবে বুঝাইল যদি সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হয় দাঁড়াইবে, তবু সে কিছুতেই কাহারও অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিবে না। বিমল বা সে কেহই ত কোন অন্যায় করে নাই, তবে তাহারা ভয় করিতে যাইবে কেন ? লতিকা নিজেকে শক্ত করিয়া লইয়া বিমলের দিকে চাহিয়া কহিল, "চলুন বিমল বাবু, দু'জনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক্, কতক্ষণ বা লাগবে !" এই বলিয়া বিমলকে কিছু বলিবার অবসর না দিয়া সে অগ্রসর হইল। বিমল ধীরে ধীরে তাহার সঙ্গে চলিল।

পথ চলিতে চলিতে বিমলও ভাবিয়া দেখিল, তাহারা ত কোন অন্যায় করে নাই, তবে সে এতক্ষণ মিথ্যা ভয়ে কেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। লোকের সঙ্কীর্ণ মন যদি তাহাদের এই একত্রে গমনের মধ্যে কোন অন্যায় খুঁজিয়া বাহির করে, করুক, তাহাতে তাহাদের কিছু যায় আসে না। তাহার মনের এই কুণ্ঠিত ভাব দূর করিতেই হইবে। এই স্থির করিয়া সে লতিকার সহিত সহজভাবে কথা আরম্ভ করিল।

দেখিতে দেখিতে তাহারা গ্রামের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। লতিকা একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "আমাদের বাড়ী এখান থেকে কতদূর ?"

বিমল কহিল, "এই মোড়টা পার হলেই তোমাদের বাড়ী দেখতে পাবে। সেখান থেকে একদিকে তোমাদের বাড়ী, আর একদিকে আমাদের বাড়ীর রাস্তা গিয়েছে।"

লতিকা আর কিছু না বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। মোড়

পার হইয়াই কহিল, "আমি আমাদের বাড়ী গিয়েই উঠ্‌ব। সেখানে ত মালী আছে, আমার কোন কষ্ট হবে না।"

বিমল আশ্চার্য্য হইয়া কহিল, "সেখানে একলা থাক্‌বে কি করে? তা কি হয়। সেখানে খাবেই বা কি?"

লতিকা কহিল, "সে আমি ব্যবস্থা করে নেব; আপনি খাওয়া দাওয়ার পর একবার আস্‌বেন।" এই বলিয়া সে নিজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। বিমল সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুই পা গিয়াই লতিকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তুমি কিছু মনে কর না।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বিমলের পদধূলি গ্রহণ করিয়া ক্ষিপ্রপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বিমল অনেকক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক অভিনব ভাবে বিভোর হইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। খানিকদূর গিয়া হঠাৎ তাহার মান্থর কথা মনে পড়িল। এতদিন সে নিজের চিন্তায় তন্ময় ছিল। মান্থর যে সর্ব্বনাশ হইতে চলিয়াছে, সে কথা জানিয়াও সে তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টা করে নাই! সে নিজের বাড়ী না গিয়া সোজা পণ্ডিতমহাশয়ের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। মান্থ তখন একটা বিড়াল ছানার পিছনে পিছনে ছুটোছুটি করিতেছিল, তাহার চুলের রাশ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া বাতাসে উড়িতেছিল।

সেই দিকে চাহিতেই বিমলের বুক চিরিয়া দীর্ঘ-নিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। হায়, এই সংসার-অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা এক ভণ্ড বিশ্বাসঘাতকের জীবনসঙ্গিনী!

স্নিগ্ধ ব্যথিত কণ্ঠে বিমল ডাকিল, "মানু।"

মানু খেলা ছাড়িয়া হাসিতে হাসিতে তাহার নিকট ছুটিয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। "কখন এলে বিমল দাদা, চল চল বাবার কাছে।" এই বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

পণ্ডিত মহাশয় তখন কি একখানি পুঁথি পড়িতেছিলেন। তাহাদের পদশব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া কহিলেন, "বিমল, কখন এলে; বেশ ভাল ছিলে?"

বিমল প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ষ্টেশন থেকে এখনও বাড়ী যাইনি, বরাবর আপনার কাছে এসেছি, বিশেষ কাজ আছে।"

মানদাকে কক্ষান্তরে পাঠাইয়া বিমল ভবেশসংক্রান্ত সমস্ত কথা পণ্ডিতমহাশয়কে খুলিয়া বলিল। পণ্ডিত মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন বিমলের সহিত পরামর্শ করিয়া এই স্থির হইল সেই রাত্রেই তিনি মানুকে লইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং উর্ম্মিলার পিতাকে নিজের পরিচয় দিয়া উর্ম্মিলার সহিত ভবেশের বিবাহ রদ করিবেন।

[১৪]

যথা সময়ে উর্ম্মিলার সহিত ভবেশের বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর উর্ম্মিলার ভগিনী ও বন্ধুরা মিলিয়া ভবেশকে লইয়া নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিতে লাগিল, ভবেশ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সেই হাস্য-কৌতুকে যোগদান করিতে পারিতেছিল না। এই বিবাহের পরিণাম যে কোথায় দাঁড়াইবে সে চিন্তাকে সে কিছুতেই মন হইতে দূর করিতে না পারিয়া সে অস্থির হইয়াছিল। কেবলই তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এই উজ্জ্বল আলোকিত হাস্যমুখরিত কক্ষ ত্যাগ করিয়া ছাদের কোণের ঐ অন্ধকার একান্ত নির্জ্জন অতি ক্ষুদ্র কক্ষটার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া আশ্রয় লয়!

উর্ম্মিলার একটা বন্ধু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমার বন্ধুকে বিয়ে করে অনুতপ্ত হয়েছেন নাকি?"

ভবেশ চমকিয়া উঠিয়া শুধু 'না' বলিয়া চুপ করিল।

উর্ম্মিলার বন্ধু হাসিয়া কহিল, "শুধু না বললে ত আমরা ছাড়চি না,—বলেন ত আমরা এ বিয়ে না-মঞ্জুর করে দিতে পারি, কি বল ভাই উর্মি?"

উর্ম্মিলা কটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

অপর একজন যুবতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "এখন আর ভাবলে কি হবে বলুন ভবেশবাবু, ভাবিতে উচিত ছিল—"

উর্ম্মিলা গভীর লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া করিয়া বসিয়া রহিল।

ভবেশেরও দুই কান রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, সত্যই বহুপূর্ব্বে তাহার ভাবা উচিত ছিল।

উর্ম্মিলা নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সেই যুবতীর দেহে মৃদু ধাক্কা দিয়া কহিল, "কি দুষ্টুমি করচিস্।"

যুবতীটি ভবেশর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখুন দেখুন ভবেশবাবু, আমার বন্ধুটির আর সহ্য হ'ল না, আমায় মারচে দেখছেন। আপনি বলুন না, আমি কি কিছু অন্যায় বলেচি? স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ ত আপনারা উভয়েই অনেকদিন আগেই স্বীকার করে নিয়েচেন, এখন আপনি অমন মুখভার করে থাকলে চলবে কেন?"

ভবেশ বুঝিল এ ভাবে মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকিলে এই যুবতীগণের কঠিন বাক্যবাণ হইতে তাহার নিস্তার নাই। ইহারা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না। আর এখন ভয় পাইবারই বা কি আছে। সে ত এখন উর্ম্মিলার স্বামী। সে জোর করিয়া সমস্ত ভাবনাকে চাপিয়া রাখিয়া তাহাদের সহিত হাস্য পরিহাসে যোগদান করিল।

অনেক রাত্রে অপরাপর মেয়েরা আহার করিয়া গৃহে ফিরিল। উর্ম্মিলা ভবেশের কাঁধে মাথা রাখিয়া তাহার শুষ্ক মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "তোমার কি হ'য়েছে আমায় বলবে না?"

ভবেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "কি যে বলব কিছুই বুঝতে পারচি না। কিন্তু তোমায় বলা উচিত ছিল,—যাক্ গে, যখন তা হয়নি তখন, না থাক।"

ঊর্ম্মিলা তাহার এই অসংলগ্ন অবোধ্য উক্তিতে অত্যন্ত বিস্ময়ে হতবুদ্ধির মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ভবেশও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, তার পর হঠাৎ দুই হাত দিয়া ঊর্ম্মিলার ভয়ত্রস্ত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় সত্যি ভালবাস ঊর্ম্মিলা?"

ঊর্ম্মিলার মনের ভিতরটা অনেকখানি হাল্কা হইয়া গেল; সে কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "এ কথার উত্তর কি তুমি এতদিনের মধ্যে পাওনি? আজ আবার নতুন করে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে? বুঝি একটা মিথ্যে আশঙ্কা মনের মধ্যে পুষে রেখে তুমি সারা দিনটা মুখখানি অমন ভার করে রয়েছ! কিন্তু আজ হঠাৎ তোমার মনে এ প্রশ্ন কেন উঠল বল ত?"

ভবেশ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "এমনই,—দেখ একটা কথা তোমায় এতদিন বলি নি—বিমল আমার শত্রু, সে চায় তোমার আমার মধ্যে একটা বিচ্ছেদ ঘটাতে। তাই আমার ইচ্ছে তুমি তার সামনে বেরুবে না; তুমি আমার এই অনুরোধটা রেখ।"

ঊর্ম্মিলা কহিল, "বেশ তোমার ইচ্ছে মতই চলব। তবে বিমলবাবুকে আমি তোমার বন্ধু বলেই জানতাম, এখন তোমার মনে পড়চে বটে, বিমলবাবুকে দেখলেই তোমার মুখের ভাবটা হঠাৎ বদলে যেত, তুমি যেন হঠাৎ কেমন গম্ভীর হ'য়ে পড়তে। তখন আমি এর কারণ বুঝতে পারিনি।"

ভবেশ আর কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত কি যেন খচখচ করিয়া বিঁধিয়াই রহিল।

অনেক রাত্রে অনিদ্রায় বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে সে স্থির করিয়া ফেলিল আর ও সম্বন্ধে চিন্তা করিবে না। অদৃষ্ট যখন তাহাকে এতদূর আনিয়া ফেলিয়াছে, তখন তাহার শেষই দেখা যাক। মিথ্যা ভাবিয়া কেন সে কষ্ট পাইবে। উর্ম্মিলা তাহাকে সত্যই ভালবাসে, যদি পূর্ব্ব বিবাহের কথা প্রকাশ হইয়াই পড়ে, তাহা হইলে কি উর্ম্মিলা তাহাকে ত্যাগ করিবে, বিশেষতঃ যখন জানিতে পারিবে তাহার স্বামী ইচ্ছা করিয়া সে বিবাহ করে নাই, তখন তাহার স্বামীর অবস্থা বুঝিয়া সে কি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিবে না? নিশ্চয়ই করিবে। অনেকটা হাল্‌কা মনে সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল।

সকালবেলা ঘুম ভাঙিয়া যখন সে জাগিয়া উঠিল, তাহার দেহ মন বেশ হাল্কা হইয়া গিয়াছে। সে স্থির করিল, উর্ম্মিলাকে লইয়া সে কিছুদিনের জন্য অন্য কোথাও বেড়াইয়া আসিবে। পরেশবাবু তাহার এই ইচ্ছার অনুমোদন করিলেন। উর্ম্মিলাও খুব খুসী হইল। পরেশবাবুর এক বন্ধু গিরিডিতে থাকেন, তখনই তাঁহাকে একটা বাড়ী ভাড়া করিবার জন্য পত্র লেখা হইল। বাড়ীভাড়ার সংবাদ আসিলেই তাহারা রওনা হইবে। ভবেশ আজ নিজেকে জোর করিয়া আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া দিল। চা খাইয়া সে একখানি ট্যাক্সি আনাইয়া উর্ম্মিলাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পরে ভবেশ ও উর্ম্মিলা নানারূপ খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া লইয়া গৃহে ফিরিল। পথে বাহির হইয়া উভয়ের মধ্যে এই স্থির হইয়াছিল যে উর্ম্মিলার কয়েকজন বন্ধুকে রাত্রে নিমন্ত্রণ করা হইবে।

হিমাংশুর বাড়ী নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া ভবেশ শুনিল হিমাংশু বেলা আড়াইটার গাড়ীতে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং কি জন্য কোথায় গিয়াছে তাহাও জানিতে বাকি রহিল না। বিমলের এই অতি গর্হিত আচরণের কথা শুনিয়া ভবেশের মনে ভারি আনন্দ হইল। এইবার তাহার সুখের পথের একমাত্র কণ্টক বিদায় হইবে। ভবেশ একবারে যেন নূতন মানুষ হইয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার মুখে চোখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ভবেশের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া উর্ম্মিলা কহিল, "লতিকা যে এমন কাজ করবে এ আমি একদিনও স্বপ্নে ভাবিনি। আমাদের স্কুলে সকলে তাকে খুব ভাল মেয়ে বলেই জানত।"

ভবেশ কহিল, "অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যারা খুব ভাল, সংসর্গদোষে তারাই আগে এই রকমের অন্যায় করে বসে, কিন্তু দোষ আমি তার বেশী দিই না, যত দোষ ঐ তোমার বিমলের।" বলিয়া সে একবার বক্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

উর্ম্মিলা তাহার বক্রদৃষ্টির অর্থ সহজেই বুঝিল, সেও খোঁচা দিয়া কথা বলিতে ছাড়িল না, কহিল, "বিমলবাবুর মত লোক কখনও এমন অন্যায় কাজ করতে পারেন না, এ আমি জোর করে বলতে পারি। লতিকা যে বিমলবাবুর সঙ্গেই কোথায় গেছে তা ত তাদের বাড়ার লোকের অনুমান।" এই বলিয়া সে স্বামীর মুখের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল।

ভবেশ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিল, "তা ত

তুমি বল্‌বেই, যে আমার শত্রু তার গুণগান ত তুমি করবেই, এই ত তোমাদের জাতের ধর্ম্ম !”

উর্ম্মিলা সহসা কঠিন হইয়া কহিল, “আমাদের জাতের ধর্ম্ম তা নয়, আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের বিশ্বাস করা, তোমাদের ভালবাসা। তোমরা সেটা ঠিক বুঝতে পার না, তা না হ'লে তুমি কখনও আমায় এত বড় কথা বলতে পারতে না !”

ভবেশ চুপ করিয়া রহিল। এ কথার আর কোন জবাব ছিল না। সে মনে মনে বুঝিল, নিজের বিবাহিত পত্নীর চরিত্রের প্রতি এরূপ ইঙ্গিত করা সত্যই অন্যায় হইয়া গিয়াছে।

উর্ম্মিলাও ঝোঁকের মাথায় কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া মনে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ভবেশের সেই শেষ কথাগুলি তখনও তাহার কানের মধ্যে বাজিতেছিল,—‘এই ত তোমাদের জাতের ধর্ম্ম।’ এত অবিশ্বাস ! মাত্র কাল উভয়ে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে,—এখনই যদি একজন আর একজনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে তাহা হইলে তাহাদের বিবাহিত জীবনে সুখ-শান্তির আশা কোথায় ? এই অশান্তির বহ্নি যে, চির জীবনই রাবণের চিতার মতই জ্বলিতে থাকিবে,—সে বহ্নি কি আর নির্ব্বাপিত হইবে ? সে অন্তরের মধ্যে বিষম জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, হয় ত সে যৌবনের চাঞ্চল্যে ভুল করিয়া একজনকে বিশ্বাস করিয়া নিজের চির অশান্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। হয় ত ভবেশ কেবল যৌবনের উদ্দাম লালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই তাহাকে মিথ্যা

ভালবাসার মোহে মুগ্ধ করিয়াছে! যদি সত্যই তাহা হয়, তাহা হইলে —? ক্ষণকালপরে এ চিন্তা জোর করিয়া মন হইতে দূর করিয়া সে স্থির করিল, বিমলের সম্বন্ধে কোন আলোচনা যখন ভবেশ সহ্য করিতে পারে না, তখন তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই সে উত্থাপন করিবে না। এই স্থির করিয়া সে কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে ভবেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি না বুঝে অন্যায় করেছি তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার স্ত্রী, একথা তুমি ভুলে যেয়ো না।"

ঊর্ম্মিলার এই কথায় ভবেশের মনটা গলিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে ঊর্ম্মিলাকে নিজের আরও নিকটে টানিয়া আনিয়া কহিল, "আমিও ত তোমার কম রূঢ় কথা বলি নি, সময় সময় আমার মাথাটা কেমন খারাপ হ'য়ে যায়, না বুঝে যা তা বলে ফেলি, তুমি সে সব কথায় কান দিও না। আমার সে অপরাধ ক্ষমা করে নিও।"

ঊর্ম্মিলা তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। এমনই করিয়া সেদিনকার মত নবদম্পতির কলহ মিটিয়া গেল।

রাত্রে ঊর্ম্মিলার বন্ধুবান্ধবগণ খুব আমোদ করিয়া আহার করিয়া গৃহে ফিরিল। সে রাত্রে ভবেশেরও ঘুমের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হইল না।

পরদিন সকালবেলা হাত মুখ ধুইয়া প্রফুল্ল মুখে চা খাবার খাইয়া নীচে বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভবেশ দেখিল কে এক ব্যক্তি পরমেশবাবুর সহিত কথা বলিতেছে। সে তাহার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল! বোধ হয়, কি

সম্মুখে বিষাক্ত সর্প দেখিলে মানুষের মুখের অবস্থার এতটা পরিবর্ত্তন হয় না। আগন্তুক বলিতেছিল, "আমি কাল শুনলাম যে আমার জামাতা বাবাজির সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহের কথা হয়েছে। তাই মেয়েটির হাত ধরে আপনার কাছে ছুটে এসেছি, আপনি আমায় রক্ষা করুন।" তারপর হঠাৎ ভবেশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তিনি সানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "এই যে ভবেশ বাবাজি, তুমিও এখানে রয়েছ; আ, ভগবান্ রক্ষে করলেন! আমার মা ত তোমার কাছে কোন অপরাধ করেনি, তুমি কেন বিনা দোষে তাকে ত্যাগ করচ।"

ভবেশ বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে দরজা অবলম্বন করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সম্মুখে বজ্রপতন হইলে মানুষের যে অবস্থা হয় পরমেশ বাবুর ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। আর পণ্ডিতমহাশয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কন্যার হাত ধরিয়া নির্ব্বাক বিস্ময়ে পরমেশ বাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পণ্ডিতমহাশয়ের সম্মুখে ভবেশ আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। সে টলিতে টলিতে সে স্থান ত্যাগ করিয়া উপরে চলিয়া গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঊর্ম্মিলা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করচ কেন, কি হয়েছে?" ভবেশ কোন উত্তর দিতে পারিল না, ঊর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিবার মত সাহসও তাহার ছিল না। দেওয়ালে ঠেস দিয়া অপরাধীর মত বিবর্ণ শুষ্কমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। ঊর্ম্মিলা কিছু বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে একখান হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইতেই অজ্ঞাত আশঙ্কায়

সে কাঁপিয়া উঠিল। ভবেশের হাতখানি যে বরফের ন্যায় শীতল! উর্ম্মিলা কি করিবে কি বলিবে কিছুই ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশের ইচ্ছা হইল হাতখানি তখনই মুক্ত করিয়া লয়, কিন্তু তাহা সে পারিল না। এই নারী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত নারীত্বকু তাহার করে নিঃশেষে ঢালিয়া দিয়াছে, এখনই সে জানিতে পারিবে কত বড় ভুল সে করিয়াছে! তখন তাহার অবস্থা কি হইবে, তাহা কল্পনা করিয়া ভবেশ মুহুর্মুহু শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল, এখন আর সে কথা ভাবিয়া লাভ কি। কি করিয়া এই বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবে তাহারই চিন্তায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, আর সে বেশ নিশ্চিন্তভাবে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে! এই কথা মনে হইবামাত্র সে তাড়াতাড়ি নিজের হাত টানিয়া লইয়া ছুটিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং কোন দিকে না চাহিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া একেবারে বাটীর বাহির হইয়া রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইল। এতক্ষণে সে যেন ভাল করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইল। মনে হইল সত্যই যেন সে ভারি বিপদ হইতে অতি কষ্টে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে।

[১৩]

পরমেশবাবু যখন শুনিলেন যে ভবেশ বিবাহিত, তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! তাঁহার চোখের সম্মুখে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল! হায়, তিনি এ কি করিয়াছেন,—যাহার হাতে তিনি কন্যার সমস্ত শুভাশুভ সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এ সংবাদ লওয়াটা তিনি প্রয়োজন বোধ করেন নাই! কিন্তু ইহা যে তাঁহার কল্পনারও অতীত ছিল। ভবেশের মাতা বর্ত্তমান, তাঁহার অনুমতি লওয়াটাও তিনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি চোরের ন্যায় তাঁহার সন্তানটাকে অপহরণ করিতে গিয়াছিলেন, তাই সর্ব্বদর্শী জগদীশ্বর তাঁহার এই শাস্তির বিধান করিয়াছেন! এখন তাহার জন্য হায় হায় করিলে কি হইবে। আজ কে যেন তাঁহাকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত অপরাধই তাঁহার। তিনি যদি ভবেশকে তাঁহার কন্যার সহিত অবাধে মিশিতে না দিতেন, তাহা হইলে এ বিপদ আসিবার ত' কোনই সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি যখন কন্যার সম্বন্ধে উদাসীন, তখন যে অপরে তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? নিজের দোষ তিনি বুঝিলেও সেই বিশ্বাসঘাতক যুবকের উপরে তাঁহার ঘৃণা ও ক্রোধ যুগপৎ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কোথায়

গেল সেই বিশ্বাসঘাতক ভণ্ড, যে তাঁহার কন্যার সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তিনি কখনও তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। তিনি 'ভবেশ ভবেশ' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু ভবেশের কোন সাড়া পাইলেন না। ভবেশ তখন চুপ করিয়া বাড়ীর সামনে পথের উপর দাঁড়াইয়াছিল। পরমেশবাবুর কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ তাহার কানে গিয়া এমনই ভীষণভাবে বাজিল যে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

পরমেশবাবু ভবেশের কোন সাড়া না পাইয়া অস্থিরচিত্তে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বিপন্ন পণ্ডিতমহাশয় অভাগিনী কন্যার হাত ধরিয়া ঠিক সম্মুখেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার দিকে না চাহিয়া পরমেশবাবু কক্ষ ত্যাগ করিয়া উপরে নিজের শয়নকক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্নী এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব ব্যাপারের কোন সংবাদই পান নাই, তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘর গুছাইতেছিলেন। এমন সময় পরমেশবাবু সেখানে উপস্থিত হইয়া বিকৃত কণ্ঠে কহিলেন, "ভবেশ,—সেই জুয়াচোর, বিশ্বাসঘাতক পালিয়ে এসে ঘরে বসে আছে—ডাক ত একবার তাকে।" তাঁহার পত্নী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পরমেশবাবু হতাশভাবে বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, "হিন্দুর ছেলেকে আর কখনও বিশ্বাস করব না।"

তাঁহার পত্নী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল ?"

পরমেশবাবু কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "ভবেশ বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। করুণাময় পরমেশ্বর কখনও তাকে ক্ষমা

করবেন না। তাকে একবার ডাক, দেখি আমার মুখের দিকে চেয়ে সে কি জবাব দেয়।"

তাঁহার পত্নীর অন্তরটা এইবার কাঁপিয়া উঠিল। বিপদটা যে কত বড় তাহা ঠিক না বুঝিতে পারিলেও, তিনি এইটুকু বুঝিলেন, তাহার কন্যার বিবাহ লইয়া যা হ'ক একটা কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভবেশ আসিলেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এই মনে করিয়া তিনি ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া উর্ম্মিলার শয়নকক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

উর্ম্মিলা ম্লানমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। জননী কন্যার বিষণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া মনে করিলেন, ভবেশের সহিত উর্ম্মিলার হয় ত কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়াছে, যাহার জন্য তাঁহার স্বামী এতটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন। প্রকাশ্যে তিনি কহিলেন, "ভবেশ বাবাজিকে একবার উনি ডাকৃচেন।"

উর্ম্মিলা কহিল, "তিনি ত এ ঘরে নেই, এই খানিকক্ষণ হ'ল নীচে নেমে গেছেন।"

"ভারি বিপদে পড়া গেল" বলিতে বলিতে গৃহিণী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া নিজের কক্ষে ফিরিয়া গেলেন।

বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া পরমেশবাবু সোজা হইয়া বসিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ডাকিলেন, ভবেশ!

তাঁহার পত্নী কহিলেন, "ভবেশ ত ও ঘরে নেই।"

পরমেশ বাবু একবার উর্ম্মিলার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে

পড়িল মনোহর পণ্ডিতমহাশয় ও তাঁহার কন্যার কথা! আগন্তুক ভদ্রলোকটি ত তাঁহারই মত প্রতারিত হইয়াছেন! পরমেশবাবু কোন রকমে চোখের জল রোধ করিয়া নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মনোহর পণ্ডিতমহাশয় এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ব্যাপারখানা কি তাহাই আগাগোড়া ভাবিয়া দেখিতেছিলেন। কেনই বা তাঁহার জামাতা ভবেশ তাঁহাকে দেখিয়া অমনভাবে পলাইয়া গেল এবং গৃহস্বামীই বা কেন এরূপ অভদ্র ব্যবহার করিলেন, তিনি অনেক রকম করিয়া ভাবিয়া ইহার কোন সঙ্গত কারণই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পরমেশবাবুর কন্যার সহিত ভবেশের যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, এ কথাটা তাঁহার মনে উদয় হইল না, হইলে সমস্ত ব্যাপারই বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত। এখন তিনি কি করিবেন? এই অপরিচিত গৃহে, যেখানে গৃহস্বামী একটা কথা বলিতেও ঘৃণা বোধ করিলেন, সেখানে কন্যাকে লইয়া এইভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা করা যাইতে পারে? অথচ তাঁহার একমাত্র সন্তানের অদৃষ্টে কি হয় তাহা না দেখিয়াই বা তিনি কি করিয়া এস্থান ত্যাগ করেন?

এমন সময় পরমেশবাবু আসিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, "আপনার কথা শুনে আমার মাথাটা বিকৃত হ'য়ে গিয়েছিল, তাই অমন ভাবে এ স্থান ত্যাগ করেছিলাম। ভবেশ আপনার ও আমার দুই জনের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

পণ্ডিতমহাশয়ের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। তবে কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে? এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার সাহস তাঁহার হইল না।

তিনি ব্যাকুলভাবে পরমেশবাবুর মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

পরমেশবাবু কহিলেন, "কাল রাত্রে সেই বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেছে।"

পণ্ডিতমহাশয়ের সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আর একটা দিন আগে যদি সংবাদ পাইতেন! হায়, তাহার কন্যার কি অবস্থা হইবে! তাঁহার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

পরমেশবাবু কহিলেন, "আপনি একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন, এতে আমার কোন অপরাধ নেই। আমি যদি জানতাম, তা হ'লে কখনই আমি তাকে আমার কন্যার সঙ্গে মিশতে দিতাম না।"

পণ্ডিতমহাশয় কোন কথা বলিলেন না; দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার হাত ধরিয়া কহিলেন, "চল্ মা।"

মানদা ঘোমটা দিয়া জড়পদার্থের মত একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার আহ্বানে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল। দ্বার পর্যান্ত গিয়া পণ্ডিতমহাশয় কি ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; পরমেশবাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "ভগবান যার অদৃষ্টে যা লিখেছেন, তা রদ করবার সাধ্য মানুষের নেই। মশায় ভবেশের সঙ্গে একবার দেখা হয় না?"

পরমেশবাবু কহিলেন, "সে বিশ্বাসঘাতক পালিয়েছে।"

পণ্ডিতমহাশয় আর কিছু না বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

ভবেশ খানিকদূর গিয়া একস্থানে দাঁড়াইল। এরূপ উদ্দেশ্য-

হীনভাবে সে কোথায় কতদূর যাইবে? পরমেশবাবুর গৃহে তাহার মুখ দেখাইবার পথ নাই। তবে সেখানে না গেলেও তাঁহারা যে সহজে ছাড়িবেন না, একথাও সে স্পষ্ট বুঝিল। কিন্তু মেসে যাওয়াও ত নিরাপদ নহে। প্রথমে যে তাঁহারা মেসেই তাহার অনুসন্ধান করিতে যাইবেন। তাহার উপর মনোহর পণ্ডিত মহাশয় আছেন, তিনি হয় ত এতক্ষণ তাহার মেসে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেখানে একটা গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহা হইলে সে এখন কি করিবে? তাহার হাতে ত একটা পয়সাও নাই। সে যে সমস্ত ফেলিয়া চোরের মত পলাইয়া আসিয়াছে। এইভাবে একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকাও ত চলে না, ভাবিতে ভাবিতে সে চলিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া সে স্থির করিল, যাহা হয় হইবে, একবার উর্ম্মিলার সহিত সে সাক্ষাৎ করিবে। সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিয়া উর্ম্মিলার উপরেই বিচারের ভার দিবে। সত্যই তাহার নিজের কোন অপরাধ নাই, উর্ম্মিলা কি একথা বিশ্বাস করিবে না? উর্ম্মিলাকে হারাইবার ভয়েই যে সে বিবাহের কথা গোপন করিয়াছে, এ কথাটা কি উর্ম্মিলা বুঝিবে না? যে সমাজের মেয়েই হউক না কেন, এ অবস্থায় কি কেহ স্বামী ত্যাগ করিতে পারে? হঠাৎ তাহার মনে হইল হাতের মুঠার মধ্যে পাইয়া পরমেশবাবু যদি তাহাকে আটক করিয়া রাখেন? এই কথা মনে হইতেই উর্ম্মিলার সহিত দেখা করিবার সঙ্কল্প তাহার কোথায় ভাসিয়া গেল। অবশেষে সে স্থির করিল, কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কোন দূরদেশে চলিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে শ্রেয়। এই স্থির করিয়া সে ঘুরিতে ঘুরিতে মেসের

সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। হয় ত এখনই শুনিতে পাইবে মনোহর পণ্ডিত তাহার ঘরে বসিয়া আছেন! তখন অনেক বেলা হইয়াছে, রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার দেহও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাই আশ্রয়ের জন্য অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া অল্পক্ষণ পরে সে কম্পিত পদে স্পন্দিত বক্ষে মেসের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার ঘরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া একবার ভয়-চকিত দৃষ্টিতে ভিতরের দিকে চাহিয়া কাহাকে না দেখিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর আপনার ক্লান্ত অবসন্ন দেহ বিস্তার করিয়া দিল।

উর্ম্মিলা যখন শুনিল, ভবেশ বিবাহিত, এতদিন সে কথা গোপন করিয়া তাহার সহিত ভালবাসার ভাণ করিয়াছে মাত্র, তখন তাহার হৃৎপিণ্ডটা যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল। পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া নিজের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর আছড়াইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল। অবিশ্রান্ত চোখের জল ঝরিয়া ঝরিয়া যখন আঘাতের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিল, তখন সে নিজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। হায়, কেন সে সংযম হারাইল, কেন সে সব দিক না ভাবিয়া নিজেকে এমন করিয়া একজন বিশ্বাসঘাতকের হাতে বিলাইয়া দিল! এখন এই লাঞ্ছিত কলঙ্কিত দেহ লইয়া সে কি করিবে? ভবেশকে সে কিছুতেই হৃদয়ে এতটুকু স্থান দিতে পারে না। স্থান দেওয়া দূরের কথা, যেমন করিয়াই হউক, সেই মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চককে শাস্তি দিতেই হইবে। তখনই শয্যা

ত্যাগ করিয়া সে পিতার শয়ন-কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। পিতার দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "বাবা, এতবড় অন্যায় কি তোমরা মুখ বুজে সহ্য করবে?"

পরমেশবাবু হতাশভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন, খানিকক্ষণ কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "তা ছাড়া আমাদের আর কি উপায় আছে মা!"

উর্ম্মিলা উত্তেজিত স্বরে কহিল, "উপায় করতেই হবে; না হ'লে আমি আত্মহত্যা করব।"

পরমেশবাবু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে কন্যার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কহিলেন, "ছি মা, অমন কথা মুখে আনতে নেই। করুণাময় জগদীশ্বর তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন।"

পিতার কথায় উর্ম্মিলার মনের জ্বালা কমিল না, বরং বৃদ্ধি পাইল। সে বলিয়া উঠিল, "জগদীশ্বরের কথা আমি জানি না, বুঝি না, আমি এইটুকু বুঝি তোমরাই আজ আমার এই দশা করেছ, তোমরা যদি—" কথা শেষ না করিয়াই পরমেশবাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়া সে তৎক্ষণাৎ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

স্নান আহার করিয়া সুস্থ হইয়া ভবেশ আবার ভাবিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে পলায়ন করাই সে একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিল, কিন্তু অপেক্ষাকৃত শান্তমনে ভাবিয়া দেখিল যে, তাহা ঠিক নহে উর্ম্মিলার সহিত দেখা করিয়া তার পর যাহা হয় সে করিবে। উর্ম্মিলা বেদনা পাইবে, রাগ করিবে, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান

করিতে পারিবে না! এই ভাবিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও অনেক বেলা ছিল, দিনের আলোয় সে উর্ম্মিলার গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। তাই এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে গোলদীঘিতে গিয়া উপস্থিত হইল। যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল সে ধীরে ধীরে উর্ম্মিলার বাড়ীর দিকে রওনা হইল এবং প্রায় আধঘণ্টা পরে চোরের ন্যায় সন্তর্পণে পরমেশবাবুর গৃহে প্রবেশ করিল।

১৩

মনোহর পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া বিমল নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া জননীর পদধূলি গ্রহণ করিল। তাহাকে দেখিয়া জননী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "হঠাৎ চলে এলি যে?"

বিমল কহিল, "মা ভারি বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।"

বিপদ! জননীর বুক কাঁপিয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্র হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কি বাবা, কি হ'য়েছে?"

জননীর উৎকণ্ঠা দূর করিয়া বিমল কহিল, "সে মা অনেক কথা, সব বলছি, তুমি যে উপদেশ দেবে তাই আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব।" এই বলিয়া সে জননীর পায়ের কাছে বসিয়া একে একে সমস্ত কথা নিবেদন করিল।

জননী খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। তার পর ধীরে ধীরে পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "তুই এখন খেয়ে দেয়ে সুস্থ হ'। কিছু ভাবিস নি, ভগবান্ আপনিই তোদের পথ নির্দ্দেশ ক'রে দেবেন। তুই বাবা হাত মুখ ধুয়ে কিছু মুখে দিয়ে একবার মেয়েটার খোঁজ নিয়ে আয়। সে একলা রয়েছে, তার কত অসুবিধে হ'চ্ছে।"

অল্পক্ষণ পরে, বিমল লতিকাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, লতিকা রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছে।

তাহাকে দেখিয়া লতিকার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল, "এই যে তুমি এসেছ।" সে এমনই ভাবে কথা কয়টি বলিল যেন সে এতক্ষণ তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিল।

বিমল কহিল, "তুমি এর মধ্য রাঁধার যোগাড় করে ফেলেছ ?"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "বা রে, আমার বুঝি আর খেতে হবে না।"

বিমল কহিল, "এত কষ্ট করবার কোন দরকার হ'বেনা। মা তোমার জন্যে রাঁধছেন, তাই বলতে এলাম, আমি ফি'রে গিয়ে নিয়ে আসব। মা তাই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

বিমলের জননীর উল্লেখে লতিকার অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কি তাহা হইলে সব কথা শুনিয়াছেন ? হয় ত তিনি তাহাকে কত নির্লজ্জ মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমলের কথায় সে এইটুকু বুঝিল, তিনি তাহাকে যাহাই মনে করুন না কেন, তিনি তাহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, ইহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিমল আবার কহিল, "জিনিষগুলো তা হ'লে তুলে রাখ। আমি একটু পরে গিয়েই তোমার খাবার নিয়ে আসছি।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "মার আদেশ অমান্য করতে পারি এতদূর সাহস আমার নেই, কিন্তু ;" বলিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। তার পর আর একবার বিমলের মুখের উপর চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আজ কিন্তু চড়ুই ভাতি করলে বেশ হ'ত।"



পরেমশ বাবু উর্ম্মিলার মাথায় হাত দিয়া ব্যহিলেন, "সব মিথ্যা কথ মা,—জুয়াচোর ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতারণা ক'রে গিয়েছে।"

বিমলও হাসিয়া কহিল, "তা হ'ত, কিন্তু সে কথা আমার একেবারেই মনে হয় নি। ওদিকে মার যে রান্না প্রায় শেষ হ'য়ে এল।"

লতিকা কহিল, "আমারও ত উনুন ধরে গেছে। আপনাকে দু'খানা লুচি ভেজে দিই; কাল সারারাত কিছু খাওয়া হয় নি।"

বিমল হাসিয়া কহিল, "খাওয়াটা তোমারই বেশী দরকার, কেননা মা আমায় কিছু না খাইয়ে এখানে পাঠান নি। তোমার নিশ্চয়ই এ পর্য্যন্ত কিছুই খাওয়া হয় নি।"

লতিকাও হাসিয়া উত্তর করিল "আমরা মেয়েমানুষ, আমাদের অমন কত উপোস করতে হয়;" এই কথা বলিয়া ফেলিয়া সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার মুখে উপবাসের কথা বিমলের নিকট নিশ্চয়ই বিদ্রূপ বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু বিমল জানে না, যে দিন হইতে সে বিমলের সংস্পর্শে আসিয়াছে, সেই দিন হইতে তাহার মনের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। হিন্দু মেয়েদের যে সমস্ত আচার ব্যবহারকে পূর্ব্বে সে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, বিমলের সহিত মিশিবার পর হইতে তাহাদের দিকে সে শ্রদ্ধার লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিতে শিখিয়াছে। সে কতদিন লুকাইয়া, অসুখের ভাণ করিয়া হিন্দুর পূজাপার্ব্বনে উপবাস করিয়াছে। সে সব দিন সে যে কি আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহা সেই জানে, আর জানেন অন্তর্য্যামী!

লতিকার মুখে উপবাসের কথা শুনিয়া সত্যই বিমলের হাসি পাইল। সে ভাবিল, কেবল মিথ্যা উত্তেজনার মুখে লতিকা

এই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াছে, এ তাহার অন্তরের কথা নহে। তাহাদের সমাজের মেয়েরা ত শিশুকাল হইতেই বিলাসের মধ্যে লালিতপালিত। উপবাসের কষ্ট তাহারা ভোগ করিবে! বিমল একবার তাহার লজ্জাবনত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, সে মুখের উপর যেন কিসের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে হঠাৎ সে কহিল, "মা যে তোমার জন্যে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন, টেবিলের ওপর রেখে দিয়েছি, অথচ সে কথা একেবারেই ভুলে গেছি। তুমি আগে খাও।"

লতিকা বিমলের দিকে একবার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া খাবার লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লতিকা কহিল, "কলকাতার গাড়ী আসবার প্রায় সময় হ'ল, না?"

বিমল অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হ্যাঁ, এতক্ষণ বোধ হয় গাড়ী এসে পৌঁছে গেছে।"

লতিকা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তা হ'লে তুমি আর দেরী করো না, বাড়ী যাও।"

বিমল বারান্দা হইতে নামিয়া মাত্র কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় লতিকা দেখিল, ফটকের খানিকটা দূরে অপূর্ব্ব ও হিমাংশু। সে ব্যগ্র হইয়া ডাকিল, "বিমলবাবু।" বিমল ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সে সহজ শান্তভাবে কহিল, "আমি বল্লাম বলে আপনি আমায় একলা ফেলে চলে যাচ্ছেন, বেশ লোক ত। ফিরে আসুন।"

এই বলিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চঞ্চলপদে বিমলের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। তার পর তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "চলুন বারান্দায় গিয়ে বসি ;" এই বলিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় বিমলকে টানিতে টানিতে বারান্দার উপর লইয়া গেল।

ঠিক সেই সময় অপূর্ব্ব ও হিমাংশু বাগানের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং লতিকা ও বিমলকে তদবস্থায় দেখিয়া ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল।

বিমল এতক্ষণ তাহাদের দেখিতে পায় নাই। অদূরে পদশব্দ শুনিয়া চাহিতেই দেখিল, উভয়ে তাহাদের দিকে আসিতেছে।

বিমল লতিকার মুখের দিকে একবার চাহিল। লতিকা বেশ সহজভাবে কহিল, "দাদা আর অপূর্ব্ব বাবু আসচে যে, চলুন না আমরা ওঁদের এগিয়ে নিয়ে আসি। চলুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?" এই বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "এস।"

লতিকা ও বিমলকে হাত ধরাধরি করিয়া তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া হিমাংশু আগুন হইয়া উঠিল। অপূর্ব্বও হিংসার বিষে জ্বলিতে লাগিল।

হিমাংশু কহিল, "আগে ঘা কতক দিয়ে তবে অন্য কাজ।"

অপূর্ব্ব কহিল, "আমরা দু'জন আর ও একলা, কত জোর ওর গায়ে তা দেখা যাবে।"

উভয়ের এ আস্ফালন কিন্তু বৃথাই হইল। বিমল নিকটে আসিতেই হিমাংশু ও অপূর্ব্ব দাঁড়াইয়া পড়িল, তাহাকে ঘা কতক দিবার কোন চেষ্টা কাহারও দেখা গেল না।

লতিকা হাসিমুখে কহিল, "দাদা, তোমরা বুঝি আমায় খুঁজতে এসেছ? বাবা মা খুব ভাবছেন? রাগ করে তাড়াতাড়ি চলে এলাম, একটু লিখে রেখে আসতেও পারিনি; তা হ'লে তোমাদের আর এ কষ্ট ভোগ করতে হ'ত না।"

হিমাংশু বিমলের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "নেহাৎ বাবা মা কল্লেন, না হ'লে তোর মত হতভাগা মেয়ের খোঁজ করতে কে এতদূর আসত।"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "দাদা দেখছি রেগে একেবারে আগুন হ'য়ে গেছ! কল্‌কাতায় থাকতে ভাল লাগল না, তাই দেশে বেড়াতে এসেছি—তাতে এত বড় দোষটা কি হ'য়েছে শুনি? কালই আমার চিঠিতে খবর পেতে,—তোমার এত তাড়াতাড়ি আসবার কোন দরকার হ'ত না।"

হিমাংশু কহিল, "কত বড় অন্যায় করেচিস্ তা কল্‌কাতায় ফিরে গেলে বুঝতে পারবি। একটা লক্ষ্মীছাড়া বদ্‌মায়েস ছেলের সঙ্গে মিশে তোর যে কতদূর অধঃপতন হ'য়েছে—"

লতিকা বাধা দিয়া কহিল, "তুমি আমায় যা হয় বলে গাল দিতে পার, আমি তাতে কোন কথা বলব না, কিন্তু তুমি আমার জন্যে আর কাউকে গালাগালি করো না বলছি।"

হিমাংশু কহিল, "না করবে না। ওর সঙ্গে মিশে অবধিই ত তোর—"

লতিকা ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "চুপ কর দাদা। বিমলবাবুকে তোমরা মিথ্যেমিথ্যি দোষ দিও না। তাঁর কোন দোষ নেই। আমার

কথায় তিনি দয়া করে আমায় পৌঁছে দিতে এসেছেন। তাঁর কথায় আমি আসি নি।" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে কহিল, "আর তিনি এত নীচ নন, এটা তুমি জেন দাদা!"

এত বড় তীব্র ও স্পষ্ট কথার কোন উত্তর ছিল না। হিমাংশু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লতিকা কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন দাদা, রেল থেকে এলে হাত মুখ ধুয়ে জিরুবে চল।" তারপর বিমলের দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "আপনি কিন্তু চলে যাবেন না যেন। আজ এখানে আপনার নেমন্তন্ন। আমি মালীকে দিয়ে মাকে বলে পাঠাচ্চি।"

বিমল একবার চকিতে লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। এমন মনের জোর লতিকা কোথা হইতে পাইল তাহাই সে ভাবিতে লাগিল।

লতিকার কথার উত্তরে হিমাংশু তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "তোর মত আমি হৃদয়হীন নই যে, বাবা মার কথা ভুলে এখানে আমোদ করে খেয়ে বেড়াব। তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না; ঘণ্টা দুই পরেই কল্‌কাতায় ফিরবার গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে তোকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

লতিকা কহিল, "শোন দাদা, আমিও তোমায় স্পষ্ট কথা বল্‌চি, তুমি যদি জোর কর, তা হ'লে আমি কিছুতেই যাব না।"

হিমাংশু ক্রোধে আগুন হইয়া কহিল, "বেশ তবে থাক্ পড়ে! আমরা চল্‌লাম, বাবা এসে এর ব্যবস্থা করবেন।" তারপর তাহাঁর

যাহা মুখে আসিল, তাই বলিয়া লতিকাকে গালি দিয়া সে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিল। লতিকা পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিক দূর গিয়া হিমাংশুর রাগের মাত্রাটা যখন কমিয়া আসিল, তখন তাঁহার মনে হইল, লতিকাকে এইভাবে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়াটা ঠিক নহে। বিমলের কাছ হইতে তাহাকে দূরে লইয়া যাওয়াই বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু লতিকার স্বভাব ত সে জানে। ছেলেবেলা হইতেই সে একগুয়ে, তাহাকে ভয় দেখাইয়া জোর করিয়া কোন কাজ করান যাইবে না। তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া লওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। অপূর্ব্ব তাঁহার সঙ্গে ছিল, সে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখ ভাই, রাগের মাথায় বড় ভুল করে ফেলেচি—তাকে গালমন্দ না দিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে বল্‌লেই ভাল হ'ত—যা'ক, যেমন করে হ'ক আমাদের কার্য্যোদ্ধার করতে হবে। বিমলের কাছ থেকে যে ভাবেই হ'ক ওকে দূরে নিয়ে যেতেই হবে। চল ফিরে যাই।"

অপূর্ব্ব দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা ছাড়া আর উপায় কি! আমার ইচ্ছে হ'চ্ছে বিমলকে বেশ করে শিক্ষা দিয়ে দি।"

হিমাংশু কহিল, "বিমলের জন্যে আমাদের কিছু ভাব্‌তে হবে না। বাবা তার যে শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন, তা ফিরে গিয়ে যখন শুন্‌বে তখন মজাটা বুঝতে পারবে—দু' ঘা মার খেলে ওর আর বেশী কি শাস্তি হবে।"

বিমলকে প্রহার করিবার মত সামর্থ্য যদি তাঁহাদের থাকিত

তাহা হইলে বোধ করি তাহারা তাঁহার শাস্তির ন্যূনতা বা আধিক্য সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার করিতে যাইত না!

হিমাংশুকে ফিরিতে দেখিয়া লতিকাও মনে মনে আরাম বোধ করিল। তাহার দাদাকে ফিরাইয়া দেওয়াটা যে ভাল হয় নাই, এটা সে একটু পরেই বুঝিতে পারিয়াছিল, অথচ সে কিছুতেই দাদার কাছে নীচু হইতে পারে না! সে প্রফুল্ল দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিতেই বিশ্বের সমস্ত লজ্জায় সে যেন একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল; বিমলকে কি বলিতে গিয়া বলিতে পারিল না, দৃষ্টি নত করিয়া রহিল। কিন্তু হিমাংশুকে নিকটে আসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া কহিল, "আপনি কি আমাদের সঙ্গে ফিরবেন?"

বিমল কহিল, "না, আমি দিন দুই পরে যাব। তাহ'লে আমি এখন যাই।"

লতিকা আর কিছু বলিতে পারিল না। শুধু ব্যথাভরা দৃষ্টিতে বিমলের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলেরও দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া উঠিল। সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

এমন সময় হিমাংশু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "লতা, তুই কি সত্যি আমাদের সঙ্গে যাবিনি? বাবা মা কত ভাবচেন বল্‌দিকি!"

লতিকা হাসিয়া কহিল, "তুমিই ত দাদা রাগ করে আমায় ফেলে চলে যাচ্ছিলে। আমি ত যাব না বলিনি। তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না, আমি সুধু এই কথাই বলেছিলাম।

হিমাংশু কহিল, "আমার ভুল হ'য়েছিল স্বীকার করচি, এখন যাবি ত ?"

লতিকা কহিল, "বা, যাব না ত কি এখানে একলা পড়ে থাকব নাকি !"

অপূর্ব্ব হিমাংশুর দিকে চাহিয়া কহিল, "তা হ'লে আমি একবার চট্ ক'রে বাড়ী থেকে ঘুরে আসি ;" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে লতিকা, হিমাংশু ও অপূর্ব্বর সহিত কলিকাতায় রওনা হইল।

বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মী অত্যন্ত উৎসুক ভাবে পথের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন; এমন সময় হিমাংশু ও অপূর্ব্বর পিছনে লতিকা কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। পিতামাতার সম্মুখে লতিকার মুখ সহসা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও সে তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিল না। সে কোন রকমে জনক-জননীকে প্রণাম করিয়া নতমুখে একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিজয়মাধব কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে কহিলেন, "লতিকা তোমার আচরণ একেবারেই ন্যায়সঙ্গত হয় নি—তুমি বুদ্ধিমতী, একবার সুস্থ হ'য়ে চিন্তা করে দেখ্‌লেই নিজের ভ্রম উপলব্ধি করতে পার্‌বে।"

লতিকা তেমনিই নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

হিমাংশু ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "যত দোষ ঐ বিমলের, তারই পরামর্শে—"

লতিকার সারা দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মিথ্যে কথা বল না দাদা।" এই বলিয়া সে চঞ্চলপদে বাহির হইয়া গেল।

সকলে নির্ব্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

খানিকক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে বিজয়মাধব গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া রাজলক্ষ্মীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "রাজলক্ষ্মি, দেখ্‌চ ব্যাপার কিরূপ গুরুতর হ'য়ে উঠেচে; তুমি যদি ঐ ব্রাহ্মবিদ্বেষী হিন্দু ছোঁড়াটাকে আত্মীয়ের মত গৃহে স্থান না দিতে তা হ'লে আজ এ ব্যাপার সংঘটিত হ'ত না। তারই সংস্পর্শে এসে লতিকা এই প্রকার দুর্বিনীত হয়ে উঠেছে! এর জন্য করুণাময় ভগবানের কাছে তোমার জবাবদিহি করতে হবে। এখন অনুতাপ করা ছাড়া জগদীশ্বরের দয়া লাভ করবার অন্য কোন পথ নেই! আমিও তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।" এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া তিনি আবেগভরে চক্ষু মুদিত করিলেন; তাঁহার দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া অশ্রু বাহির হইয়া আসিল।

রাজলক্ষ্মীও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সে অশ্রু অনুতাপের না স্নেহের তাহা এক অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। খানিক পরে তিনি অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মুছিয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে, বিজয়মাধব অতি সন্তর্পণে চক্ষু উন্মিলিত করিয়া কহিলেন, "রাজলক্ষ্মি, তোমার সহিত আমার বিশেষ পরামর্শ আছে, তুমি এখনই এ স্থান ত্যাগ কর না।"

রাজলক্ষ্মী দাঁড়াইলেন; স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমি

একবার লতাকে দেখে আসি ;" এই বলিয়া তিনি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

লতিকা কম্পিতপদে সিঁড়ি বাহিয়া ত্রিতলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যার উপর নিজের পথশ্রান্ত দেহলতাকে লুটাইয়া দিয়া নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। শয্যাতল তাহার নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। নিজের জন্য নহে, নিরপরাধ বিমলের জন্যই সে অবিরাম অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। কি করিয়া সে ক্রুদ্ধ পিতাকে বুঝাইবে, তাহার গৃহত্যাগের সহিত বিমলের কোন সম্বন্ধ নাই? যাহা কিছু সে করিয়াছে, নিজের বুদ্ধিতেই সে করিয়াছে, বিমলের পরামর্শে নহে! তাহার পিতাকে ত সে ভাল রকমেই চেনে। তিনি যখন বিমলকে মনে মনে দোষী সাব্যস্ত করিয়াই রাখিয়াছেন, তখন যে তিনি বিমলকে সহজে অব্যাহতি দিবেন না, এই কথা স্মরণ করিয়া সে অন্তরে গুরুতর বেদনা অনুভব করিতে লাগিল। ইহার প্রতিকার কোথায়, বিমলকে রক্ষা করিবার উপায় কি, সে তাহার বিক্ষুব্ধ অন্তরকে বারম্বার এই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী কক্ষমধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে মর্ম্মাহত কন্যার লুন্ঠিত দেহের পার্শ্বে গিয়া বসিলেন। সস্নেহে কন্যার মাথায় হাত দিতেই, লতিকা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বাষ্পাকুলনয়নে জননীর মুখের দিকে চাহিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

দিন দুই পরে বিজয়মাধব রাজলক্ষ্মীকে কহিলেন, "লতিকার বিবাহ দেওয়াই স্থির করলাম। অপূর্ব্ব হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করলেও

তার অন্তরটা একেবারেই সঙ্কীর্ণ নয়, সে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে।"

রাজলক্ষ্মী কোনরূপ উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কহিলেন, "লতিকার মত নেওয়া হ'য়েছে?"

বিজয়মাধব কহিলেন, "এ ক্ষেত্রে ওর মত নেওয়ার কোন আবশ্যকতা দেখি না।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমি জানি এ বিয়েতে সে রাজি হবে না।"

বিজয়মাধব কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া কহিলেন, "তার নিজের ভালমন্দ বোঝবার মত বয়স এখনও হয় নি, সুতরাং আমি পিতা যে পাত্রের হাতে তাকে দেব, তাকেই সে সুপাত্র বলে গ্রহণ করতে বাধ্য।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি নিজের কথার নিজেই প্রতিবাদ করচ। তুমি বরাবর বলে এসেচ ভালমন্দ বোঝবার মত বয়স না হ'লে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়, অথচ তুমি নিজে এখন সেই অন্যায় করতে যাচ্চ।"

স্ত্রীর কঠিন সত্য কথায় বিজয়মাধব চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি ঘরে বাহিরে যে কথা বড় গলায় প্রচার করিয়া থাকেন, সত্যই তিনি ঠিক তাহার বিপরীত কাজ করিতেই উদ্যত হইয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আমি তোমায় আগেও বলেছি, আবারও বলচি, এ বিবাহে লতা সুখী হবে না।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "তা হ'লে তোমার মেয়ের দুর্ভাগ্য বলে মেনে নিতে হবে। অপূর্ব্ব সর্ব্ব বিষয়ে সুপাত্র।"

রাজলক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি আর কিছু বলতে

চাই না। এখনও সময় আছে, সব দিক ভেবেচিন্তে যা ভাল হয় কর।"

বিজয়মাধব বাবু কহিলেন, "আমি আমার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেলেচি। অপূর্ব্বকে আমি কথা দিয়েচি। লতিকাকে তোমার কিছু বলবার আবশ্যক নেই। তাকে যা বলতে হয়, আমি বলব। তুমি তাকে সর্ব্বদা চোখে চোখে রাখবে; আর কিছু তোমার করতে হবে না।"

রাজলক্ষ্মী কোন রকমে চোখের জল রোধ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেলেন।

—:*:—

[১৭]

পরমেশবাবু তাঁহার গৃহিণীকে কহিলেন, "আমাদের সম্মুখে এখন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত। কি উপায় করব কিছু ত ভেবে স্থির করতে পারচি না। আমার এখন কর্ত্তব্য কি সে বিষয়ে তোমার কাছে আমি পরামর্শ চাইচি।"

গৃহিণী কহিলেন, "আমিও ত সেই অবধি ভাব্‌চি। আমার মনে হয় এ কথা যাতে বাইরের লোকের কানে না ওঠে প্রথমে তার ব্যবস্থা করা উচিত।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "বাহিরের লোকে এ কথা জান্‌তে পারলে, আমাদের সমাজের চক্ষে বড় নীচু হ'য়ে যেতে হবে। তারা ত বুঝবে না! ভবেশের মত এ রকম সঙ্গতিশালী পাত্র পেয়েছি ব'লে একেই অনেকে আমাদের হিংসে করচে! এ খবর পেলে তাদের কাছে আমায় অত্যন্ত অপদস্থ হ'তে হবে। বিশেষ করে হরনাথ বাবুকে আমার ভয় বেশী, তাঁর কন্যার সঙ্গে ভবেশের বিয়ে দেবার জন্য তিনি নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন, তা ত তুমি সব জান।"

গৃহিণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "সব ত জানি, এখন তাদের মুখ বন্ধ করা যায় কি করে?"

পরমেশবাবু কহিলেন, "সবই করুণাময় জগদীশ্বরের ইচ্ছা! তাই ভাব্‌চি কা'ল যখন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা জামাতা ও কন্যা

আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌বেন, তখন তাঁদের আমি কি কৈফিয়ৎ দেব! ভবেশ ত নিরুদ্দেশ হ'য়েছে—এ বিশ্বাসঘাতকতার পরে সে আমার সম্মুখে আস্‌বে কি প্রকারে? কিন্তু শুধু একটা দিনের জন্য তার উপস্থিত থাকাটাও একান্ত আবশ্যক ছিল।"

এমন সময় ছাদের উপর পদশব্দ শুনিয়া পরমেশ বাবু "কে কে" বলিয়া প্রশ্ন করিলেন; কোন উত্তর আসিল না। কিন্তু পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। পরমেশবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, ভবেশ চোরের মত দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

পরমেশ কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "এস, ভবেশ।" ভবেশ তাঁহার অনুসরণ করিয়া কক্ষমধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

পরমেশবাবু চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "আমি তোমায় সরল অন্তঃকরণে আমার কন্যাটীর সঙ্গে মিশতে দিয়েছিলাম, আর তুমি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! সমাজের লোকে যখন এ কথা শুন্‌বে তখন আমাদের কিরূপ লাঞ্ছনা হ'বে তা একবার তুমি মানসনেত্রে অবলোকন কর দেখি।"

গৃহিণী কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন ভবেশ, বস!"

ভবেশ কোন রকমে একখানি চেয়ারে বসিয়া কহিল, "এখন আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া পরমেশবাবু লাফাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তা হ'লে তুমি বিবাহিত নও? ঐ যে মেয়েটী এসেছিল, ওটী তা হ'লে তোমার পত্নী নয়! করুণাময় জগদীশ্বর, এই তোমার ইচ্ছা!"

ভবেশ কহিল, "আমি আপনাকে সেই কথা বল্‌বার জন্যই এসেছি।"

পরমেশবাবু আনন্দে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তা হ'লে ঐ ব্রাহ্মণ জুয়াচুরি ক'রে তোমার কাছ থেকে কিছু আদায় করতে এসেছিল। মা উর্ম্মিলা, মা উর্ম্মিলা! তাই ত বলি ভবেশ এ—"

পিতার আহ্বানে উর্ম্মিলা তাড়াতাড়ি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া ভবেশকে দেখিয়া হঠাৎ পাষাণমূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া গেল।

পরমেশবাবু ধীরে ধীরে কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "সব মিথ্যা কথা মা,— জুয়াচোর ব্রাহ্মণ আমাদের প্রতারণা করে গিয়েছে।"

তাঁহার এই অদ্ভুত ব্যাপারে ভবেশ হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহার বক্তব্য না শুনিয়াই যে পরমেশবাবু এইরূপ সোরগোল বাধাইয়া তুলিবেন ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে কি করিয়া তাঁহাকে সব কথা বুঝাইয়া বলিবে! কিন্তু না বলিলেও উপায় নাই। দারুণ দুশ্চিন্তারাশি মনের মধ্যে চাপিয়া জীবন ধারণ করা যে অসম্ভব!

উর্ম্মিলা একটু প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র দ্রুত পদে কক্ষ হইতে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

পরমেশবাবু কহিলেন, "মার আমার অভিমান যায়নি। না যাবারই কথা।"

ভবেশ এবার নিজের মনকে শক্ত করিয়া লইয়া স্পষ্ট করিয়া কহিল, "আমি বিবাহিত।"

"তা হ'লে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ!" বলিয়া পরমেশবাবু একান্ত হতাশভাবে চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

ভবেশ ধীরে ধীরে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিয়া কহিল, "এখন আমার কি কর্ত্তব্য তা আপনারাই স্থির করে দিন।"

পরমেশবাবু খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভবেশ আসিবার পূর্ব্বেও তিনি অনেক চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িতেই তিনি যেন কুল পাইলেন। উৎসাহভরে কহিলেন, "তুমি সেই হিন্দুকন্যাকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছ?"

ভবেশ কহিল, "সে কথা ত আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলেচি। আমি কাগজ-কলমে লিখে দিতেও প্রস্তুত আছি।"

পরমেশ বাবু কহিলেন, "এ ছাড়া আর অন্য পথ নাই। আমি এখনই কাগজ কলম দিচ্ছি, তুমি লিখে দাও।" এই বলিয়া তিনি ক্ষিপ্রহস্তে কাগজ-কলম ও দোয়াত বাহির করিয়া ভবেশের সম্মুখে রাখিলেন। ভবেশ কোনরূপ ইতস্ততঃ না করিয়া তাহার হিন্দু স্ত্রী ত্যাগের কথা লিখিয়া দিল।

পরমেশ বাবু গৃহিণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি এই কাগজখানা উর্ম্মিলা মা'র কাছে নিয়ে যাও। তাকে শান্ত কর, তাকে অভিমান ত্যাগ করতে উপদেশ দাও। উর্ম্মিলা মাকে বুঝিয়ে বল, ভবেশ বাবাজি আমার নির্দ্দোষ, তার হিন্দু-পিতার কুসংস্কারের ফলে বাবাজীকে আজ লোকচক্ষে বিশ্বাসঘাতক হ'তে হ'য়েছে। সে অন্তরে বিশ্বাসঘাতক নয়।"

উর্ম্মিলার জননী কাগজখানি হাতে করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীকে কহিলেন, "উর্ম্মিলা কিছুতেই—"

তাহার কথা শেষ করা হইল না; উর্ম্মিলা ঝড়ের মত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা আমি বিশ্বাসঘাতককে কখনও স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারব না; একবার ভুল করেছি—আর ভুল করব না;" এই বলিয়াই সে আবার তেমনই ক্ষিপ্রপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর পরমেশবাবু কহিলেন, "উর্ম্মিলা মা অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে রয়েছে। মা আমার অন্তরে কম ব্যাথা পায় নি ত! আজ রাত্রিটা তাকে শান্ত হ'য়ে ভাবতে দাও ভবেশ!"

ভবেশ মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই পরমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মেসে যাচ্চ?"

ভবেশ কোন রকমে আঘাতের বেদনা চাপিয়া কহিল, "হাঁ।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "এখানে তোমার আহারের আয়োজন হচ্ছে—না খেয়ে যেও না"

ভবেশ কহিল, "আমার মাপ করতে হবে।"

পরমেশবাবু কহিলেন, "তোমার মনটা অবশ্য অতিশয় চঞ্চল রয়েছে—আহারে তোমার রুচি না হওয়াই স্বাভাবিক। তা যাও, কাল সকালেই এস বাবা। তুমি যখন সই করেছ, তোমাকে গ্রহণ করতে

উর্ম্মিলার মার আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। তার মনও ত কম বিচলিত হয় নি, রাত্রিটা সুস্থ হয়ে নিদ্রা গেলেই কাল প্রাতঃকালে মনে আর কোন খেদ থাকবে না।"

ভবেশ এ সব কথা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিয়া নীচে নামিয়া একেবারে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে সে স্থির করিয়া ফেলিল, না হয় সে জেলেই যাইবে, কিন্তু উর্ম্মিলার মুখদর্শন আর করিবে না। অবশ্য সে অন্যায় করিয়াছে, তাহার জন্য তাহার বিবাহিতা স্ত্রী এমনই ব্যবহার করিবে, ইহা যে একেবারেই অসহ্য। আজ কে যেন তাহাকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল, যাহারা হিসাব করিয়া ভালবাসে, তাহারা মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ভালবাসিতে জানে না—তাহাদের হিসাবের এতটুকু এদিক ওদিক হইলে, তাহাদের ভালবাসা আর থাকে না—স্বামীকেও তাহারা অপমানিত লাঞ্ছিত করিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না, কুণ্ঠিত হওয়া দূরের কথা বরং তাহারা আনন্দ অনুভবই করিয়া থাকে। যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—সে উর্ম্মিলার সহিত আর কোন সংস্রব রাখিবে না। হয় ত উর্ম্মিলার পিতা কন্যাকে বুঝাইয়া সুজাইয়া আপাতত ইহার একটা মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু মনের মিল তাহাদের আর কখনও হইবে না, হইতে পারে না। হঠাৎ তাহার একটা কথা মনে পড়িল, উর্ম্মিলা যখন তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন সে ইহার প্রতিশোধ লইবেই, এমন প্রতিশোধ লইবে যে সারাজীবন সে একটু

একটু করিয়া দগ্ধ হইবে। তাহার জন্য যদি তাহার কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহাও সে করিবে। এই সঙ্কল্প করিয়া সে ক্ষিপ্রপদে মেসে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাড়াতাড়ি একটা ব্যাগ গুছাইয়া লইয়া তখনই একখানি গাড়ী করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে রওনা হইল।

মনোহর পণ্ডিত মহাশয় পরমেশবাবুর গৃহ হইতে ভগ্ন হৃদয়ে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা মানদার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন। মানদা স্বামীর ঘর করিতে পাইবে না, হায় অভাগিনী! এই সবেমাত্র তাহার চতুর্দ্দশবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে, সম্মুখে আসন্ন দীর্ঘ যৌবন, স্বামী জীবিত কিন্তু পরাসক্ত—কি করিয়া কেমন করিয়া সে জীবন কাটাইবে? যদি সে বিধবা হইত তাহা হইলেও ভাল ছিল। তখন তাহার একটা ব্যবস্থা হইত। হায়! তিনি কি উপায় করিবেন কিছুই যে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছেন না। হিন্দু শাস্ত্রে ইহার কি কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা নাই? তাঁহার শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সামান্য জ্ঞান আছে তাহাতে তিনি বুঝিলেন কোন প্রতিকার নাই। শাস্ত্রের একি অন্যায় বিধান? বহুদিন তিনি শাস্ত্রগ্রন্থ লইয়া কোন আলোচনা করেন নাই; এইবার নূতন উদ্যমে আবার শাস্ত্রের আলোচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল এই গ্রন্থনিচয় ঘাঁটিয়া যদি কোন রকমে তাঁহার নিরপরাধা পীড়িতা কন্যার কোন একটা উপায় করিতে পারেন।

পরদিন বিমল আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। তাহাকে দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া

পড়িল। বিমলের বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—যাহা সে আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই কি ঘটিয়াছে ?

পণ্ডিতমহাশয় চোখের জল মুছিয়া গাঢ় স্বরে কহিলেন, "আমি যেদিন গিয়ে পৌঁছলাম তার আগের রাত্রেই সেই মেয়েটির সঙ্গে ভবেশের বিবাহ হ'য়ে গেছে।"

বিমলের মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহারই জন্য মানদার এই অবস্থা হইয়াছে। সে যদি পূর্ব্ব হইতে পণ্ডিতমহাশয়কে সতর্ক করিয়া দিত তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভবেশ উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিতে পারিত না!

পণ্ডিতমহাশয় খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন; "হ্যাঁ বাবা তোমরা ত অনেক ইংরাজি বই পড়েছ বলতে পার এর কি কোন উপায় হয় না!"

বিমল অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "কিসের উপায় পণ্ডিতমহাশয় ?"

পণ্ডিতমহাশয় কহিলেন, "এই আমার মানদার, তার ত কোন অপরাধ নেই, সে ত কিছু জানে না, আমিই ত তাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছি, এখন তোলবার কি কোন উপায় হয় না ?"

তাঁহার কথায় বিমলের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল। অতি কষ্টে তাহা রোধ করিয়া সে কহিল, "এক কাজ করলে হয় না ?"

পণ্ডিতমহাশয় উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি কাজ বাবা, কি কাজ ?"

বিমল ধীরে ধীরে কহিল, "ভবেশকে—"

ভবেশের নাম করিতেই পণ্ডিত মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ও পাষণ্ডের নাম কর না,—ধর্ম্মচ্যুত হৃদয়হীন পশু।"

এমন সময় মানদা আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। বিমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এক দিনে তাহার কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে,—তাহার সেই সদা-প্রফুল্ল মুখখানি একেবারে পাংশু বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

অন্যদিন যে বিমলকে দেখিবামাত্র মানদার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিত, আজ সেই বিমলকে হঠাৎ দেখিয়া তাহার মুখখানি আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

পণ্ডিতমহাশয় কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। এ কষ্ট যে তিনি আর সহ্য করিতে পারেন না! কোন রকমে অন্তরের ব্যথা চাপিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মানু এবার কেমন ফুলের বাগান করেছে, তা বুঝি তুমি দেখ নি বিমল?"

এতক্ষণ কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বিমল যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, সে কহিল, "মানু ত আমায় একবারও সে কথা বল্লেনা।"

মানদা ধীরে ধীরে কহিল, "ভারি ত বাগান, গোটাকতক বেলফুলের চারা লাগিয়েছি।"

বিমল কহিল, "তাই আমি দেখ্‌ব।"

মানদা কহিল, "তার আবার কি দেখ্‌বে বিমল দাদা।"

বিমল হাসিয়া কহিল, "আমায় দেখাবে না তাই বল?"

মানদা ম্লান হাসি হাসিয়া উত্তর করিল, "বেশ ত, দেখবে চল ন বিমলদাদা, কিন্তু গাছগুলো সোজা করে লাগান হয় নি বলে আমায় বকবে না ত ?"

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন, "ঐ ভয়ে বুঝি মা এতক্ষণ সে কথা লুকুচ্চিলে, তুমি দেখ বিমল, সত্যি মানু কেমন সুন্দর করে গাছগুলো সাজিয়েচে।"

বিমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চল মানু দেখে আসি।"

ফুলের বাগান দেখিয়া বিমলের সত্যই ভারি আনন্দ হইল। ছোট্ট খানিকটা জায়গায় কতকগুলি বেলফুলের গাছ অতি সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে। যে সাজাইয়াছে তাহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বিমলও প্রশংসমান দৃষ্টিতে মানদার মুখের দিকে চাহিল।

মানদার মুখের সে বিষণ্ণ ভাব অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। বাগান দেখিয়া বিমল যে খুব খুসী হইয়াছে, তাহার চোখ দেখিয়া মানদা তাহা বুঝিল এবং তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাসিয়া লজ্জায় অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

বাগানটী ঠিক বাড়ীর সাম্‌নেই। তাহার অল্প দূর দিয়া গ্রামের সরু পথটী ষ্টেসনের দিকে গিয়াছে। ভবেশ একটি ব্যাগ হাতে লইয়া সেই সরু পথ ছাড়িয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বিমলের কণ্ঠস্বর তাহার কানে গেল, "মানু, এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে রে।" ভবেশ চমকিয়া উঠিয়া বজ্রাহতের ন্যায় আড়ষ্ঠ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল।

ক্ষণকাল পরে বিমল মুখ ফিরাইতেই ভবেশকে দেখিতে পাইয়া মানদার দিকে ফিরিয়া কহিল, "মানু তুই ভেতরে যা।"

মানদা কহিল, "তুমিও এস না।" এই বলিয়া বিমলের দিকে চাহিতেই ভবেশকে সে দেখিতে পাইল! মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

[১৮]

উর্ম্মিলার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই ভবেশ এখানে আসিয়াছিল, কিন্তু আসিয়া বিমল ও মানদাকে যে অবস্থায় দেখিল তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র অন্তর তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া উঠিল। এই বিমলই তাহার জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট করিয়াছে। বিমলকে দেখিবার পর হইতেই ত উর্ম্মিলার পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এই বিমলই তাহাদের ভালবাসার মাঝখানে যে শুধু প্রাচীরস্বরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে, উর্ম্মিলার সহিত এই যে বিচ্ছেদ তাহারও একমাত্র কারণ বিমল। সে-ই ত সংবাদ দিয়া মনোহর পণ্ডিতমহাশয় ও তাঁহার কন্যাকে উর্ম্মিলাদের গৃহে পাঠাইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাহার শান্তি হয় নাই। এখানে আসিয়াও বিমল মানদার মন ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভাবিতে ভাবিতে হিংস্র পশুর মত ভবেশের অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিল। সে ব্যাগটা মাটিতে ফেলিয়া সহসা বিমলকে আক্রমণ করিল। বিমল ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই এই ভাবে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া সে মাটির উপর পড়িয়া গেল। ক্রোধে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য ভবেশ তাহাকে উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহা অল্পক্ষণের জন্য। বলিষ্ঠ বিমল সত্বর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষিপ্রহস্তে উন্মত্ত ভবেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "খুব বীরত্ব দেখান হয়েছে! পশুরও অধম আপনি, আপনাকে আর কি বলব।"

ভবেশ নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণ বল প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু বিমলের কঠিন বন্ধন শিথিল হইল না। বিমল তাহাকে সবেগে ঝাঁকানি দিয়া কহিল, "বেশী বাড়াবাড়ি করবেন না।"

ভবেশ বুঝিল বৃথা চেষ্টা। কাজেই নিষ্ফল আক্রোশে সে গর্জ্জন করিতে লাগিল; খানিক পরে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনই বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

চীৎকার শুনিয়া মনোহর পণ্ডিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবেশকে দেখিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ন্যায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

ভবেশ তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার স্ত্রীকে আমি এখনই এখান থেকে নিয়ে যাব; আর এক দণ্ড এখানে থাকতে দেব না। আপনার বাড়ীতে—" তাহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় ক্রোধে আগুন হইয়া উঠিয়া পা হইতে পাদুকা খুলিয়া লইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিলেন। 'পাষাণ্ড নরাধম' বলিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

পাদুকাঘাতে ভবেশের কপাল কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। বিমল তাড়াতাড়ি উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি ভেতরে চলুন;" এই বলিয়া একরকম জোর করিয়া তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেল।

আহত ভবেশ সেখানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল, "তোমাকে খুন করব, তোমার মেয়েকে খুন করব, বিমলকে খুন করব।"

অল্পক্ষণ পরেই বিমল ফিরিয়া আসিল। ভবেশ তখন উন্মাদের ন্যায় পদচারণা করিতেছিল। বিমলকে দেখিয়াই সে আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "তোকে খুন করব," বলিয়াই সে বিমলের দিকে ধাবিত হইল।

এবার বিমল পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া ছিল, তাই উন্মত্ত ভবেশ তাহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল এবং ইচ্ছা করিয়াই একটু মোচড় দিয়া জানাইয়া দিল তাহার অপেক্ষা সে কতখানি অধিক শক্তিশালী। ইতি পূর্ব্বেই ভবেশ বিমলের শক্তির কতকটা পরিচয় পাইয়াছিল, এইবার তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় পাইয়া নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর বিমল যখন বুঝিল ভবেশের উষ্ণ মস্তিষ্ক কতকটা শীতল হইয়াছে, তখন সে শান্ত ভাবে কহিল, "ভবেশবাবু, মানু যে আমার ছোট বোন্, তার শুভাশুভ দেখা যে আমার কর্ত্তব্য; আমি সেই কর্ত্তব্য পালন করবারই চেষ্টা করেছি, তার বেশী কিছুই করিনি। ঠাণ্ডা হ'য়ে ভেবে দেখলেই আপনি তা বুঝতে পারবেন এবং এটাও বুঝতে পারবেন আপনি তার প্রতি কতটা অন্যায় করেছেন। যাক্, এখন আপনি আমাদের বাড়ী চলুন, সেখানে গিয়ে স্নানাহার করবেন।"

ভবেশ দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমলের দিকে চাহিয়া রহিল। বিমলের এই কথা ও আত্মীয়তা স্নিগ্ধ প্রলেপের কাজ করিল, ভবেশের মস্তিষ্কের উষ্ণতা দেখিতে দেখিতে শীতল হইয়া গেল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিমল তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া

কহিল, "আপনি দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পণ্ডিত মহাশয়কে একটা কথা বলে আসি।"

ভিতরে যাইতেই পণ্ডিতমহাশয় তাঁহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "সে নরাধম আমার গৃহ ত্যাগ করে গেছে, না এখনও দাঁড়িয়ে আছে?"

বিমল কহিল "তাকে আমি সঙ্গে করে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাচ্চি, সেই কথাই আপনার কাছে বলতে এসেচি।"

পণ্ডিতমহাশয় ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "যেখানে খুসী সে যাক, কিন্তু আমার গৃহে যেন সে আর কখনও পদার্পণ না করে এ কথা তাকে বেশ করে বুঝিয়ে দিও।"

বিমল আর কিছু না বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল এবং ভবেশকে সঙ্গে লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল। পথটুকু উভয়ে নিঃশব্দে অতিবাহিত করিল। বাড়ী পৌঁছিয়া ভবেশকে বাহিরের ঘরে তক্তপোষের উপর বসাইয়া তাহার হাত পা ধুইবার জলের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভিতরে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, পণ্ডিতমহাশয়ের ভৃত্য রাখাল ছুটিতে ছুটিতে তাহার বাড়ীর দিকে আসিতেছে।

রাখাল নিকটে আসিতেই বিমল উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কি রে রাখাল?"

রাখাল ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল, "শীগ্‌গির এসো দাদাবাবু, দিদিমণি ভির্‌মি গেছে, পণ্ডিত মশাই তোমাকে ডাকছেন।"

উদ্বিগ্ন মুখে ভবেশের দিকে চাহিয়া বিমল কহিল, "মাস্টার

হয়ে পড়েচে, আমি চল্লাম, আপনি হাত মুখ ধুয়ে বিশ্রাম করুন ;" এই বলিয়া সে রোয়াক হইতে নামিয়া পণ্ডিতমহাশয়ের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

ভবেশের আর হাত মুখ ধোয়া হইল না, সে রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মাথা জ্বলিতে লাগিল। হায়! তাহার দুর্ব্বল স্বভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য দুইটী নারীর এবং তাহার নিজের জীবন এমনিভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। কেন সে পিতাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ সে উর্ম্মিলাকে বিবাহ করিতে বাধ্য—সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে না। না হয় তাহার পিতা তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াই দিতেন, তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতেন, সে কথা ত তখন তাহার একবারও মনে হয় নাই। পিতার অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া সে স্থির করিয়াছিল, তাহার অমতে পিতা যাহার সহিত তাহার বিবাহ দিবেন, তাহার সহিত কোন সম্পর্ক না রাখিলেই সব্ব গোল চুকিয়া যাইবে, কিন্তু গোল ত চুকিল না, নিয়তি চক্রে তাহা আরও জটিল হইয়া উঠিল। এখন সে কি করিবে? এতটুকু শান্তি পাওয়ার আশায় যেখানে ছুটিয়া যাইতেছে সেই স্থান হইতে আরও অধিক আঘাত পাইয়া সে ফিরিয়া আসিতেছে। উর্ম্মিলার জন্য সে কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, উর্ম্মিলা তাহা বুঝিল না। তাহার গভীর ভালবাসাকে তুচ্ছ করিয়া উর্ম্মিলা তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিল! সে একটা ভুল করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া উর্ম্মিলার প্রতি সে যে কোন অন্যায় করে নাই, প্রমাণ দিয়া তাহা বুঝাইয়া দিবার অবসরও উর্ম্মিলা তাহাকে দিল না। উর্ম্মিলার উপর প্রতিশোধ

লইবার জন্যই সে এখানে ছুটিয়া আসিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, তাহার দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্বশুর, ধনবান জামাতাকে ফিরাইয়া পাইয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে, কিন্তু তাহার সেই শ্বশুরের নিকট হইতে অভ্যর্থনাস্বরূপ যে পাদুকাঘাত সে লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মানদার কথা তাহার মনে পড়িল। মানদা হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল কেন—ভয়ে, না নিরাশায়? এই কথা সে বারবার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল।

এমন সময় বিমল ফিরিয়া আসিল, ভবেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আপনি এখনও এখানে বসে আছেন, হাত মুখ ধোননি?"

ভবেশ চমকিয়া উঠিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বিমলের মুখের দিকে চাহিল। তাহার একবার ইচ্ছা হইল, জিজ্ঞাসা করে মানদা কেমন আছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন প্রশ্নই সে করিতে পারিল না।

বিমল যেন তাহার মনের ভাবটা অনুমান করিয়া লইয়াই কহিল, "আমি যাওয়ার একটু পরেই মানুর জ্ঞান হ'য়েচে, সে এখন উঠে বসে সবাইর সঙ্গে কথা বলচে। বাঃ! আপনি এখনও বসে রইলেন, হাতে মুখে জল দিন্।"

বৈকালে বিমল ভবেশকে কহিল, "আজ রাত্রের গাড়ীতে আমি কল্‌কাতা ফির্‌ব। আপনি বাড়ী যাবেন, না কল্‌কাতা ফিরবেন?"

ভবেশ সহসা বিমলের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি ত সব জানেন। আমায় বলে দিন্ আমি এখন কি কর্‌ব বিমলবাবু। ভুল শোধরাবার কি কোন উপায় নেই?"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমল কহিল, "দেখুন ভবেশবাবু, মানুকে আমি নিজের মায়ের পেটের বোনের মত ভালবাসি, তার জীবনটা যাতে ব্যর্থ না হয় সেটা দেখা আমার প্রধান কর্ত্তব্য, কিন্তু এখন ত কন আমি উপায়ই স্থির করতে পারিছি না। পণ্ডিতমশাইর এখন যে রকম মনের অবস্থা তাতে এ সম্বন্ধে এখন তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা করাই চলে না। তারপর আপনি এখন উত্তেজিত হয়ে আছেন, স্থির হয়ে ভেবে চিন্তে যে একটা ব্যবস্থা করবেন, সে রকম মনের অবস্থা আপনার নেই। তা' ছাড়া, একটা বিশেষ কারণে আমার মনটাও অস্থির হয়ে আছে; আমারই যে কি অবস্থা হবে কল্‌কাতা ফিরে না গেলে তা' বুঝতে পারছিনে। যাক্, আমার ইচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে কল্‌কাতাই চলুন। যতদিন এসব ব্যাপারের মীমাংসা না হয় ততদিন আপনি আমার মেসেই থাক্‌বেন।"

আগ্রহভরে ভবেশ কহিল, "আমার মনের অবস্থা এমন হয়ে আছে, কখন যে কি করে বসি তার ঠিক নেই। আমার নিজের ওপর আর আমার বিশ্বাস নেই, আমার একলা থাকতে সাহস হয় না। আমি আপনার কাছেই থাকবো।"

বিমল ভবেশকে লইয়া যেদিন কলিকাতা পৌঁছিল সেই দিন সন্ধ্যার পর অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিল। সমাজ হইতে গৃহে ফিরিয়া বিজয়মাধব দীননাথকে কহিলেন, "অপূর্ব্বর অন্তরের পরিচয় ত আজ পেলে মামা। সে যে অন্তরে খাঁটী তা' আমি তোমাদের অনেক দিন আগেই বলেছি। যাক্, মামা তোমার অনুরোধ ত

আমি উপেক্ষা করতে পারি না। তোমারই খাতিরে আমি বিমলের বিরুদ্ধে প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি দিলাম না।"

দীননাথ কহিলেন, "কিন্তু তুমি যা-ই বল বিজয়, আমার এখনও ও কথা বিশ্বাস হয় না। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে বিমলের চরিত্রে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যাতে সে কিছুতেই এরকম নীচ কাজ করতে পারে না।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "মামা, যে তোমার স্নেহের অংশ পায়, তার কোন অন্যায়ই তুমি দেখতে পাওনা, এইটেই তোমার সব চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা।"

দীননাথ কহিলেন, "ও বিষয়ে যে আমার দুর্ব্বলতা আছে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু বিমলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের কথা তোমার কানে এসেছে তা যে অসত্য তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। পরমেশবাবুর কন্যা উর্ম্মিলার সঙ্গে আমার সে দিন সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে ত এখনও বিমলকে শ্রদ্ধা করে দেখলাম। দেখ বিজয় তুমি ছেলেটীর প্রতি ঠিক বিচার করনি। কোনরূপ অনুসন্ধান না করে তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়া তোমার মত লোকের উপযুক্ত হয়নি।"

বিজয়মাধব কহিলেন "আচ্ছা তোমাকে আর একটী ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মামা। সে দিন আমার সামনে বিমল যখন অপূর্ব্বর সঙ্গে পুতুল পূজো নিয়ে তর্ক করছিল, সে দিন তুমিও ত উপস্থিত ছিলে মামা। তার তর্কের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করা আর কি কিছু ছিল?"

দীননাথ যথাসম্ভব সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, "একথাও তুমি অন্যায় বলছ। এ সম্বন্ধে আমি ধীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি এই ব্যাপারে তার চরিত্রের দৃঢ়তাই প্রকাশ পেয়েছে। অপূর্ব্ব হিন্দুর ছেলে হ'য়ে, তাদের দেবতাকে অপমান করতে গিয়েছিলে বিমল সে অপমান নীরবে সহ্য করে'নি। এতে ত আমি তার কোন অপরাধই দেখতে পাই নি।"

অপূর্ব্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, এইবার হাসিয়া কহিল, "দাদামশাই আপনি প্রায়শ্চিত্ত করে হিঁদুদের দলে ভিড়ে যান।"

দীননাথ হাসিয়া কহিলেন, "আমি ত নিজেকে হিন্দু ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না।"

অপূর্ব্ব হাসিয়া কহিল, "এইবার, দাদামশাই, তা' হলে ঘটা করে দুর্গোৎসব করুন।"

এ পরিহাস দীননাথের ভাল লাগিল না, তিনি গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করবার মত অভিজ্ঞতা তোমার এখনও হয়নি ভায়া। যখন সে অভিজ্ঞতা তুমি লাভ করবে, তখন তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করব। যাই, দিদির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিলেন এবং ভিতরে গিয়া লতিকার সহিত দুই চারিটী কথা বলিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

লতিকা তাহার পড়িবার ঘরে বসিয়া কত কথাই ভাবিতেছিল, আজ তাহার ভাবনার অন্ত ছিল না। অপূর্ব্ব দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে

কালই তাহাকে বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করিয়া দিতে হইবে,—পিতার আদেশ। অপূর্ব্ব প্রতারক, নীচ, মিথ্যাবাদী কেমন করিয়া সে তাহাকে পতি বলিয়া স্বীকার করিবে? কিন্তু অপূর্ব্ব যদি চরিত্রবানই হইত তাহা হইলেও ত সে স্বেচ্ছায় তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিত না। আর একজন যে তাহার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। এমন সময় অপূর্ব্ব ধীরে ধীরে সেই কক্ষ মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল। লতিকা মুখ তুলিয়া চাহিতেই উজ্জ্বল মুখে সে কহিল "আমার দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ, কিন্তু আমি নিজের মুখে সে সংবাদ—"

লতিকা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি কি লোভে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ করলেন শুনি?"

অপূর্ব্ব কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আঘাতটা সামলাইয়া লইয়া কহিল, "আমি পুতুল পূজোকে ঘৃণা করি বলেই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছি।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া লতিকা তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে কথা। নিজের ধর্ম্মে আপনার আস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু সেই জন্তে আপনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেননি, এ কথা আপনাকে আমি মুখের ওপরই বলছি।"

লতিকা যে তাহার মনের কথা টানিয়া বাহির করিয়া আনিয়া এমন করিয়া তাহার মুখের উপর প্রকাশ করিয়া দিবে তাহা অপূর্ব্ব কল্পনাও করিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজেকে এই বলিয়া সে মনে মনে সান্ত্বনা দিল,

বিবাহের পর সে লতিকার এই ধৃষ্টতা ও স্পর্দ্ধার সমুচিত প্রতিফল দিবে। এখন নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইবে। আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর সে কহিল, "লতা তুমি ত জান আমি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি তা' সবই তোমাকে পাবার জন্যে। তুমি আমার এ অপরাধটুকু কি ক্ষমা করে নিতে পার না?"

লতিকা দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "না. আপনাকে আমি জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। আপনি অতি ভয়ানক প্রকৃতির লোক, কিন্তু যাঁর নামে আপনি চা'র দিকে মিথ্যে নিন্দে করে বেড়াচ্ছেন, তাঁর পা'র তলায় বসবার যোগ্যতা আপনার নেই, এটা আপনি জানবেন।"

এইমাত্র অপূর্ব্ব যে সঙ্কল্প করিয়াছিল লতিকার কথার আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করিয়া সে কহিল, "কিন্তু এই অযোগ্যের গলায়ই তোমায় মালা দিতে হবে, এটাও তুমি জেনো"; এই বলিয়া সে কক্ষের বাহির হইয়া গেল। লতিকা পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে সে বিমলকে একখানি পত্র লিখিতে বসিল। কিন্তু কলম হাতে লইয়া সে বসিয়াই রহিল, কি বলিয়া পত্র আরম্ভ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সে অতি কষ্টে কম্পিত হস্তে দুই ছত্র লিখিল, কিন্তু পরক্ষণেই কি ভাবিয়া পত্রখানি টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল।

এমনই ভাবে কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিয়া লতিকা চোখ মুছিয়া

জননীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজলক্ষ্মী কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন, একটা সান্ত্বনার বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

লতিকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া জননীর কোলের কাছে বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। রাজলক্ষ্মী গভীর স্নেহে তাহাকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর লতিকা মুখ তুলিয়া কাতর দৃষ্টিতে জননীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, তোমরা জোর করে আমার বিয়ে দিও না।"

রাজলক্ষ্মী ব্যথিত কণ্ঠে কহিলেন, "এ বিষয়ে আমার যদি এতটুকু স্বাধীনতা থাকতো, তা' হলে আমি কখনও অপূর্ব্বের সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে দিতোম না, তুই ত সব জানিস মা।"

লতিকা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমি একবার বাবাকে বুঝিয়ে বল মা।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন "বুঝিয়ে বলতে কি বাকি রেখেছি মা। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়ে গেছে। উনি বলেন, 'ব্রাহ্মসমাজ' ও তোমার মেয়ের মঙ্গলের জন্যেই আমি, অপূর্ব্ব ও লতিকার বিবাহ স্থির করেছি। তোমার মেয়ের যদি স্বাধানভাবে চিন্তা করবার মত মনের অবস্থা থাকত তা' হলে আমি তার মত নেওয়াটাই প্রধান কর্ত্তব্য বলে মনে করতাম'; আমি আর কি করব মা।"

লতিকাও আর কোন কথা বলিল না।

বহুক্ষণ মাতা ও কন্যা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। উঠিয়া যাইবার সময় লতিকা প্রশ্ন করিল, "কিন্তু আমায় এই একটা মাস এ বাড়ীতে বন্দী হ'য়েই থাকতে হবে মা? কলেজ যাওয়া পর্য্যন্ত আমার বন্ধ?"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তুমি ত সব শুনেচ মা, আমায় আর কেন ও কথা জিজ্ঞেস করচ?"

লতিকা কহিল, "আমি এখনই একবার দাদামশাইর কাছে যেতে চাই; অবশ্য বাবার অনুমতি নিয়েই যাব।" এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল, বিজয়মাধব একা বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহার পদশব্দে তিনি বই হইতে মুখ তুলিতেই সে কহিল, "বাবা, আমি দাদামশাইর বাড়ী যাচ্ছি।"

বিজয়মাধব গম্ভীরমুখে কহিলেন, "কিছু পূর্ব্বেই ত তাঁর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তাঁর ওখানে যাওয়ার ত কোন আবশ্যকতা দেখ্‌চি না।"

আঘাত সামলাইয়া লইয়া শান্তভাবেই লতিকা কহিল, "আমার যে তাঁহার সঙ্গে দরকার আছে বাবা।"

বিজয়মাধব কহিলেন, "কথাটা তোমায় স্পষ্ট করে বলাই আবশ্যক হ'য়ে পড়েচে, দেখ' আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, কিছুদিন থেকে মামার মতিভ্রম ঘটেছে। যে পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃতিস্থ না হ'ন, আমার ইচ্ছা নয়, সে পর্য্যন্ত তোমরা তাঁর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা কর, বা তাঁর গৃহে যাও।"

লতিকা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদামহাশয়ের সহিত কথা বলিবার অধিকারও তাহার নাই, এমনি ভাবে পিতা তাহার সমস্ত স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে গৃহপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চান। তাহার মন বিদ্রোহী হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন রকমে মনকে শান্ত করিয়া লতিকা পিতার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল।

-:*:—

[১৬]

বিমলের আতিথেয়তা ও যত্ন ভবেশের অন্তরে সূচের মত বিঁধিতে লাগিল। অন্যায় ক্রোধ ও ঈর্ষার বশে সে বিমলের নামে কত বড় মিথ্যা কলঙ্ক রটাইয়াছে সেই কথা মনে করিয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া উঠিল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া বিমলের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিবার জন্য বিমলেরই উপর পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বিমল তখন কক্ষে ছিল না, তাহারই আহারের উদ্‌যোগ করিবার জন্য বাজারে বাহির হইয়াছিল। খানিক পরে বিমল কক্ষে প্রবেশ করিতেই ভবেশ সেইদিকে চাহিয়া ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার মনে হইল কে যেন তাহাকে চাবুক মারিয়া বসাইয়া দিল, সে বলিয়া উঠিল, "আপনি যার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করচেন সে আপনার কত বড় সর্ব্বনাশ করেচে তা' আপনি জানেন না।"

বিমল হাতের দ্রব্যগুলি মেঝের একধারে নামাইয়া রাখিয়া বিস্মিতনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশ কহিল "হিমাংশুর বাবুর কাছে আমি আপনার নামে মিথ্যে করে বলেছিলাম যে আপনি ঊর্ম্মিলার সঙ্গে ইতরের মত ব্যবহার করেছেন।"

সে দিন কেন যে হিমাংশু উপেক্ষাভরে তাহাকে পাশ কাটাইয়া

চলিয়া গেল এবং কেন যে বিজয়নাথ তাহাকে চরিত্রহীন অপবাদ দিয়া গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন তাহার কারণটা আজ বিমলের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। একথা শুনিলে মানুষের রাগ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু কথাটা সত্য কি না, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা ত তাঁহাদের উচিত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে লতিকার সেদিনকার সেই দুঃসাহসিক ব্যবহারের কথা তাহার মনে পড়িল। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথা লতিকা শুধু যে বিশ্বাস করে নাই তাহা নহে, তাহার পিতার মুখের উপর প্রতিবাদ করিতেও সে কুণ্ঠাবোধ করে নাই।

এমন সময় ভবেশ আবার কহিল, "সে দিন আমার চেয়েও অন্যায় করেচেন আপনার বন্ধু অপূর্ব্ববাবু। আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'ভবেশবাবু যেদিনকার ঘটনার কথা বললেন, না, সেই দিনই বিমল আমার মেসে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। পরমেশ বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে অভদ্রভাবে এমন কতকগুলো কথা বলতে লাগলো যে আমি তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে বাধ্য হলাম।' আমি মিথ্যেবাদী নীচ, কিন্তু অপূর্ব্ব বাবুর এই কথায় আমাকে বিস্ময় নির্ব্বাক হয়ে থাকতে হয়েছিল।"

বিমলের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অপূর্ব্ব বহুবিধ অত্যাচার সে এত দিন নীরবে সহ্য করিয়াছে, কিন্তু আর সে সহ্য করিবে না। ভবেশের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল "আজ অপূর্ব্বকে রীতিমত শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া সে অপূর্ব্বর মেসের দিকে ছুটিল। যে কাজটা সে করিতে চলিল

সেটা যে কত বড় অন্যায় তাহা সে উত্তেজনার মুখে একবার ভাবিয়া দেখিল না।

অপূর্ব্বদের মেসের দ্বিতলের পশ্চিম দিকের একটা কক্ষ কাঠের বেড়া দিয়া দুই ভাগ করা হইয়াছিল। তাহারই একটীতে অপূর্ব্ব একাই থাকিত। বিমল অতি দ্রুত পদে সিঁড়ির ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া সেই কক্ষের দিকে ধাবিত হইবার জন্য সবেমাত্র বারান্দায় পা বাড়াইয়াছে, এমন সময় মেসের একটী ছাত্র তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "আপনি অপূর্ব্ববাবুর কাছে যাচ্ছেন?"

বাধা পাইয়া বিমল আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, "হ্যাঁ, আপনি পথ ছেড়ে দিন।"

বিমলের মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক উত্তেনার ভাব লক্ষ্য করিয়া ছাত্রটী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনি অমন করচেন কেন, ওঘরে আপনাকে আমি যেতে দিতে পারি না।"

বিমল ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "অপূর্ব্ব আছে কি না বলুন?"

ছাত্রটী কহিল, "আছেন; কিন্তু আপনি ওঘরে যাবেন না।"

বিমল সেইরূপ উত্তেজিত ভাবেই কহিহ, "আমি যাবই, আপনি পথ ছেড়ে দিন।"

ছাত্রটী কহিল, "অপূর্ব্ববাবুর ভারি খারাপ কলেরা হয়েছে, সুপারিনটেনডেন্টবাবু ওঘরে কাউকে যেতে মানা করে দিয়েছেন।"

বিমল চমকিয়া উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সে বহু কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছে, এ রোগের যে কি কষ্ট-যাতনা তাহা

তাহার অবিদিত ছিল না। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, অপূর্ব্বর দুই চোখ বসিয়া গিয়াছে, তাহার গলার স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে! আত্মীয় স্বজন কেহ তাহার শয্যাপার্শ্বে নাই। বিমলের অন্তর বেদনায় ভরিয়া উঠিল।

ছাত্রটী কহিল, "তাঁকে হাঁসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে চাইছেন না, কেবল কাঁদছেন। তাঁর কথা মত আমাদের কলেজের অধ্যাপক বিজয়মাধববাবুর বাড়ী খবর পাঠানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করা হয়েছে। বিজয়মাধববাবু নিয়ে যান ভালই, না হয় তাঁকে হাঁসপাতালেই যেতে হবে।"

বিমল নিঃশ্বাস রোধ করিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া গেল। অপূর্ব্বকে যে বিজয়মাধব জামাতৃপদে বরণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্রই যে তিনি অপূর্ব্বকে গৃহে লইয়া যাইবেন সে সম্বন্ধে তাহার কোন সন্দেহ রহিল না, সে ব্যথিত অন্তরের মধ্যে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিল।

এমন সময় নীচের বারান্দা হইতে আর এক জন ছাত্র কহিল, "ওহে রমেশ, বিজয়মাধববাবু বলে পাঠিয়েছেন অপূর্ব্ববাবুকে হাঁসপাতালেই পাঠাতে। তাঁকে অবশ্য বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার কোনই আপত্তি বিজয়বাবুর ছিল না, তবে তিনি বললেন, 'কলেরা রোগীর চিকিৎসা হাঁসপাতালে যেরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে বাড়ীতে তা' হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।' যাক্, অপূর্ব্ববাবুকে আর ঐকথা

শুনিয়ে কাজ নেই, এ্যাম্বুলেন্স এলে তাঁকে বলা হবে, তাঁকে বিজয় মাধববাবুর বাড়ী পাঠানো হচ্ছে, তার পর হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেই হবে।"

বিমলের সারা দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। সে কোন রকমে দেওয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাড়ী হইতে মেসে প্রবেশ করিয়াই সে যে শুনিয়াছিল বিজয়মাধববাবুর কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য অপূর্ব্ব ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে! এমন সময় এ্যাম্বুলেন্স দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিয়া মেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পড়িল। সে শব্দ বিমলের কানে গেল। এইবার অপূর্ব্বকে মিথ্যা কথা বলিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইবে! অপূর্ব্ব যখন তাহা বুঝিতে পারিবে তখন যে তাহার অর্দ্ধেক প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে! কিন্তু উপায় কি, উপায় কি? তাহাদের মেসেও ত কলেরা রোগীকে কেহ স্থান দিবে না, এখানে তাহার এমন কোন আত্মীয়ও ত নাই যাহার গৃহে সে অপূর্ব্বকে লইয়া যাইতে পারে। হঠাৎ তাহার দাদা মহাশয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল, সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল! রমেশের দিকে চাহিয়া কহিল, "আমি অপূর্ব্বকে নিয়ে যাব, তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে হবে না।"

রমেশ কহিল, "আপনার জায়গা থাকে, নিয়ে যান।"

বিমল কহিল, "আমি অপূর্ব্বর কাছে যাচ্ছি। আপনি তাকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য শীগগির লোক পাঠান।" এই বলিয়া সে ছুটিয়া অপূর্ব্বর কক্ষ মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল।

শয্যার নিকট দাঁড়াইতেই সে শিহরিয়া উঠিল। সমস্ত শয্যা

অপরিষ্কার হইয়া আছে এবং সেই শয্যা হইতে বিকট দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে; আর অপূর্ব্ব সেই শয্যায় পড়িয়া কেবলই এপাশ ওপাশ করিতেছে। বিমলকে দেখিয়া অপূর্ব্ব ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "জল জল।"

মাথার কাছেই একটা ঘটীতে জল ছিল। বিমল তাড়াতাড়ি অতি সাবধানে ঘটী হইতে খানিকটা জল অপূর্ব্বর মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "অপূর্ব্ব ভয় কি, তুই শীগ্‌গির সেরে উঠবি, আমি তোকে এখনও এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অপূর্ব্ব কোন কথা বলিতে পারিল না, কেবল ম্লান কাতর দৃষ্টিতে বিমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রমেশকে উদ্দেশ করিয়া ছাত্রটী বিজয়মাধবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, অপূর্ব্বর কানে আসিয়া তীক্ষ্ণশলকার মত তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে ভাঙ্গাগলায় সে কহিল, "আমায় হাঁসপাতালে নিয়ে যেয়োনা, আমি মরে যাব।"

বিমল অতি কষ্টে উদ্যত অশ্রু দমন করিয়া কহিল, "কোন ভয় নেইরে অপূর্ব্ব, আমি যখন এসে পড়েছি, তোকে হাঁসপাতালে যেতে হ'বে না। আমি তোকে দাদামশায়ের বাড়ী নিয়ে যাচ্চি।"

অপূর্ব্ব কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "আমায় ফাঁকি দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠিয়ো না।"

বিমল সস্নেহে তাহার মাথায় হাত দিয়া কহিল, "না রে না।"

খানিক পরে এ্যাম্বুলেন্স অপূর্ব্বকে লইয়া দীননাথের গৃহদ্বারে গিয়া দাঁড়াইল। বিমল লাফাইয়া পড়িয়া ডাকিল, "দাদামশাই।"

দীননাথ উপর হইতে কহিলে, "কে, বিমল ? এস ভায়া, এস।"

বিমল ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "শীগ্‌গির নীচে আসুন, বড় বিপদ।"

দীননাথ তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া দ্বারের সম্মুখে এ্যাম্বুলেন্স দেখিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন !

বিমল কহিল, "অপূর্ব্বর কলেরা হয়েছে। মেস থেকে তাকে জোর ক'রে হাঁসপাতালে পাঠাচ্ছিল, আমি তাকে আপনার এখানে নিয়ে এসেছি।"

দীননাথ কহিলেন, "বেশ করেছ। আমরা থাকতে অপূর্ব্ব হাঁসপাতালে যাবে ! আর দেরী করো না, শীগ্‌গির তাকে তুলে নিয়ে এস। একবারে ওপরে আমার শোবার ঘরে নিয়ে যাও। বিছানা পাতাই আছে কোন অসুবিধে হবে না।"

অল্পক্ষণ পরে অপূর্ব্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দীননাথের ভৃত্যকে দিয়া বিমল ভবেশকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইল। ভবেশ যথাসম্ভব সত্বর আহার সারিয়া লইয়া রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল।

পরদিন প্রাতঃকালে বিজয়মাধব নীচের উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "মামা।"

দীননাথ উপরের বারন্দা হইতে কহিলেন, "কে বিজয় ! উপরে এস, অপূর্ব্ব অনেকটা সুস্থ হ'য়েছে। যদি বিকেল অবধি এই ভাবে থাকে, তা হ'লে আর কোন ভয় নেই।"

বিজয়মাধব রোগীর শয্যা হইতে খানিকটা দূরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "শুনে সুখী হ'লাম অপূর্ব্ব, জগদীশ্বরের কৃপায় তুমি

এখন আরোগ্যের পথে অগ্রসর হ'য়েছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সত্বর—"

বাধা দিয়া দীননাথ কহিলেন, "বিজয়, ডাক্তারবাবু আমাদের বিশেষ করে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন যে রোগীর বিশ্রামের ব্যাঘাত যেন কোন প্রকারে কেহ না ঘটায়।"

বিজয়মাধব আরও বেশী গম্ভীর হইয়া কহিলেন "আমি বৈকালে এসে আর একবার সংবাদ নিয়ে যাব, তা হ'লে আমি এখন আসি মামা।"

বৈকালে বিজয়মাধব আসিয়া সংবাদ পাইলেন, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, আর কোন ভয় নাই। এবারে আর তিনি অপূর্ব্বর কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন না, সামনের বারান্দায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতে লাগিলেন।

দীননাথ কহিলেন, "বিমলের সেবায় এবার অপূর্ব্ব রক্ষা পেয়ে গেল। সহোদর ভাইও বোধ করি এর অধিক যত্ন করতে পারে না।"

বিজয়মাধব খানিকক্ষণ গম্ভীর মুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, "লতা মা কাল আসবার জন্যে ভারি ব্যগ্র হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুদিন থেকে তার শরীরটা অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, তাকে আসতে আমি নিষেধ করে দিয়েছি। অসুস্থ শরীরে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করা একেবারেই সঙ্গত নয় তা ত তুমি বোঝ মামা। আর হিমাংশু, সে ত কলেরার নাম শুনলে ভয়ে কেবলই বমি করতে থাকে, ঐ অবস্থায় তার ত কলেরারোগীর কাছে আসা অসম্ভব।"

দীননাথ চুপ করিয়া শুনিয়া গেলেন, কোন উত্তর দিলেন না। এমন সময় ভবেশ আসিয়া কহিল, "আপনাকে অপূর্ব্ব বাবু একবার ডাক্‌চেন।"

দীননাথ নিকটে যাইতেই অপূর্ব্ব তাহার কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিল, "ওঁকে থামিয়ে দিন দাদামশায়।"

বারান্দা হইতে বিজয়মাধব কহিলেন, "কলেজ থেকে এখনও বাড়ী যাই নি মামা, বরাবর এখানে এসেচি। তা হ'লে আমি এখন চল্‌লাম। রাত্রে যেন খবরটা পাই; বাড়ীর সকলে কি রকম উদ্বিগ্ন হ'য়ে আছে তা ত তুমি বুঝতে পার্‌চ মামা।"

দীননাথ চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিলেন, "চিন্তার আর কোন কারণ নেই; তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাড়ী যাও।"

দিন সাতেক পরে বিমল মেসে গিয়া দেখিল, পণ্ডিত মহাশয়ের হাতের লেখা একখানি পত্র তাহার টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল এবং গভীর মনযোগ সহকারে পত্রখানি পড়িতে লাগিল। পড়া শেষ হইলে সেখানি হাতে করিয়া খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভবেশ আসিতেই বিমল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মানদার ভারি অসুখ, আপনাকে আজই আমার সঙ্গে যেতে হ'বে।"

পণ্ডিত মহাশয়ের সেদিনকার সেই রুদ্রমূর্ত্তি, কঠোর তিরস্কার ও খড়্গ প্রহারের কথা ভবেশের একবার মনে পড়িল। সে কোন্ মুখে সেখানে যাইবে? পরক্ষণেই তাহার মনে হইল,

বিমল বাবু যখন সঙ্গে যাইতেছেন, তখন ওসব কথা মনে স্থান দিবার কোন আবশ্যকতা তাহার নাই।

বিমল বোধ করি তাহার মনের ভাবটা অনুমানে বুঝিয়া লইয়া কহিল, "কন্যার মুখ চেয়ে পণ্ডিত মশাই আপনাকে ক্ষমা করেছেন ভবেশবাবু! মানদা যে তাঁর কতখানি আদরের সামগ্রী, তা জানবার অবসর আপনার হয় নি। এই চিঠিখানা পড়ুন, তা হ'লে আপনি সব বুঝতে পারবেন।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে ভবেশের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে এমনই আর একটা দৃশ্য জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল,—তাহাকে বিবাহিত জানিয়া কন্যার অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করিয়া পরমেশবাবুর আহত হৃদয়ের সেই মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস,—তার পর কন্যাকে সেই বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার সেই স্বার্থান্ধকাতর ব্যাকুল ভাব! সঙ্গে সঙ্গে উর্ম্মিলার নিষ্ঠুর আচরণের কথা স্মরণ করিয়া ভবেশের অন্তরের মধ্যে আবার নূতন করিয়া ব্যথা বাজিয়া উঠিল। উর্ম্মিলা যে তাহার বুকখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে। হঠাৎ বিমলের কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিয়া তাহার দিকে ফিরিল।

বিমল কহিল, "এর পরে আপনার বোধ হয় যাওয়ার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।"

ভবেশ অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "এ চিঠি আমায় না দেখালেও আমি যেতাম বিমলবাবু, কেন না আপনার আদেশ অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। আপনি আশ্রয় না দিলে—"

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বিমল কহিল, "অপূর্ব্ব তার মার কাছে যাবার জন্যে ভারি ব্যস্ত হ'য়েছে, ডাক্তার বাবুর মত নিয়েছি, অপূর্ব্বকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তাকে খবরটা দিয়ে আসি চলুন।"

বিমল ও ভবেশ মেস হইতে বাহির হইয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় হিমাংশুর সহিত তাহাদের দেখা। এই দুই জনকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় গল্প করিতে করিতে যাইতে দেখিয়া হিমাংশু গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহা ছাড়া সে জানিত বিবাহের পর ভবেশ পরমেশবাবুর পরিবারের সহিত গিরিডি বা অন্য কোথাও বেড়াইতে গিয়াছে।

বিমল ও ভবেশ হিমাংশুর দিকে একবার চাহিয়া নিঃশব্দে পাশ-কাটাইয়া চলিয়া গেল। খানিক দূর যাইতেই হিমাংশু ডাকিল, "ভবেশ বাবু!"

ভবেশ বিমলের দিকে চাহিতেই বিমল কহিল, "আমি এগিয়ে চল্লাম, আপনি শুনে আসুন।"

হিমাংশু কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গিয়া ভবেশের সহিত মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'আপনাদের বিয়ের খবর পেয়ে দিন দুই পরে উর্ম্মিলীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলাম, বাড়ীতে চাবি দেওয়া, শুনলাম সবাই গিরিডি-না কোথায় গেছেন। আপনি এর মধ্যে যে চলে এলেন?"

ভবেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আমি তাঁদের সঙ্গে যাই নি।"

হিমাংশু অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "যান্ নি! বলেন কি! কবে যাচ্চেন?"

ভবেশ গম্ভীর হইয়া কহিল "তাঁরা কোথায় গেছেন আমি জানি না। আমাকে তাঁরা জানিয়ে যান নি।"

হিমাংশু হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভবেশের কথাগুলো তাহার নিকট প্রহেলিকার মত বোধ হইতে লাগিল।

ভবেশ কহিল, "আমার বিশেষ কাজ আছে, আমি চললাম।"

আর একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হিমাংশু থাকিতে পারিল না, গমনোদ্যত ভবেশের দিকে চাহিয়া সে কহিল, "ঐ অভদ্রটার সঙ্গে আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন! আপনি আবার তার সঙ্গে কথা বলেন!"

হিমাংশুর এ অনুযোগ করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। তাই তাহার কথায় ভবেশ নিজেকেই বারম্বার ধিক্কার দিতে লাগিল, তাহার উপর রাগ করিল না। ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভবেশ কহিল, "আর একদিন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেব, তবে শুধু এইটুকু বলে যাচ্ছি,—অভদ্র আমি নিজে, বিমলবাবু নন্।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

—:০:—

[২০]

কিছুদিন জননীর নিকট থাকিয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া অপূর্ব্ব মেসে ফিরিল। সপ্তাহ খানিক পরে হিমাংশু তাহার মেসে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি হে অপূর্ব্ব, আমরা রোজ মনে করি, তুমি আসবে, কিন্তু তোমার যে দেখা নেই। বাবা তোমায় ডেকেচেন, মেসে বলে যাও আজ রাত্রে তুমি আমাদের ওখানে খাবে, কি হে ভাবচ কি, তোমার জন্যে মাছের ঝোল আর ভাতেরই ব্যবস্থা হবে। উঠে পড়, আর দেরী কর না।"

অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া অপূর্ব্ব নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর কি ভাবিয়া আল্‌না হইতে জামা পাড়িয়া গায়ে দিয়া কহিল, "চল্।"

নীচে নামিতে নামিতে হিমাংশু কহিল, "এখানে খাবে না, তা ত বলে গেলে না।"

অপূর্ব্ব কহিল, "কোন দরকার নেই।"

বিজয়মাধব ও রাজলক্ষ্মী বাহিরের ঘরেই বসিয়াছিলেন, অপূর্ব্বকে লইয়া হিমাংশু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিজয়মাধব কহিলেন, "বস অপূর্ব্ব, বেশ সুস্থ হ'য়ে উঠেছে দেহে আর কোন গ্লানি নেই।"

অপূর্ব্ব নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

বিজয়মাধবের কথাগুলো তাহার বুকের উপর যেন হাতুড়ির মত আঘাত দিতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী অপূর্ব্বর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, এবং কোন প্রশ্ন না করিয়া ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিজয়মাধব কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন অপূর্ব্ব, বস।"

অপূর্ব্ব একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিল।

বিজয়মাধব কি একখানা বইয়ের পাতা বার দুই উল্টাইয়া, সেখানি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া অপূর্ব্বর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "দেখ অপূর্ব্ব, হাঁসপাতাল সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেকের মনে একটা কুসংস্কার আছে—এটা আমাদের প্রকৃত শিক্ষার অভাব। সাহেবদের ও আমাদের মধ্যে ঐ জায়গায় কতখানি তফাৎ। তাদের সামান্য একটু জ্বর হ'লেই তারা হাঁসপাতালে চলে যায়—আর আমরা—"

অপূর্ব্ব অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই মেসে ফিরতে হবে; আমি একবার লতিকার সঙ্গে দেখা করতে চাই।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিজয়মাধব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, "লতা উপরের ঘরেই আছে। যাবার সময় আমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করে যেও। হাঁ, ভাল কথা, এখানে তোমার আহারের ব্যবস্থা হয়েচে, হিমাংশু তোমায় সে কথা বলেনি?"

অপূর্ব্ব কহিল, "বলেচে, কিন্তু আমার সুবিধে না;" এই বলিয়া সে উপরে চলিয়া গেল।

লতিকার সহিত সাক্ষাৎ হইতেই অপূর্ব্ব ম্লান হাসি হাসিয়া কহিল, "আমি আবার বেঁচে ফিরে এসেচি, কে আমায় বাঁচিয়েচে জান, বিমল।"

লতিকা ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, "জানি, কিন্তু আপনি ডাকবামাত্র ত বেশ চলে এলেন দেখ্‌চি।"

অপূর্ব্ব শান্তভাবে কহিল, "এসেচি ত, তোমার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া দরকার যে।"

লতিকা কহিল, "আপনার কলেরার সময়ে আমরা কি ভয়ানক শুশ্রূষা করেচি, তাই কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেচেন বুঝি?"

অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য হইয়া লতিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

লতিকা কহিল, "আর কোন দরকার আছে?" একটু থামিয়া আবার কহিল, 'কবে আমাদের বিয়ের চুক্তিপত্রে সই করতে হবে তারই দিন স্থির করবার জন্যে আজ আপনার এখানে নিমন্ত্রণ, না, অপূর্ব্ববাবু?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তা হবে। সেটা একটা বড় কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার নয়, কিন্তু তোমার সঙ্গে কি জন্যে দেখা করা দরকার সে কথা ত তোমায় এখনও বলাই হ'ল না।"

লতিকা কহিল, "বলুন, আক্ষেপ থাকে কেন?"

অপূর্ব্ব একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া নীচু গলায়

গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাস

—:•:—

———